সভ্যতার ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস প্রণীত

ও

শ্রীদৈবকীনন্দন সেন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৩৩ নং ভবানিচরণ দত্তের লেন, দাস এণ্ড কোম্পানির বিজ্ঞান যন্ত্রে

শ্রীদৈবকীনন্দন সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানীং লাইব্রেরী ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী কলিকাতাতে প্রতিখণ্ড ৸৹ মূল্যে বিক্রীত হয়। মফঃস্বলে পাঠাইতে ডাক মাসুল ৵৹ আনা।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

সভ্যতার ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

মনুষ্য কি? শরীরসহ কি সম্বন্ধযুক্ত?—২ স্বকীয় ও সামাজিক সভ্যতা—৩ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সভ্যতা।—৪ প্রকৃত সভ্যতা।—৫ উন্নতি ও অবনতিশীল সমাজের সভ্যতা।—৬ বক্লের মত।—৭ বক্লসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক প্রমাণ।—৮ মানসিক ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির একত্র উন্নতি।—৯ এতৎ সম্বন্ধীয় আপত্তি।—১০ গ্রীক ও রোমীয়।

বুদ্ধিবৃত্তি সম্যকরূপে পরিচালন করিয়া মনুষ্য যে সকল উন্নতি সাধন করিয়াছে, সভ্যতার ইতিহাসে আমি তাঁহাই বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এস্থলে প্রথমতঃ এই প্রশ্ন হইতে পারে, মনুষ্য কি? এবং প্রকৃত সভ্যতাই বা কাহাকে বলে?

মনুষ্য কি? এবং শরীরসহ কি সম্বন্ধযুক্ত?

হস্তপদ নাসিকাদি অঙ্গবিশিষ্ট নানা-বর্ণ চিত্রিত-বিবিধ-বসনাবৃত চর্ম্ম-চক্ষুগোচর যে দেহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই কি মনুষ্য? অথবা তাহা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ? দার্শনিকেরা বলেন, মনুষ্য দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় জড় দেহ নহে। চিন্তা, স্মৃতি, কল্পনা, বুদ্ধি, লজ্জা, ভয়, অভিমান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত গুণবিশিষ্ট এক আশ্চর্য্য পদার্থ প্রকৃত মনুষ্য। আমরা মনুষ্যের প্রকৃত সত্তা অবগত হইতে পারি না *—কেবল কয়েকটী গুণমাত্র অনুভব করিতে পারি। সেই সকল গুণ তিন ভাগে বিভক্ত। বুদ্ধি, ভাব

* মনুষ্য কিছুরই প্রকৃত সত্ত্বা জানিতে পারে না। কেবল বস্তুর গুণমাত্র তদুপযোগী ইন্দ্রিয়দ্বারা জানিতে পারে।

ও ইচ্ছা। এই তিন শ্রেণীর অন্তর্গত গুণাবলীর সমষ্টিই প্রকৃত মনুষ্য পদ বাচ্য। ইহার নামান্তব "আত্মা।" তবে শরীর কি? ও কোন প্রয়োজন সাধনোপযোগী? "আত্মার" ন্যায় "শবীবেবও" প্রকৃত সত্ত্বা জানিবার উপায় নাই। আমরা কেবল তাহার গুণ ও প্রয়োজনোপযোগিতা জানিতে পাবি। এক্ষণে জগৎ, শবীর ও আত্মার মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাতে এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায়, ইহলোকে আত্মা, শরীবেব ব্যবহিত বা অব্যবহিত সাহায্য ব্যতীত কার্য্য করিতে পাবে না। চক্ষুঃ কর্ণ দ্বাবা জড় জগতেব গুণ না জানিলে, আত্মাব কখন কোন বৃত্তিবই চবিতার্থতা সাধিত হইতে পারে না। আবার শবীব স্বয়ং কোন কার্য্যই করিতে পাবে না। যতক্ষণ আত্মা দেহে বাস কবে, ততক্ষণই এই হস্ত লেখনী পবিচালন সক্ষম, অন্যথা ইহাব কোন শক্তিই নাই। আবাব হস্তব্যতীত আত্মা কখনই লেখনী ধারণ কবিয়া "সভ্যতার ইতিহাস" লিখিতে পারিত না এবং চক্ষুর সাহায্য না পাইলে, পাঠকবর্গ কখনই তাহা পাঠ করিবা মনে ধাবণ কবিতে পাবিতেন না। অতএব একথা নিঃসংশযে সিদ্ধান্ত কবা যায় "আত্মা" কার্য্য কবেন এবং "শরীব" তাহাব যন্ত্রস্বরূপ। একটী অন্যটীকে ছাড়িলে কোন কার্য্যই কবিতে পারে না।

এ স্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন, আত্মা যখন শরীব হইতে পৃথক্ হইবে, তখন কি তাহাব কার্য্যক্ষমতা একেবাবে দূব হইবে? আমাদিগের বিশ্বাস "না"। এ বিষয় কি রূপে সাধিত হইবে, তাহা পরলোকগত ব্যক্তি বা বিধাতা পুরুষ ব্যতীত কেহই জানেন না, সুতরাং কল্পনা-পরায়ণ সাম্প্রদায়িকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় তাহা সভ্যতার ইতিহাসে স্থান পাইবে না।

২ সভ্যতা স্বকীয় ও সামাজিক।

সভ্যতা সমাজের অবস্থা বিশেষ। পৃথিবীতে মনুষ্য স্বকীয় ও সামাজিক, উভয়বিধ অবস্থায় অবস্থিত। স্বকীয় অবস্থাতে আমবা কেবল আপন হিতচিন্তাই করি—যথা মানসিক ও শাবীবিক উন্নতি, আব সামাজিক অবস্থাতে স্ত্রী,

পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বদেশী, বিদেশী প্রভৃতি যাবতীয় মনুষ্যেরই জন্য ব্যস্ত হই। এই দুই অবস্থাভেদে সভ্যতা দুই ভাগে বিভক্ত,স্বকীয় ও সামাজিক। কিন্তু উভয়ে পরস্পর নিঃসম্বন্ধ নহে। একের হ্রাসবৃদ্ধিতে অপরের অবনতি বা উন্নতি হয়। আপনার উন্নতি হেতু বিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব নিচয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহার দ্বারা জনসমাজের অশেষ হিত সাধিত হয়। সম্ভাবতঃ বেকন পরোপকার-ব্রতপরায়ণ হইয়া দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করেন নাই, এক মাত্র স্বার্থই তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিল; কালে তাহা হইতে ভূমণ্ডলের কত হিত সাধিত হইল। ষোড়শ শতাব্দীর লোক অপেক্ষা আমরা যে সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছি, নানা নূতন উপভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইতেছি, ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মূলে বেকন—তাঁহারই ন্যায়বাদ। *

অধুনা যে রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার দিন দিন এত উন্নতি হইতেছে, তাহার কারণ কি? আমি বলি, প্রধানতঃ বেকনের ন্যায়বাদ। এইরূপ আপনার যে কোন উন্নতি সাধিত হয়, তদ্দারা মানব-সমাজেরও অশেষ হিত হইয়া থাকে। আবার পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিলে কি রূপে অন্যের উপকার সাধিত হইবে—তদ্বিষয় অনুসন্ধান, আলোচনা ও চিন্তা করিতে করিতে আপনারও অনেক উন্নতি হয়। ইহার দৃষ্টান্ত পাঠকবর্গ সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। গ্রামের যে ব্যক্তি সাধারণের হিতানুষ্ঠান জন্য ব্যস্ত, প্রায় সে সমধিক বুদ্ধিজীবী। ডন কুইক্সটের স্বাঙ্ক পাঞ্জার ন্যায় উপায় হীনদিগের হিত-সঙ্কল্প অথচ বুদ্ধি-শূন্য ব্যক্তি পৃথিবীতে কয়টী দেখিতে পাওয়া যায়? সত্য বটে, জাতি বিশেষের সংস্কারকেরা প্রথমে অনেক অবিজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু যেমন আগ্নেয়গিরি-সমুত্থিত ধাতু নিঃস্রব মধ্যাকর্ষণের শক্তি দ্বারা ভূতলে পাতিত হয়, সেই রূপ তাঁহারাও কালসহকারে বিজ্ঞতা ও সুশীলতা দ্বারা শান্তপ্রকৃতি হইয়া নরলোকে বিচরণ

* Inductive Philosophy

করেন। এই বিজ্ঞতা ও সুশীলতার কাবণ কি? আমাদিগের সদভিপ্রায় সত্ত্বেও ঔদ্ধত্য দ্বারা মনুষ্যের হিতসাধন না হইয়া অহিত প্রত্যক্ষ করাই একমাত্র কারণ। এই জন্যই বর্ত্তমান সময়েব উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগেব অনেকে পুনরায় প্রাচীন ভাব ধারণ করিতেছেন।

৩। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিক সভ্যতা।

স্বকীয় ও সামাজিক উন্নতি "সভ্যতাব" আভ্যন্তরিক অংশ। আব বাষ্পীয় রথ, তাড়িত বার্ত্তাবহ, ব্যোমযান, বাষ্পীয় পোত প্রভৃতি (যে সকল যন্ত্র দ্বাবা আমাদিগেব শ্রম লাঘব হইতেছে) বাহ্য অংশ। এই উভয় আবার পরস্পব সাপেক্ষ, অর্থাৎ একেব উন্নতি হইলে, তৎসহ অপবেবও কিয়ৎ পবিমাণে উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু সভ্যতার এই দুই অংশেব মধ্যে জাতি বিশেষে এক এক অংশেব আধিক্য থাকে। পৃথিবীর পুবাকালিক ইতিহাস অনুসন্ধান কবিলে প্রাচীন আর্য্য প্রভৃতি কতিপয় জাতিকে আভ্যন্তরিক সভ্যতাতে এবং চীন প্রভৃতি কয়েকটী জাতিকে বাহ্যিক সভ্যতাতে উন্নত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কি প্রাচীন আর্য্য, কি চীন, কাহাকেও প্রকৃত সভ্য বলিতে পাবি না। যেহেতু পুবাকালে আর্য্যবংশীয জ্ঞানবান মহাপুরুষদিগের ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রীব* এত অভাব ছিল, বোধ

(*) শবীর সুখ সচ্ছন্দে না থাকিলে, আত্মাও সুখ সচ্ছন্দ পাবে না। শবীব ক্লিষ্ট হইলে, আত্মাও ক্লেশানুভব করে। সুতরাং একমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। শারীবিক সুখ সাচ্ছন্দ্য ব্যতীত ও আত্মা কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত হইতে পারে, কিন্তু শাবীবিক সুখসাচ্ছন্দ্য থাকিলে তাহা হইতে কত অধিক উন্নতি হইত, তাহা সহজেই বুঝা যায় (অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে আত্মাব উন্নতির সীমা নাই)।

সভ্যতার বাহ্যিক অংশ অর্থাৎ চতুষ্পদ, চৌকি, তাড়িতবার্ত্তাবহ, বাষ্পীয পোত, বাষ্পীয় বথ প্রভৃতি যে রূপ শরীর ও তৎসহ আত্মাকে সুখসচ্ছন্দে বাখে, সেই রূপ আবার অপেক্ষাকৃত অনেক সময় বৃথা অপব্যয় হইতে দেয় না। বশিষ্ট ঋষি কুশাসনে বসিয়া যে পবিমাণ কাল লিখিতে পড়িতে পাবিতেন, হকসূলে চৌকিতে বসিয়া চতুষ্পদের সাহায্যে তাহা হইতে অধিক সময লিখিতে পড়িতে পাবেন। কুশাসনে ২।১ ঘণ্টা বসিয়া থাকিলেই, ক্লান্তি বোধ হয়, পক্ষান্তবে চৌকিতে বসিয়া নিববচ্ছিন্ন ৮।১০ ঘণ্টা কাল ও লিখিতে পড়িতে পারা যায়। পদব্রজে অথবা বাহক স্কন্ধে গমনাপেক্ষা বাষ্পীয় পোতে যাতাযাত যেমন সুখ-কর, সেই রূপ অপেক্ষাকৃত অল্পকাল সাধ্য।

সভ্যতার বাহ্যিক অংশেব অভাব বশত এই রূপ শাবীরিক সুখ সাচ্ছন্দ্য ও গতি বিধির সুবিধা না থাকায়, প্রাচীন আর্য্যগণ অধুনাতন ইউরোপীয়দিগের ন্যায় অল্প সময়ে

হয়, তজ্জন্যই তাঁহাদিগেব অনেক সময় বৃথা ব্যয় হইত ; সুতরাং সেই সময়ে যে উন্নতি হইতে পাবিত, তাহা হইতে তাঁহাবা বঞ্চিত হইতেন। এই জন্যই প্রাচীন মুনিগণও ইদানীন্তন চতুষ্পাটীব শিষ্যবর্গ অপেক্ষাকৃত অধিককাল পঠদ্দশায় অতিবাহন কবিতেন ও করেন, এবং এই জন্যই ইহাঁদিগেব মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোককে বহুবিদ্যাবিশারদ দেখিতে পাওয়া যায। আবাব চীনদিগেব বুদ্ধিবৃত্তি তাদৃশ চর্চ্চিত হয় নাই, কিন্তু অতি প্রাচীন কাল হইতে তাহাবা শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ কবিযা আসিতেছে। চীনদিগেব অবস্থা কখনই ইউবোপীযদিগেব ন্যায় উন্নত হয নাই এবং বোধ হয়, হইবেও না। চীনেবা যেরূপ বাহ্যিক বস্তুব প্রতি মনোভিনিবেশ কবিযাছে, যদি তাহাদিগেব মধ্যে সহস্রে এক জনও দর্শন শাস্ত্রেব আলোচনা কবিত, তাহা হইলে যেরূপ ইউবোপীয়দিগের উন্নতি হইয়াছে, তাহাদিগেরও অনেকাংশে সেইরূপ হইত।

অতএব এতদ্দ্বাবা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, আভ্যন্তবিক ও বাহ্য সভ্যতাব সমষ্টির নামই প্রকৃত সভ্যতা। কিন্তু এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বাহ্য সভ্যতা আভ্যন্তরিক সভ্যতা অপেক্ষা সমধিক প্রবল হইলে, শীঘ্রই সেই জাতিকে অধঃপাতিত কবে। ভোজ্য ভোগ্য বস্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্পৃহনীয নহে, উহা শবীবেব সুতবাং মনের উন্নতি সাধক বলিযা আমাদেব আবশ্যক। কিন্তু জাতি সাধারণেব মধ্যে মনের উন্নতি হইতে শাবীবিক সুখবিচ্ছিন্ন হইলে, তদ্দ্বারা শীঘ্রই তত্তৎ জাতিব বিনাশ হয। প্রাচীন বোম, পাবস্য, বাবিলন ও মধ্য সময়ের মুসলমান গণ ইহাব দৃষ্টান্ত স্থল।

৪। প্রকৃত সভ্যতা

আমি উপরে যে কয়েকটী কথা কহিলাম, তাহা দ্বাবা প্রতীত হইতেছে যে, উন্নতিশীল সমাজই * সভ্যসমাজ। কিন্তু ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায যে, উন্নতিশীল সমাজ অপেক্ষা বহুকাল উন্নত হইয়াছে কিন্তু

৫ উন্নতি ও অবনতিশীল সমাজের সভ্যতা।

অধিক উন্নতি করিতে পারিতেন না। (এস্থলে আমাদিগের ইহা বক্তব্য নহে যে, বর্ত্তমান ইউরোপীয়গণ প্রাচীন আর্য্যদিগের অপেক্ষা অধিক উন্নত।)

* গিজো এই কথা বলিয়াছেন।

ইদানীং ধ্বংসোম্মুখ সমাজ অপেক্ষাকৃত অধিক সভ্য। ইহাব উদারহণ ডিক্টেটরদিগের অধীনস্থ বোম ও সীজরদিগের শাসন কালীন বিস্তীর্ণ রোমসাম্রাজ্য। প্রথমোক্ত উন্নতিশীল সমাজে, শেষোক্ত সমাজের অপেক্ষা ২।১ জন উৎকৃষ্টতর ব্যক্তি বিশেষ থাকিতে পারেন, কিন্তু সমষ্টিতে শেষোক্ত সমাজ, প্রথমোক্ত সমাজের অপেক্ষা অশেষ গুণে শ্রেষ্ঠ লোকে পরিপূর্ণ ছিল।

৬ বক্লের মত। আমাদিগেব বৃত্তি সমুদায় দুই ভাগে বিভক্ত, মানসিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয়। ইহাব মধ্যে একের উন্নতিতেই অপরের উন্নতি হয়। সভ্যতা এই দুই প্রকার বৃত্তিপরিচালনেব ফল। কিন্তু এই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মত দুই ভাগে বিভক্ত। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, সভ্যতা মনোবৃত্তি পরিচালনের ফল। কেহ বলেন, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উন্নত হওয়াতেই মানব সমাজ সভ্য হইতেছে। এই পণ্ডিতগণেব মধ্যে ইংলণ্ডদেশীয় সভ্যতার ইতিহাস লেখক হেনাবী টমাস বক্ল প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। বক্ল বলেন, মানবগণেব নীতি সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, পূর্ব্বে যাহা ছিল, এক্ষণেও তাহাই রহিয়াছে। সুতরাং তদ্দ্বারা কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। পক্ষান্তরে মানব মণ্ডলী ক্রমশঃই মানসিক উন্নতি করিতেছে, কত নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিতেছে, সুতরাং উন্নতিই একমাত্র মনোবৃত্তি পরিচালনার ফল স্বরূপ। *

---

* "পৃথিবীতে ধর্ম্মনীতির ন্যায় অল্প পরিবর্ত্তনশীল বস্তু আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরের উপকাব কর, পরের জন্য আবশ্যক হইলে ত্যাগ স্বীকার কব, রিপু দমন কর, পিতা মাতাকে ভক্তি কর—এই রূপ যে কএকটী নীতিশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব তাহা পূর্ব্বেও যে রূপ লোকের পরিজ্ঞাত ছিল, এক্ষণেও সেই রূপ রহিয়াছে। ইদানীন্তন ধর্ম্মশাস্ত্র লেখকগণ এতৎ সম্বন্ধে সহস্র২ গ্রন্থ লিখিয়াও কিছুই বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হন নাই। Buckle's History of Civilization, Vol I 'p. 180.

এই বাক্যের প্রমাণ স্থলে বক্ল টীকাতে বলেন, খৃষ্ট স্বীয় শিষ্যদিগকে এমন একটী উপদেশ ও দেন নাই, যাহা পুরাকালীয় দেবদেবীর উপাসকগণ অবগত ছিলেন না এই উনবিংশ শতাব্দীর কোন সভ্য সমাজ-ভুক্ত ব্যক্তি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এমন একটী সত্যও অবগত নহেন, যাহা পুরাকালীন লোকে জানিত না। পক্ষান্তরে মানসিক সম্বন্ধে কেবল সত্য কেন, অনুষ্ঠান প্রণালী পর্য্যন্ত পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। আজ কাল এমন অনেক বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে, পূর্ব্বকালে যাহার নাম গন্ধও ছিল না।

আমি জিজ্ঞাসা করি, বক্‌ল্ কোন ইতিহাস হইতে এই সত্য সংগ্রহ করিলেন। তিনি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ও বহুবিদ্যাবিশারদ, একথা কখনই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তথাপি তাঁহার এই মতটী ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি নিম্নে কয়েকটী দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বাক্যের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বকল সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক প্রমাণ।

বক্ল স্পষ্টাক্ষরে বলেন, অতি পূর্ব্বকালেও যেরূপ পরোপকার সম্পাদন ও পরের অনিষ্ট হইতে নিবৃত্ত হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল, এক্ষণেও সমাজ মধ্যে তাহাই রহিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র লেখকগণ রাশি রাশি গ্রন্থ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যান লিখিয়াও ইহার কিছুই উন্নতি করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু আমি এমত পোষণ করিতে পারি না, নীতি উন্নতিশীল তদ্বিষয়ক নিম্নে কএকটী ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদত্ত হইল। ভারত-মহাসাগরস্থিত বোর্ণীয় দ্বীপে * অদ্যাবধি ডিয়াক, হটান ও ট্রাটন নামক জাতিত্রয় মধ্যে অন্ততঃ একজন শত্রুর শিরশ্ছেদন করিতে সমর্থ না হইলে কোন যুবকই বিবাহিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ইউরোপখণ্ডে যুবক যুবতীর মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হইলেই উভয়ে উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ—দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর স্থিত ক্যালিডোনিয়া † দ্বীপে অদ্যাবধি রমণীগণ নরমুণ্ড দ্বারা শরীর ভূষিত করে, এটী তাহাদিগের অলঙ্কার বিশেষ। সুতরাং কেহ নরহত্যা করিলে বা কোন ব্যক্তি রোগাদিতে প্রাণ ত্যাগ করিলে, শারীরিক সৌন্দর্য্য লিপ্সু-সরল-মতি অবলাগণ যে আনন্দানুভব করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি! পক্ষান্তরে বঙ্গদেশের অতি কঠিন প্রকৃতি যোষিৎ ও রোদনধ্বনি শ্রবণ অথবা মৃত

সভ্যতা, ধর্ম্মনীতি ও মানসিক বৃত্তি উভয় হইতে সমুৎপন্ন। সভ্যতা উন্নতি-শীল। অপিচ ধর্ম্মনীতি এক ভাবে স্থায়ী, মানসিক ভাবের নিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে। সুতরাং উন্নতিশীল সভ্যতা একমাত্র মনোবৃত্তি পরিচালনারই ফল।

Buckle's History of Civilization. Vol I, chapter IV. comparison between Moral and Intellectual Laws.

* Britanica Encyclopædia on Borneo.

† Britania Encylopædia on Caledonia.

দেহ দর্শন করিলে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ—প্রাচীন আরবীয়গণ পথিকদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। তাহারা বিশ্বাস করিত "বিধাতা তাহাদিগকে অনুর্ব্বরা মৃত্তিকা দিয়াছেন বটে, কিন্তু মরুভূমির মধ্যে যদি কোন বিদেশীয় ব্যক্তি ধনসম্পত্তি লইয়া আইসে, তাহা হইলে ঐ ধন সম্পত্তিতে তাহাদিগের সম্পূর্ণ অধিকার।" এই বিশ্বাস আরবীয়দিগের মধ্যে যার পর নাই প্রবল ছিল। ঈদৃশ বিগর্হিত আচরণ আরবীয়দের জাতীয় প্রথা রূপে গণ্য হইত।* এমন কি, পবিত্রাত্মা ধর্ম্মসংস্কারক মহম্মদও এই বিশ্বাসাধীন হইয়া বিস্তর ন্যায়বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। আবার ধর্ম্মোন্নত আর্য্য প্রভৃতি জাতির মধ্যে পথিক অতিথি হইলে পরমারাধ্য রূপে গণ্য হইত "সর্ব্বদেব ময়োঽতিথি।" †

চতুর্থতঃ—প্রাচীন কালে গ্রীক ও অন্যান্য জাতির মধ্যে পরাজিত দিগের রমণিগণ জেতার উপভোগ্যা হইত। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে মগধ বংশীয় রাজগণের সময়ে পণ্ডিতবর চানক্য এই শ্লোক রচনা করেন।

"মাতৃবৎ পর দারেষু পর দ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ, আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ"।

এবং ঊনবিংশ শতাব্দী অতীত হইল, মহাত্মা ঈশা তাঁহার শিষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। ‡

তোমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছ, ব্যভিচার মহা পাপ; কিন্তু আমি তোমাদিগকে আরও বলিতেছি যে কুভাবে পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও মনে মনে ব্যভিচার করা হয়।

পঞ্চমতঃ—পূর্ব্বকালে জেতারা জিত লোকদিগকে সামান্য পশুর ন্যায় জ্ঞান করিত। ইচ্ছা হইলে তাহাদিগকে বিক্রয় বা তাহাদের প্রাণ নাশ করিতে পারিত। পক্ষান্তরে যুদ্ধাবসানে জর্ম্মনীয়গণ ফরাসিসদিগের নিকট যে অংশ সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথায় এক বৎসর অতীত

* ইস্রায়েলীয়গণ শস্যশালী দেশের অধিকারী, পক্ষান্তরে ইস্মায়েল তনয় আরবীয়গণ মরুময় দেশবাসী, হইতে পারে, এই ঘটনাতেই তাহাদিগের এরূপ অন্যায় বিশ্বাস উৎপন্ন হয়।

† বিষ্ণুশর্ম্মা রচিত ও সংগৃহীত পঞ্চতন্ত্র।

‡ মথি ষষ্ঠ অধ্যায় পার্ব্বতীয় উপদেশ। বাইবল।

হইতে না হইতেই সংস্কৃত কালেজ পর্য্যন্ত সংস্থাপন করিয়া দিয়া কিরূপে অধিবাসিগণের প্রকৃত হিতসাধন হইবে তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। ইহার কারণ কি ? আমাদিগের বিবেচনায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অব্যবহিত বা ব্যবহিত ফল ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

ষষ্ঠতঃ—ইতিহাসবেত্তা এলিসন* বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে দাসত্ব মোচনের নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার। যদিও কোন কোন খৃষ্টান বাইবলের দোহাই দিয়া দাস প্রথা রাখিয়াছিলেন, তথাপি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারদ্বারা ভ্রাতৃভাব বদ্ধমূল হইলে, কালে উহা অনৈসর্গিক বলিয়া লোকের নিকট স্বঃতই প্রতীয়মান হয়।

সপ্তমতঃ—বঙ্গদেশে যখন তান্ত্রিক উপাসনা-জনিত ব্যভিচার প্রবল হইয়া উঠিল; যখন মদ্যপান, যোনিপূজা, নরবলি প্রদান প্রভৃতি গর্হিত আচরণ মুক্তিপথের অদ্বিতীয় সোপান বলিয়া জাতিসাধারণের বিশ্বাস হইয়া উঠিল; তখন চৈতন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া শীঘ্রই ঐ সকল সমাজ অনিষ্টকর গর্হিত আচরণ উঠাইয়া দিলেন।

অষ্টমতঃ—ঋগ্‌বেদ-পাঠে † বিলক্ষণ প্রতীতি হয় প্রাচীন আর্য্যগণ অতিশয় প্রতিহিংসা ও ক্রোধ পরতন্ত্র ছিলেন। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবদিগের ক্ষমা ও দয়ার কথা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। মাধাই নিত্যানন্দকে প্রহার করিলে, চৈতন্য দেব যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। দয়ার সাগর কোমল-হৃদয় নিত্যানন্দ তাহার ক্ষমার জন্য চৈতন্যের নিকট প্রার্থনা করিলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে দয়াগুণের অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। যখন ঈশা শত্রুগণ কর্ত্তৃক ক্রুশে আবদ্ধ হন, তখন মুক্তকণ্ঠে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, পিতঃ তুমি তোমার এই অজ্ঞান সন্তানগণকে মার্জ্জনা কর, তাহারা যে কি অপকর্ম্ম করিতেছে, তাহা অবগত নহে।

---

* **Allisons History of Europe Vol. 1. Chap 1.**

† তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত ঋগ্বেদ।

নবমতঃ—প্রাচীনকালে প্রকৃষ্ট বিবাহপদ্ধতি * ছিল না, কিন্তু এক্ষণে সকল সভ্যসমাজ মধ্যেই তাহা প্রচলিত হইযা উঠিয়াছে। পূর্ব্বে ব্যভিচার হইতে সমাজের যেরূপ অমঙ্গল ঘটিত, এক্ষণে তাহাব অনেক হ্রাস হইয়াছে।

দশমতঃ—আমাদিগের বঙ্গদেশে অদ্যাবধি দয়ার ন্যায়, সত্যের ও ন্যায়পরতার † উপর যথেষ্ট আস্থা নাই। ইহাতে দেশের যে কত অমঙ্গল সাধিত হয়, তাহা বলিয়া শেষ কবা যায না। দোষীও আশ্রয় গ্রহণ কবিলে অত্যজ্য, প্রাচীনগণ ইহাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস কবিয়া থাকেন। এক জন দস্যু ধৃত হইয়া কোন প্রাচীন ধর্ম্মজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তিব আশ্রয গ্রহণ কবিলে রক্ষা পাইযা আবাব হয়ত, দস্যুবৃত্তি আবম্ভ করিলে, সমাজের কত অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু সম্প্রতি ইংবাজী শিক্ষা ওইংবাজ-দিগের সংসর্গ গুণে নব্যগণ অনেকাংশে এই প্রাচীন কুসংস্কাবকে জয় কবিযাছেন।

কোনজাতি সাধাবণেব বহুকাল নিদ্রা ও পাপাসক্তির পব যথন এক জন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, তথন উক্তজাতিব ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চয়ই প্রতীযমান হয, যে ধর্ম্মো-ন্নতি হইতেই জাতি সাধারণেব সাতিশয় উপকার হইয়া থাকে। বঙ্গদেশেব ইতিহাস আলোচনা কব, দেখিতে পাইবে বৈষ্ণব দিগের আবির্ভাবেব পূর্ব্বে এদেশ এক রূপ মহানিদ্রায অভিভূত ছিল।

* বঙ্গদেশ সংস্কার ও বক্‌লের মত খণ্ডন।

---

* এবিষয় সবিশেষ বিবাহ সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

† আর্য্যদিগের মধ্যে ন্যায়পরতার অভাব অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ক্ষত্রিয়দিগকে যুদ্ধে নিমন্ত্রণ করিলে ন্যায়ান্যায় বিবেচনা না করিয়া যে পক্ষ পূর্ব্বে আহ্বান করিত, তাহা সহায়তা করাই সনাতন ধর্ম্ম বলিযা বিশ্বাস ছিল। ভীষ্ম, কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষগণ এই সংস্কারের বশোবর্ত্তী হইয়াই কৌরব পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ভারতের প্রায় সমুদয় ক্ষত্রিয় এই বিশ্বাস বশোবর্ত্তী হইয়াই কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধে যোগ দিয়া ভারতবর্ষকে বীরশূন্য করিয়া ভারতেব পরবর্ত্তী অবনতির সোপানে প্রস্তুত করিযাছিলেন।

কল্লুকভট্ট, জয়দেব, বিদ্যাপতি, কবিকর্ণ প্রভৃতি কয়েকজন ব্যতীত বঙ্গবাসিগণের গৌরবের যোগ্য অতি অল্প ব্যক্তিই এই মহাপুরুষের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ, বিক্রমপুর প্রভৃতি কতিপয় স্থান ব্যতীত আর সকল স্থানই একেবারে ঘোর অন্ধকারময় ছিল। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম সংস্কারক চৈতন্যদেব * নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া প্রথমতঃ হরি সংকীর্ত্তন, মনন, হরিনাম জপ করণ প্রভৃতি ভক্তির নব অঙ্গ দ্বারা এবং আপনার সরল বিশ্বাস ও দৃঢ় ভক্তি প্রদর্শন করিয়া, অত্যল্প কাল মধ্যে অনেক লোককে স্বমতে দীক্ষিত করিলেন। কেবল যে চৈতন্য দ্বারা ধর্ম্ম সংস্কার হইয়াছিল এরূপ নহে। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই কাব্য, নাটক, দর্শন স্মৃতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্যাবধি পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন। রূপসনাতন, জীবগোস্বামী প্রভৃতির নাম সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকবৃন্দ কখনই বিস্মৃত হইবেন না।

এতদ্ব্যতীত এই চৈতন্যের শিষ্যবৃন্দই বঙ্গভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা। দুই তিনখানি ব্যতীত চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আর বঙ্গভাষায় গ্রন্থ ছিল না। তাঁহার জন্মের পর গোবিন্দ কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস, নরোত্তম দাস প্রভৃতি বিখ্যাত নামা মহাপুরুষগণ রাশি রাশি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালাকে ভাষা মধ্যে গণ্য করিবার যোগ্য করেন।

ইহাঁরা কেবল যে বিদ্যা সম্বন্ধে উন্নতি করিয়াছিলেন, এমত নহে। সমাজ সম্বন্ধেও ইহাঁদিগের দ্বারা বঙ্গদেশের বিশেষ উপকার হইয়াছে। জাতিভেদ প্রথমতঃ, বোধ হয়, ইহাঁদিগের দ্বরাই উন্মূলিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। যদিও চণ্ডালোঽপিদ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ, প্রভৃতি শ্লোক পূর্ব্বরচিত পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়, তথাপি একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, এক চৈতন্যই বঙ্গদেশে এই কথা প্রথমতঃ কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

---

* গ্রন্থকারের লিখিত বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত চৈতন্যের জীবন চরিত ১ ম অ, দেখ।

বশতঃই লোকের মন মানসিক উন্নতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতি করিতে পারিত (পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে তৎকালে ধর্ম্মবিরোধী বিষয় সাধারণ্যে তাদৃশ পঠিত হইত না)।

এই সকল কারণ বশতঃ আদিম কালের সভ্যতা মানসিক ও ধর্ম্ম নৈতিক উন্নতিমূলক ছিল।

১০ গ্রীক ও রোমীয়।

উপরি উক্ত যুক্তি পরম্পরা দ্বারা একথা সপ্রমাণ হইতেছে, যে জাতি পুরাকালে সভ্য পদবীতে অধিরোহণ করিয়াছিল, তাহা দিগের ধর্ম্মভাব ও অপেক্ষাকৃত প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বত্র এই সত্যের অনুযায়ী ফল দেখা যায় না। গ্রীক ও রোমীয়েরা বিদ্যা বুদ্ধিতে উন্নত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মের যারপর নাই দুর্গতি ছিল। এবিষয়ের কারণ কিঞ্চিত অনুসন্ধান করিলেই পাইতে পারা যায়। এই জাতিদ্বয়ের উন্নতি অধ্যাত্মমূলক ছিলনা। গ্রীক ও রোমীয়েরা জড় বিজ্ঞান ও জড় তত্ব অযথা পর্য্যালোচনা করিয়া ছিলেন এই জন্যই ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদিগের ঐ রূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল।* বস্তুতঃ শিক্ষার ত্রুটিই ইহার একমাত্র কারণ। কতকগুলিন সত্য ঘটনা অভ্যস্ত থাকিলে কি হইবেক? তাহার ব্যবহার ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে মনোবৃত্তি মার্জ্জিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই জন্যই সামান্য শিক্ষাদি সহ ধর্ম্মনৈতিক উন্নতি অনেক সময় দেখা যায় না। পক্ষান্তরে ভারতের সভ্যতা আধ্যাত্মিক, সুতরাং তজ্জন্য প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মের এতাদৃশ উন্নতি লক্ষিত হয়। অপিচ যখন গ্রীস দেশে মনোবিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের † আলোচনা আরম্ভ হয়, তখন তাহাদিগের মধ্যেও ধর্ম্মের ভাব উন্নত হইতে আরম্ভ হইয়। সক্রেটিস্ বোধ হয়, প্রথমতঃ দর্শন শাস্ত্রের ধারাবাহিক প্রমাণ দ্বারা আত্মার অবিনশ্বরতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।

* সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক সার উইলিয়ম হামিল্টনের জড় তত্বে আলোচনা সম্বন্ধে এই মত। Hamiltons' Lectures on Metaphysics vol. I. Lec. II.

† অনেকেরই মত, দর্শন শাস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে গ্রীসে গিয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আদিম কাল।—২ ক্রমশঃ উন্নতি।—৩ জাতি বিশেষের সমধিক উন্নতি। —৪ আদিম সভ্যতার কারণ।—৫ গ্রীষ্ম মণ্ডল।—৬ হিম মণ্ডল।—৭ সম মণ্ডল।—৮ প্রকৃত সভ্যতা।

ভূতত্ত্ব বেত্তাদিগের মতে, আদৌ ভূমণ্ডল অত্যুষ্ণ তরল পদার্থ ছিল। আদিমকাল। ক্রমে শীতল হইয়া জন্তুবর্গের বাসোপযুক্ত হইয়াছে। পৃথিবী স্তরে২ রচিত এবং প্রত্যেক স্তরে বিভিন্নপ্রকার জীব ও উদ্ভিজ্জের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবী খনন করিয়া দেখিলে, এক কালের ভূমি স্তরে যে সকল মৃত শরীরের প্রস্তরীভূত অস্থি পাওয়া যায়, দ্বিতীয় কালের ভূমিতে তাহার অনেক প্রকার জীবের দেহাবশেষ পাওয়া যায় না। তাহাতে আবার নূতন প্রকার জীব দেহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপে ক্রমশঃ যে প্রধান প্রধান জীবের সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আদিম জন্তুবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেচনা করিলে আমরাই ভূমণ্ডলের শেষ ও সর্ব্ব প্রধান অধিবাসী। এপর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতি ভূমণ্ডলে আগমন করে নাই, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। পূর্ব্ব অধ্যায়েই বলা হইয়াছে যে মানব সমাজ ক্রমশঃ সভ্যতার দিগে অগ্রসর হইতেছে। মনুষ্য আদিম অবস্থায় কিরূপ ছিল, প্রথমে পৃথিবীতে আসিয়া কি কি কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিল, একথা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্যতীত কাহারও নিঃসন্দেহ রূপে বলিবার শক্তি নাই। ফলতঃ যখন মানবগণ একপ্রকার সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিক্ষা করে। যখন মনের ভাব পরস্পরকে জ্ঞাত করাইবার নিমিত্ত এক এক প্রকার ভাষা সৃষ্টি হয়, এবং সেই ভাষা লিপি বদ্ধকরিবারজন্য অক্ষরের সৃষ্টি হয়, ইতিহাস অনুসন্ধান দ্বারা তৎকালের ২।১ টি বৃত্তান্ত অস্ফুট রূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহার পূর্ব্বে যে মানবগণ কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত ছিল তাহা বলা সুকঠিন।

বোধ হয় মনুষ্য সৃষ্টি হইয়া, প্রথমে আহার অন্বেষণ করিতে সমুদয় সময় ব্যয় করিত। ক্ষুধাতুর হইলে যে পর্য্যন্ত ক্ষুধা শান্তি না হয়, ততক্ষণ কোন

কার্য্য ভাল লাগে না, সুতরাং তৎকালে মনুষ্যের আহারের সংস্থান করাই প্রধান কার্য্য ছিল। তৎকালীন লোক আহার ও অন্যান্য অপরিহার্য্য ইন্দ্রিয় পরিচালনই যে এক মাত্র পুরুষার্থ বিবেচনা করিয়াছিল এটি অনুমান সিদ্ধ হইলেও সম্ভবপর ও যুক্তি সিদ্ধ। মনুষ্য যতই কেন অনভিজ্ঞ হউক না, স্বাভাবিক বুদ্ধি-বৃত্তির অঙ্কুর সর্ব্ব কালেই ছিল। যদি ও সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার প্রিয়পুত্র মনুষ্যকে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক ভক্ষ্যাদি দেখাইয়া দেওয়া অসম্ভব কিন্তু তিনি তাহার অন্তঃকরণে যে প্রখর বুদ্ধি বৃত্তির বীজ বপন করিয়া দিযাছেন, চালনা করিলেই মনুষ্য তাহা বর্দ্ধিত করিতে পারে এবং সমুদয় অজ্ঞাত বিষয়ও উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হয়। যখন অন্তরে বুদ্ধি, জঠরে ক্ষুধা, এবং বৃক্ষে সুমধুর ফল পরিপক্ক হইয়া আছে এবং পক্ষিগণ তাহা ভক্ষণ করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়,* তখন আদিম নরগণও যে পক্ষি জাতির অনুকরণ করিয়া স্বকীয় ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? † এইরূপে পশ্বাদির অনুকরণ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলে মনুষ্যও মাংসাহারী হইয়াছিল এবং প্রথমতঃ লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ দ্বারা পশু হনন করিত। কিন্তু যখন দেখিল তদ্দ্বারা প্রকৃষ্ট রূপে পশ্বাদি হনন করা যায় না, তখন স্বকীয় বুদ্ধি প্রভাবে ধনুঃশরের সৃষ্টি করিল। এইরূপ এক একটি অভাব হওয়াতে তাহার পূরণার্থ বুদ্ধি চালনার আবশ্যক হইয়াছে এবং ক্রমে আবশ্যকীয় দ্রব্য নির্ম্মাণ বা সংগ্রহের দ্বারা পূর্ব্ব অভাব দূরীকৃত করিয়াছিল। যদিও তখন মনুষ্যজাতি সমাজ-বদ্ধ হইয়া বহু লোক একত্র অবস্থিত করিত কি না নিশ্চয় বলা যায়না, কিন্তু তাহা বলিয়া কেবল একটি মাত্র নর অথবা নারীর কখনই একাকী অবস্থিতি করা সম্ভব পর বোধ হয় না। ফল, ইহাই সম্ভব পর যে তখন ও পশু পক্ষ্যাদির ন্যায় এক এক মনুষ্য দম্পতী এক

* প্রত্যেক জীবের স্বাস্থ্যদায়ক খাদ্য তাহার নিকট সুদৃশ্য। প্রাণিগণ অন্যের উপদেশ সাপেক্ষ না হইয়াও স্বকীয় প্রকৃতি উপযোগী ভোজ্য বস্তু নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়। Theodore Parker vol. xi. on Providence.

† পক্ষিগণ যে ফল ভক্ষণ করে তাহা মনুষ্যেরও স্বাস্থ্যদায়ক। অদ্যাপি কোন অভিনব ফল দেখিলে তদুপরি চঞ্চু চিহ্ন না দেখিয়া মনুষ্য প্রায় তাহা ভক্ষণ করে না।

এক স্থানে বাস করিত। স্ত্রী পুরুষ একত্র বাস করিতে হইলেই পরস্পরকে মনের ভাব অবগত করান আবশ্যক হইয়া উঠে এবং বোধ হয় তখনই আকার ইঙ্গিতাত্মক কোন রূপ ভাষার স্থষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে মহারণ্যই তাহার বাস স্থান, ধনুর্ব্বাণই সম্পত্তি, এবং অযত্ন লব্ধ ফল বা মৃগয়া লব্ধ মাংসই এক মাত্র জীবনোপায়। এই অবস্থাতে মানবগণ কোনরূপ পশু-চর্ম্মদ্বারা শরীর আবৃত করিতে আরম্ভ করে, রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতির উপদ্রব হইতে শরীর রক্ষাই চর্ম্ম পরিধানের এক মাত্র কারণ নহে। স্ত্রী পুরুষের একত্র অবস্থিতি এবং পুরুষ জাতির বিষয় বিশেষে নির্লজ্জতা, এবং স্ত্রীদিগের লজ্জাশীলতা, এবং পুরুষদিগের সময় বিশেষে অঙ্গ বৈকল্য প্রকাশে লজ্জা বোধ হওয়া চর্ম্ম পরিধানের কারণান্তর বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

মনুষ্য যেমন পশু পক্ষী হইতে ভক্ষ্য বস্তুর পরিচয় পাইয়াছে, বোধ হয় বাস স্থান নির্ম্মাণ বিষয়েও তাহারাই মানব জাতির প্রথম উপদেষ্টা। পশু পক্ষীর বাসা ও বিবরের গর্ত্ত দেখিয়াই তাহার অন্তঃকরণে বাসস্থান নির্ম্মাণের ভাব প্রথম উদয় হইয়াছিল, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। বিশেষ বাসগৃহ না থাকায় রৌদ্র বৃষ্টির দ্বারা ক্লিষ্ট হইতে লাগিল। স্থতরাং শীত-প্রধান দেশে গর্ত্ত ও উষ্ণ-প্রধান স্থানে পর্ণ কুটির তাহার আবাস গৃহ হইয়া উঠিল। এই অবস্থাতেও পূর্ব্বোক্ত মৃগয়াই তাহার ব্যবসায় ছিল, কিন্তু তদ্দ্বারা জীবনোপায় সমধিক কষ্ট সাধ্য। মৃগয়ায় সকল দিন যত্ন সফল হয় না; হয়ত ২।১ দিন মৃগয়ায় কিছু মাত্র লাভ না হওয়াতে ও ফল মূল দুর্লভ হওয়ায় উপবাসে সমস্ত দিন অতীত হইল, এই রূপ ক্লেশ পরম্পরাসহ্য করিয়া অনুভব করিয়াছিল যে কতক গুলি পশু পোষণ ও বৃক্ষ রোপণ করিতে পারিলে কথঞ্চিৎ এই ক্লেশের শান্তি হইতে পারে। এই রূপ মৃগয়া করিতে করিতেই জনগণ পশুপালন আরম্ভ করে এবং ঐ সময়েই কুটীরের অথবা আবাস গর্ত্তের চতুর্দ্দিগে ফল মূলাদি রোপণ করিয়া এক প্রকার কৃষি কার্য্যেও প্রবৃত্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণে স্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে যে ক্রমে অভাব জ্ঞান ও

তৎপূরণার্থ বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনই সভ্যতা বৃদ্ধির নিদান। এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই নিয়মানুসারে পৃথিবীবাসী সমুদয় লোকের অবস্থোন্নতি এক রূপ না হইয়া বিভিন্ন প্রকার হইবার কারণ কি? প্রাচীন আর্য্য, মিসরীয়, গ্রীক্, রোমীয় এবং বর্ত্তমান ইংরেজ, ফরাশী, জর্ম্মান প্রভৃতি জাতিই বা কোন কারণে প্রকৃতি দেবীর অনুগৃহীত এবং বর্ত্তমান চোহার, নিগ্রো ও আমেরিকার আদিম নিবাসি-রক্তাঙ্গ অসভ্যেরাই বা কি পাপে এই রূপ হীনাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে?

জড় জগতের ন্যায় মানবীয় সমস্ত ব্যাপারেই কার্য্য–কারণ-ভাব চির-বিরাজমান। মনুষ্যের মনের ভাব ও অবস্থা সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞ হইলেই, তাহার কার্য্য নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। তাহার কার্য্য ও মনের ভাব প্রকৃতরূপে জানিলেই, অবস্থা জানিতে পারা যায়। এবং কার্য্য ও অবস্থা যথাযথ জানিলেই তাহার মনের ভাবও বলা যায়।

২ ক্রমশঃ উন্নতি।

এক্ষণে আমি যে অবস্থা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম, ইতিহাস অনুসন্ধানে, তাহার দুই একটি ঘটনা জানা যায়। সুতরাং তন্মধ্যে কার্য্য-কারণ ভাব দেখান তাদৃশ কঠিন নহে।

এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে সামাজিক ব্যাপারের কার্য্য–কারণ–ভাব নির্ণয় করাই আমার উদ্দেশ্য।

কি কারণ বশতঃ এবং কি প্রণালীতে, মানব সমাজ ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, সভ্যতার ইতিহাসে আমি তাহাই উত্তরোত্তর বর্ণন করিব।

৩ জাতি বিশেষের সমধিক উন্নতি।

মনুষ্য মাত্রেই আদৌ জীবন রক্ষার্থ বিশেষ সচেষ্ট। যত দিন জীবনোপায় সুলভ না হয়, তত দিন অন্য কোন বিষয়েই আগ্রহ বা ঔৎসুক্য থাকে না। আত্মরক্ষার্থ আহার, পরিচ্ছদ, ও বাস গৃহের নিতান্ত প্রয়োজন। দেশভেদে, যেস্থলে ঐ সকল বিষয় সুলভ, সেই সকল দেশই যে শীঘ্র শীঘ্র সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? যুক্তি ও অনুমান দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হইল, ইতিহাস অনুসন্ধানে আমরা অবিকল তাহারই প্রমাণ

পাইতেছি। ফলত ভূমির উর্ব্বরতা ও জল বায়ুর স্বাস্থ্যকারিতা আদিম কালের সভ্যতার প্রধান কারণ। *

পৃথিবীর পঞ্চ মণ্ডলের মধ্যে গ্রীষ্ম মণ্ডলই বিশেষ উর্ব্বরা। এই কটিবন্ধে বৃক্ষ লতাদি † যেরূপ সতেজ দেখা যায়, অন্যত্র কদাপি তাহা লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ যে স্থানে নদী প্রভৃতির অবস্থিতি আছে, তথায় মৃত্তিকার সরসতা প্রযুক্ত উর্ব্বরতার বাহুল্য হইয়া থাকে। ভূমির সিক্ততা এবং বায়ুর উত্তাপই শস্যশালিতার যে দুই প্রধান কারণ, তাহা গ্রীষ্ম মণ্ডলের অনেক স্থলে কোন না কোন রূপে বিদ্যমান আছে। কোথায় বেগবতী স্রোতস্বতী ‡ গ্রাম, নগর, শস্যক্ষেত্র পর্য্যটনে ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করিয়া সাগরে পতিত হইতেছে। কোন কোন দেশে মুষলধারে বৃষ্টি ** পতিত হইয়া সেই উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি করিতেছে। এবং এই মণ্ডলের সর্ব্বত্র বসুমতী যেরূপ শিশির-সিক্তকলেবরা †† হইয়া শস্য প্রসব করিতেছে, পৃথিবীর অন্য কোন মণ্ডলে সেরূপ লক্ষিত হয় না।

---

* প্রাকৃতিক অবস্থাতে সভ্যতা বৃদ্ধির এতদ্ব্যতীত কারণান্তর নাই। কিঞ্চিত উন্নত না হইলে উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি সভ্যতা বৃদ্ধির কারণ কার্য্যকারী হয় নাই।

† মৃত্তিকা হইতে রসাকর্ষণ করিয়া বৃক্ষ সজীব থাকে ও বর্দ্ধিত হয়। প্রাণিগণের খাদ্যের ন্যায় এই রস তাহাদিগের আবশ্যক। কিন্তু তাহারা আপন বলে রস আকর্ষণ করিতে পারে না। সূর্য্য দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হয়। সুতরাং যে সকল স্থলে সূর্য্যের রশ্মি লম্বভাবে পতিত হয়, সেই সকল স্থানে উত্তাপের প্রাখর্য্য হেতু বৃক্ষাদির পক্ষে বিশেষ উপকার হয়, এই জন্য গ্রীষ্ম মণ্ডলে বৃক্ষের আধিক্য লক্ষিত হয়।

‡ সূর্য্যোত্তাপে পর্ব্বতোপরিস্থ হিমানী আর্দ্র হইয়া নদী রূপে পরিণত হয়। গ্রীষ্ম মণ্ডলেও সাগর গর্ভ হইতে সার্দ্ধক্রোশ উচ্চ প্রদেশ অন্যান্য মণ্ডলের ন্যায় চির হিমাবৃত, সুতরাং এরূপ স্থলে উচ্চ পর্ব্বতাদি থাকিলে নদীর আধিক্য দৃষ্ট হয়।

** ভারতবর্ষের নিকটস্থ মনসুন বায়ু Monsoonwind ও আমেরিকার নিকটস্থ বাণিজ্য বায়ু Tradewind তত্তৎস্থানে মেঘ সঞ্চার করে। এবং সেই মেঘ হইতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি পতিত হয়।

†† সূর্য্যোত্তাপে উদ্ভিদাদি পদার্থ অতিশয় উষ্ণ হইয়া থাকে। সন্ধ্যার পর যখন বিকীরণ শক্তির দ্বারা সেই সকল পদার্থের তেজ বাহির হইয়া যায়, তখন তন্নিকটবর্ত্তী বায়ু শীতল হওয়াতে সেই বায়ুস্থ বাষ্পরাশি প্রোক্ত পদার্থে শিশির রূপে পতিত হইয়া থাকে। এই বিকীরণ শক্তি শিশির সঞ্চারের কারণ। গ্রীষ্ম মণ্ডলে অধিক তেজ সঞ্চার নিবন্ধন অধিক শিশির পাত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি সভ্যতার অন্যতর কারণ। কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, যে স্থান যত উর্ব্বরা, তথাই তত সভ্যতার বৃদ্ধি হইয়াছে। ফল কথা এই, যে স্থানে জীবনোপায় সহজ এবং যে স্থানের জল বায়ু মানব জাতির আলস্য বর্দ্ধক বা শ্রম বিঘাতক নহে, তথাই আদিম কালে সভ্যতার উন্নতি হইয়াছে।

পৃথিবীর ইতিহাস অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, যে প্রধানতঃ দুই কারণে সভ্যতাব বৃদ্ধি হইতেছে। প্রথমতঃ যে স্থানের ভূমি উর্ব্বরা জল ও বায়ু মনুষ্য জাতির শ্রমক্ষমতার প্রতিকূল নহে, সেই সকল দেশই অগ্রে সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইযাছিল, ভাবতবর্ষ, মিসব, ফিনিসিয়া, গ্রীস, ইটালি প্রভৃতিই ইহার উদাহবণ স্থল। প্রকৃতিব বিশেষ আনুকূল্যে ঐ সকল দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইয়াছিল, অতএব ইহাকে প্রাকৃতিক সভ্যতা বলা যায।

আদিম সভ্যতার কারণ।

দ্বিতীয়তঃ যে স্থানের জল বায়ু মনুষ্যের শ্রম ক্ষমতা উত্তেজক ও ভূমি এতদূব অনুর্ব্ববা নহে যে পবিশ্রম কবিলেও শস্যোৎপত্তি হয় না, সেই সকল স্থলে লোকে জীবিকা নির্ব্বাহ হেতু পবিশ্রম ও অভাব মোচনার্থ নানা কৌশল উদ্ভাবন করিযা বলিষ্ঠকায ও শ্রমশালী হয়। এইরূপ শরীর ও মনের উন্নতি সহকারে সভ্য শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থলে অত্যল্প পবিশ্রমে জীবন ধারণ হয় না। পরিশ্রমের পবিমাণ অনুসারে জীবিকা সুলভ বা দুর্লভ হইয়া থাকে। কিন্তু শরীর ও মন বিশেষ বলিষ্ঠ না হইলে পরিশ্রমশীল হওয়া অসম্ভব। অতএব শরীব ও মনেব উন্নতির উপব নির্ভর করে বলিয়া ইহাকেই মনুষ্যের প্রকৃত সভ্যতা কহে। বর্ত্তমান ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মান প্রভৃতি ইহার প্রমাণ স্থল।

এতদ্দ্বাবা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে অতিশয় গ্রীষ্ম বা শীত প্রধান দেশে সভ্যতার সঞ্চার হয় নাই। অতিরিক্ত গ্রীষ্ম প্রধান দেশের শস্যশালিতা সত্ত্বেও যে কি নিমিত্ত তথায় সভ্যতার সঞ্চার হয় নাই, একথা মনে করিলে আপাততঃ আশ্চর্য্য বোধ হয় বটে, কিন্তু

গ্রীষ্ম মণ্ডল।

বিশেষ অনুসন্ধান করিলে, দেখিতে পাইবে যে, লোকে অভাব হইলেই চেষ্টা করিয়া থাকে ; যাহার অভাব নাই, তাহার চেষ্টাও নাই, নিশ্চেষ্ট লোকের মনোবৃত্তি চির নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে। মনুষ্য-শরীর যেমন চালনা দ্বারা বলশালী হইয়া থাকে বুদ্ধি বৃত্তির অবস্থাও ঠিক সেই রূপ। মানসিক শ্রম কর, ক্রমে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি হইতে থাকিবে, পৃথিবীস্থ পদার্থ সমূহ তোমার শ্রমানুসারে তোমার অনুকূল হইবে। অন্যথা নিশ্চেষ্ট থাকিলে ঊর্দ্ধ বাহুর হস্তের ন্যায় তোমার মনোবৃত্তিও ক্রমে বলহীন এবং অসাড় হইয়া যাইবে। পরিশেষে যৎসামান্য বিষয়েও মনোনিবেশ করিতে পারিবে না এবং কোন পদার্থেরই দোষ গুণ জানিতে পারিবে না। এই কারণেই প্রখর সূর্য্যোত্তাপ দগ্ধ দেশে কখনও সভ্যতার উন্নতি হয় নাই। বিশেষ সূর্য্যোত্তাপে অসুস্থ হওয়ায় লোক শীঘ্র হতবীর্য্য হয়। সুতরাং জন্মভূমি রত্ন-প্রসবা হইলেও তাহারা মানব মণ্ডলীতে বল বীর্য্য বা বুদ্ধি শক্তির বিশেষ পরিচয় দানে সমর্থ হয় না। তাহাদের আবশ্যক বস্তুর অপ্রতুল হয় না, অনায়াসে উপাদেয় আহার পাইয়া শীঘ্রই হৃষ্টপুষ্ট হয় এবং নিশ্চেষ্ট লোক সুলভ বিলাসিতাও তাহাদের সহচরী হইয়া থাকে। * ব্রাজিল দেশীয় লোক ইহার বিশেষ উদাহরণ।

৬ হিম মণ্ডল। যে কারণে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে সভ্যতার সঞ্চার হয় নাই, ঠিক তাহার বিপরীত কারণে হিম মণ্ডলবাসিরা সভ্যতার আলোক পায় নাই। † দিবাকরের ন্যায় সভ্যতাও তাহাদিগকে আলোক দিতে কৃপণতা করিয়া আসিতেছেন। তথাকার ভূমি এরূপ যে, সহজে তাহা হইতে

* প্রায়ই গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোক অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবায়িত হইয়া থাকে। ইতিহাসবেত্তা বক্লস বলেন, ব্রাজিলের প্রাকৃতিক শোভা দর্শন মাত্র পথিকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। নানাবিধ বৃক্ষ, লতা, ফল-ফুল শোভিত হইয়া আছে। বিবিধ বর্ণের পক্ষী তদুপরি মধুর সঙ্গীত গাইতেছে। সকলেই অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত। কেবল মনুষ্য চিরনিদ্রিতের ন্যায় প্রাকৃতিক অবস্থাতেই রহিয়াছে।

Man seems the only creature that dwindles here.

Buckle's History of civilisation. Vol. I.

মনুষ্যের খাদ্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এমন কি কঠোর পরিশ্রমেও জীবিকা সুলভ হয় না। আবার শীত প্রভাবে লোকে দিবসের অধিকাংশ সময় পরিশ্রম করিতেও সমর্থ হয় না। যেখানে প্রকৃতির প্রতিকূলতা বশতঃ খাদ্য দ্রব্যের এবং অনভ্যাসে শ্রম ক্ষমতার অভাব হয়, যে স্থানের লোক আহারের নিমিত্তই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকে, অথচ অধিকাংশ সময়ই বিশেষ কষ্ট ব্যতীত গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারে না, তাহারা কিরূপে সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি করিতে সক্ষম হইবে।

অতএব নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে প্রখর গ্রীষ্মমণ্ডল অথবা

৭ সম মণ্ডল। হিমমণ্ডল সভ্যতার আবাস নহে। সমমণ্ডলই তাহার প্রিয় স্থান, এবং কার্য্যতঃও তাহাই দেখা যাইতেছে। সমমণ্ডলের মধ্যে, যে সকল স্থান গ্রীষ্মমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী, যে স্থানে অপেক্ষাকৃত উষ্ণতার কিঞ্চিৎ আতিশয্য দেখা যায়, এবং যে সকল দেশ শস্যশালী, অথচ যে স্থানের জল বায়ু * মানব জাতির শ্রম বিঘাতক নহে, তথায়ই অগ্রে সভ্যতার সঞ্চার হইয়াছিল। ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সভ্যতা সম্পন্ন দেশ গুলি, ইহার উদাহরণ।

দ্বিতীয় প্রকারের সভ্যতাকে প্রাকৃতিক সভ্যতা বলা যায় না। যদিও

৮ প্রকৃত সভ্যতা। প্রকৃতি ইহার প্রতিকূল নহে, তথাপি প্রথমোক্ত সভ্যতাতে প্রকৃতি যত সহায়, ইহাতে তত নহে। উহার অধিকাংশ ভাগই মানব জাতির মস্তিষ্ক চালনার ফল। বহু পরিশ্রমে ও বহুকাল বিলম্বে এই সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে, এবং প্রথমোক্ত সভ্যতা হইতে উহা অধিক কাল স্থায়ী হইবে বলিয়া বোধ হয়। এই উভয়বিধ সভ্যতার বিশেষ কি এবং প্রথমোক্ত সভ্যতা কি কারণে অল্পকাল স্থায়ী?

আদৌ প্রাকৃতিক সভ্যতার বিষয় বিবেচনা কর। প্রাকৃতিক সভ্যতা সম্পন্ন দেশে, মানব জাতির বুদ্ধি পরিচালনার বিশেষ আবশ্যকতা নাই,

---

* Climate——"The aggregate influence of external objects on organised beings."

অথচ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবার উপায় নাই, সুতরাং মানসিক শক্তির অল্প চালনাতেই এই সকল দেশে, সভ্যতার উপযোগী সামগ্রী সকল পাওয়া গিয়াছে। এ সকল রাজ্যে এমন অভাব কিছুই হয নাই, যাহাতে উৎকট রূপ মানসিক বৃত্তি চালনা দ্বারা জড় পদার্থের উপর আধিপত্যের আবশ্যক হয়। কথঞ্চিৎ পশ্বাদির উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলেই নির্ব্বিঘ্নে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয। পরন্তু যাঁহারা সাংসারিক বিষয়ে মনোবৃত্তি চালনা করিয়া এক রূপ শ্রম করিবার অভ্যাস করিয়াছেন, জীবিকা সুলভ হইলেও তাঁহারা কদাচ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না, এবং বাহ্য জগতের আলোচনার প্রয়োজন না থাকায়, আধ্যাত্মিক রাজ্যে তাঁহাদের চিন্তা শক্তি প্রবেশ করিয়াছিল। এই কারণেই কবিতা, ধর্ম্মতত্ত্ব, নীতি, দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতিতে আদিম সভ্যজাতিদিগের মনোবৃত্তি ধাবিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কোন জাতিই জড় বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন করেন নাই। তবে কোন কোন জাতির মধ্যে যে জ্যোতির্ব্বিদ্যাদির বিশেষ উন্নতি দেখা যায়, তাহার স্বতন্ত্র কারণ ছিল। এবং কি নিমিত্ত এই সকল সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত বিদ্যাদির চর্চ্চা শেষ হইয়া গেল, তদ্বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করিব। সম্প্রতি এই মাত্র বক্তব্য, যে অন্তরে সার ব্যতীত এক মাত্র বাহিরের বলে মনুষ্য অধিক দিন বলবান থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা প্রকৃতির প্রসাদে নহে। যে দেশে শ্রম করিলে সমুদয় পাওয়া যায়, অথচ অল্প শ্রমে বা আলস্যে কাল কর্ত্তন করিলে কোন রূপেই চলে না, যে স্থানে ভূমি কর্ষণ, সার নিক্ষেপ প্রভৃতি কৃষি ব্যবসায় অল্প শ্রমে বা অল্প বুদ্ধিতে হইবার নহে, তথায় বাধ্য হইয়া সকলকে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়। এবং যখন তাহারা কঠোর শ্রমে বিমুখ হইবে, তখনই আহার পর্য্যন্তও কথঞ্চিৎ রূপে ভিন্ন সম্পন্ন হইবার উপায় থাকিবে না, সুতরাং তাহাদিগের শরীর ও মন চালনার অভ্যাস ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এই সকল জাতির সভ্যতা শারীরিক ও মানসিক

শ্রমের প্রতিই নির্ভর করে, প্রকৃতির প্রতি প্রায় কিছুই নহে। শ্রম করিলে ফল পাওয়া যায়, প্রকৃতি এই মাত্র ইহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, সুতরাং ইহাদের সভ্যতা অন্তঃসার পূর্ণ ও বহুকাল স্থায়ী।

তৃতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে উদ্দেশ্য।—২ পৃথিবীর মণ্ডল বিভাগ।—৩ গ্রীনল্যাণ্ডের বিবরণ। ৪ ল্যাপ্লাণ্ডের বিবরণ।—৫ আইসলাণ্ড দ্বীপের বিবরণ।—৬ হিম মণ্ডল-সম্বন্ধীয় উপসংহার।—৭ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ।—৮ সুমাত্রাদ্বীপের বিবরণ।—৯ বোর্ণিও দ্বীপের বিবরণ।—১০ অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের বিবরণ।—১১ পপুয়া বা নিউগিনির বিবরণ।—১২ ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের বিবরণ।—১৩ আরব দেশের বিবরণ।—১৪ ব্রেজিল দেশের বিবরণ।—১৫ উপসংহার।

তৃতীয় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

এ অধ্যায়ে আমি কোন নূতন বিষয়ের বিবরণ লিখিব না; কেবল যুক্তি ও তর্ক দ্বারা দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা প্রমাণ করা হইয়াছে, পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজ্য হইতে তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব। অর্থাৎ ইতিহাস দ্বারা সপ্রমাণ করিব যে, আদিম কালে অতিশয় শীত বা গ্রীষ্ম প্রধান দেশ সভ্য হয় নাই; *কেবল সম মণ্ডলবাসীদিগের মধ্যেই কোন কোন জাতি বিদ্যা,* বুদ্ধি ও সামাজিক উন্নতিতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

পৃথিবীর মণ্ডল বিভাগ।

নিরক্ষ বৃত্তের উত্তরে ২৩॥° অক্ষাংশ ও দক্ষিণে ২৩॥° অক্ষাংশ একুনে ৪৭° অক্ষাংশ—অর্থাৎ যে স্থানে অতিক্রম করিয়া সূর্য্যরশ্মি কখন লম্বভাবে পতিত হয় না, সেই স্থান গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত গ্রীষ্ম-মণ্ডল নামে আখ্যাত হইয়াছে। আর উত্তর মেরুর দক্ষিণ ২৩॥° অক্ষাংশ ও দক্ষিণ মেরুর উত্তর ২৩॥° অক্ষাংশ স্থান শীতাধিক্য বশতঃ হিম-মণ্ডল নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট ৮৬° অক্ষাংশ, অর্থাৎ উত্তর গ্রীষ্মমণ্ডলের উত্তর ও উত্তর হিমমণ্ডলের দক্ষিণ ৪৩° অক্ষাংশ এবং দক্ষিণ গ্রীষ্ম-মণ্ডলের দক্ষিণ ও দক্ষিণ হিম-মণ্ডলের উত্তর ৪৩° অক্ষাংশ, যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ সমমণ্ডল নামে খ্যাত।

যদিও এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ ভূতত্ত্ববিৎগণ কর্ত্তৃক সম-মণ্ডল নামে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার যে অংশ গ্রীষ্মমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী,

তাহা গ্রীষ্ম-প্রধান। আর যে স্থল হিম মণ্ডলের সমীপস্থিত তথায় শীত অপেক্ষাকৃত প্রবল। প্রকৃত সমমণ্ডল নামে বাচ্য হইতে প্রায়ে এরূপ স্থল অতীব বিরল।

হিম মণ্ডল বা তন্নিকটস্থ অতিশয় শীত প্রধান দেশের বিবরণ আমি অল্পই অবগত আছি, সুতরাং তাহা ভালরূপে লিখিতে পারিলাম না। তথাপি বহুতর ইংরাজি ইতিহাস ও পর্য্যটকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্তে যাহা কিছু অবগত হইয়াছি, তাহাই পাঠকদিগের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

৩ গ্রীণল্যাণ্ডের বিবরণ।

গ্রীণলাণ্ড দ্বীপ উত্তর মহাসাগরস্থিত। এদেশে শীত এত অধিক যে বৎসরের অধিকাংশ সময় অনেক স্থল হিমাবৃত থাকে। মৃত্তিকা সাতিশয় অনুর্ব্বরা সুতরাং অধিবাসিগণ কথনই মানব মণ্ডলীমধ্যে গণ্য মান্য হইতে পারে নাই।

কথিত আছে, খ্রীষ্টের দশ শতাব্দীর পরে উত্তর নরওয়ের অধিপতি উল্ফ, শত্রু কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আইসলাণ্ডে পলায়ন করিয়াছিলেন। কালে তাঁহার বংশে এরিক নামক এক ব্যক্তির জন্ম হয়। এরিক নরহত্যা অপরাধে স্বদেশ হইতে নিষ্কাসিত হইয়া পঞ্চবিংশতি পোত সহকারে গ্রীনল্যাণ্ডে গমন করেন, এবং তথায় বসতি করেন। ইহাঁর তনয় বাণিজ্য-প্রিয়তা-বশতঃ বহুতর দেশে গমনাগমন করিতেন। তিনি নরওয়ে হইতে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন এবং গ্রীনল্যাণ্ডবাসীদিগের মধ্যে সেই ধর্ম্মবাদ প্রচার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এবং তাহারা বিনা আপত্তিতে পূর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই অভিনব ধর্ম্মগ্রহণে অগ্রসর হইল। যাহারা সত্য মিথ্যা ও হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া, কেবল রাজার অনুরোধে সহসা আপনাদিগের ধর্ম্ম সুতরাং চির প্রচলিত সামাজিক আচার ত্যাগ করিতে পারে, তাহাদিগকে কিরূপে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত এবং সভ্য বলা যায়।

ল্যাপলাণ্ড ইউরোপীয় রুসিয়ার অন্তর্গত ও হিমমণ্ডলের সীমার মধ্যে।

৪ ল্যাপলাণ্ডের বিবরণ। এদেশে প্রায় ছয়মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয় হয় না, সুতরাং শীত অত্যন্ত অধিক। মৃত্তিকা সাতিশয় অনুর্ব্বরা। এই দুই কারণ বশতঃ অধিবাসিগণ অদ্যাবধি পাণ্ডপাল্যাবস্থ। তাহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। আপনাদিগের সুবিধানুসারে কিছুকাল এক স্থানে, পটগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, এবং পরে স্থানান্তর গমন করে।

এক প্রকার মৃগই (বল্গাহরিণ) ইহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি, এবং এই রূপ সহস্র মৃগপতিই সমাজমধ্যে সমৃদ্ধিশালী। যাহার তিন শত মৃগ আছে, তিনি মধ্যমাবস্থ। মৃগ পালন ও বর্দ্ধন ব্যতীত ল্যাপলাণ্ডবাসীদিগকে অন্য কোন বিষয়ে আগ্রহ বা ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে দেখা যায় না। শীতকালে এই পশুই ইহাদিগের বাহন, খাদ্য, ও প্রায় সমগ্র প্রয়োজনোপযোগী। ল্যাপলাণ্ডীয়দিগের সদৃশ অপরিণামদর্শী *প্রায় অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। ইহারা ভোগ্য বস্তু দর্শনে এত লোলুপ হয়* যে ক্রমে অভ্যাসদ্বারা ৫।৬ দিবসের আহার্য্য একেবারে উদরস্থ করিয়া ঐ কাল সম্পূর্ণ অনশনে অতিপাত করিতে সক্ষম হইয়াছে। মৃগয়া ও মৎস্য ধারণ ল্যাপল্যাণ্ডীয়দিগের অন্যতর জীবনোপায়।

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইহারা আমোদ প্রমোদ সম্বন্ধেও একেবারে অনভিজ্ঞ। একত্র ভোজন ও কথোপকথন ব্যতীত অন্য কোন রূপে আমোদ করিতে জানে না।* ল্যাপলাণ্ডের এ প্রকার অনুন্নতির কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, এক মাত্র প্রকৃতির অনুদারতাই সর্ব্ব প্রধান বলিয়া প্রতীত হয়।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন আইসলাণ্ড সম মণ্ডলের সীমার অন্তর্গত হইলেও হিম মণ্ডলের তুল্য শীত প্রধান তথাপিও কেন কিছু উন্নত হইয়াছে? আদিমকালে, নরওয়ে হইতে, হেফালফিউডের যুদ্ধে পরাভূত উক্তাঞ্চলবাসী স্বাধীনতা-

৫ আইসলাণ্ড দ্বীপের বিবরণ।

* ল্যাপল্যাণ্ডীয়দিগের মধ্যে সঙ্গীত প্রচলিত নাই।

প্রিয় বীরপুরুষদিগের আইসলাণ্ড গমনের পূর্ব্বে, কখন আইসলাণ্ড কিছু মাত্র-উন্নত হয় নাই।

আইসলাণ্ডে শীত এত অধিক এবং তথাকার ভূমি এরূপ অনুর্ব্বরা, যে বিশেষ কএকটি পরিশ্রমোত্তেজক কঠোর রাজনিয়ম * প্রচলিত না থাকিলে, কখনই ইহাদিগের বংশাবলী ভাল অবস্থায় থাকিতে পারিত না।

এই সকল রাজনিয়ম প্রচলিত থাকায় আইসলাণ্ডের নূতন অধিবাসিগণ সমধিক পরিশ্রমশীল ছিল, তন্নিবন্ধন অন্যান্য শীতপ্রধান দেশ-বাসীদিগের ন্যায় নিতান্ত হীনাবস্থ না হইয়া কথঞ্চিৎ সুখে সচ্ছন্দে কাল যাপন করিত।

এতদ্ব্যতীত হিম মণ্ডলবাসী যে জাতির বিবরণই কেন অনুসন্ধান করা যাউক না, কোথাও এই সত্যের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না।

৬ হিমমণ্ডল সম্বন্ধীয় উপসংহার।

বর্ত্তমান সময়ে সুসভ্য ইউরোপীয়গণ হিম মণ্ডলের যে স্থলে গমন করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই এই সত্যের ভূরি পরিমাণে প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তথাকার যে জাতিই কথঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছে তাহারা আদিম নিবাসী নহে, কোন বিশেষ কারণোপলক্ষে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া তথায় বসতি করিতেছে।

এই সমস্ত পাঠ করিয়া বোধ হয় যেন, সৃষ্টিকর্ত্তা এ মণ্ডল মনুষ্যের বাস জন্য নির্ম্মাণ করেন নাই। তবে যাহারা স্বদেশে অত্যাচারী রাজার অন্যায় উৎপীড়নে প্রপীড়িত হইবে, তাহারাই তথায় জীবন রক্ষা হেতু, প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করিবে।

এক্ষণে একবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সমূহের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা যাউক। মধ্য আমেরিকা, মধ্য আফ্রিকা, আশিয়ার কোন কোন দেশ, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের কতিপয়

৭ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ

* ক্ষমবান ব্যতীত কেহই [অর্থাৎ তিন বৎসর পর্য্যন্ত যে আপনার ভরণ পোষণ আপনিই নির্ব্বাহ করিয়াছে] পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না।

† ভিক্ষা দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ।

দ্বীপই আমাদিগের উদাহরণ স্থল, পাঠকগণ মনে রাখিবেন আমাদিগের গ্রীষ্মমণ্ডল অবিকল ভূতত্ত্ববিৎদিগের গ্রীষ্মমণ্ডল নহে। পরন্তু যে দেশে গ্রীষ্ম অধিক, তাহা কর্কট ও মকর ক্রান্তির অন্তর্গত হউক বা না হউক, আমরা গ্রীষ্ম মণ্ডল নামে অভিহিত করিব।

৮ সুমাত্রা দ্বীপের বিবরণ।

এই দ্বীপ ভারত মহাসাগরস্থিত এবং বিষুব রেখার উত্তর ৪।।° অক্ষাংশ হইতে ৬ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সুমাত্রাবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ ও মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী; যখন ঐ দ্বীপ উক্ত ধর্ম্ম দ্বয়ের উৎপত্তি স্থান নহে, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তাহাদের অবস্থা বিদেশীয় লোকের সংস্রবে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং তাহারা আমাদিগের প্রমাণ স্থল হইতে পারে না। কেবল সুমাত্রা দ্বীপের কতকগুলি লোক অদ্যাবধি আদিম অবস্থায় দৃষ্ট হয়। ইহারা নিতান্ত অসভ্য ও যারপর নাই হীনাবস্থাপন্ন।

৯ বোর্ণিয়ো দ্বীপের বিবরণ।

বোর্ণিয়ো ভারত মহাসাগর স্থিত ও নিরক্ষ বৃত্তের উত্তর ৭° অক্ষাংশ হইতে দক্ষিণ ৪° অক্ষাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বোর্ণিয়ো দ্বীপের ডিয়াক, ইটান ও টিটাম নামক আদিম জাতি ত্রয় অতীব অসভ্য। তাহারা শত্রুদিগের মাংস আহার করে। এই জাতিত্রয়ের মধ্যে একটী অতি আশ্চর্য্য নিয়ম প্রচলিত আছে। যে স্বহস্তে, অন্ততঃ একজন শত্রুর শিরশ্ছেদন না করিয়াছে, সে বিবাহ করিতে পারে না। এই জন্য শত্রুর নিপাতহেতু ইহারা যারপর নাই গর্হিত উপায় অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এতদ্ব্যতীত বোর্ণিয়ো বাসিগণ দস্যুকার্য্য ও প্রবঞ্চনার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

১০ অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের বিবরণ।

অষ্ট্রেলিয়া ভারত মহাসাগরে স্থিত এবং নিরক্ষ বৃত্তের দক্ষিণ ৯।।° অক্ষাংশ হইতে ৩৯।।০ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ এত বৃহৎ যে ভূতত্ত্ববেত্তারা ইহাকে পৃথিবীর পঞ্চ মহাদেশ নামে বাচ্য করিয়া থাকেন। ইহার সকল স্থান অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। অষ্ট্রেলিয়ার আদিমবাসিগণ নিতান্ত দুর্দশাগ্রস্ত। ইহাদিগের বর্ণ অসিত, চক্ষু কোঠরগত, শরীর সমধিক

লোমবিশিষ্ট এবং দেখিতে যার পর নাই কদর্য্য। অষ্ট্রেলিয়াবাসিগণ এত অসভ্য যে অদ্যাবধি ভোজ্য বস্তু রন্ধন করিতে শিক্ষা করে নাই। ইহারা পক্ষী স্বীকার করিলে, তাহাব লোমাদি বিচ্ছেদ না করিয়াই জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করে। এবং কিঞ্চিৎকাল পরে উঠাইয়া কিয়দংশ আহার করে। এবং অবশিষ্টাংশ অগ্নিমধ্যে দেয় ও পুনর্ব্বার আহার করে।

অষ্ট্রেলিয়াবাসিদিগেব মধ্যে সামাজিকতা প্রচলিত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অষ্ট্রেলিয়াতে প্রত্যেক ৫০ ক্রোশ ব্যবধানের এক এক প্রকার স্বতন্ত্র ভাষা প্রচলিত দেখা যায়। এই সকল ভাষা এত বিভিন্ন যে কাহারও মধ্যে দন্ত্য (স) প্রচলিত না থাকা ব্যতীত অন্য কোন রূপ একতা লক্ষিত হয় না। ইহাবা অদ্যাবধি প্রাকৃতিক অবস্থাতেই অবস্থিত, ভূমি কর্ষণ বা কৃষিকার্য্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, নিতান্ত ঋজু স্বভাব এবং উদব পূর্ত্তি ও শাবীরিক ইন্দ্রিয় তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যই জানে না। এদেশে বিস্তর নদী আছে এবং মৃত্তিকা সাতিশয় উর্ব্বরা এই সকল সুবিধা পরম্পরা সত্বেও যে কি জন্য অধিবাসিগণ অসভ্য হয় নাই; এক মাত্র অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্তির সহজ উপায় ও গ্রীষ্মাতিশয্য ব্যতীত, ইহার অন্য কোনই কাবণ লক্ষিত হয় না।

১১ পপুয়া অথবা নিউগিনির বিবরণ।

নিউগিনি ভারত মহাসাগর স্থিত এবং নিরক্ষ বৃত্ত হইতে ১০ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সর্প-ভয়-প্রযুক্ত নিউগিনির অধিবাসিগণ বৃক্ষ শাখায় অথবা জলমধ্যে মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। এই অসুবিধা পরম্পরায় ইহারা কিছু উন্নত হইয়াছে। ইহারা কথঞ্চিৎ রূপে ভূমি কর্ষণ ও কৃষি কার্য্যাদি করিয়া থাকে।

১২ নিউ ব্রিটেন ও আয়ার্লণ্ডের বিবরণ।

এই দ্বীপদ্বয় ভারত মহাসাগর স্থিত এবং দক্ষিণ গ্রীষ্ম মণ্ডলের সীমার অন্তর্গত। এ স্থানের অধিবাসিগণ কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত; কিন্তু ইহাদিগের ইউরোপীয়দিগের সহিত আচার ও শরীরগত এত ঐক্য আছে যে, ইহাদিগকে ইউরোপের উপনিবাসী বোধহয়।

নিউ কালীডোনিয়া দ্বীপের বিবরণ। নিউ কালীডোনিয়া দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর স্থিত এবং গ্রীষ্ম মণ্ডলের সীমার অন্তর্গত। অধিবাসিগণ সবল-কায় ও অপেক্ষাকৃত সুদৃশ্য। ইহারা কৃষিকার্য্য করে। ভুবন বিখ্যাত নাবিক কুক সাহেব বলেন, এ স্থানের স্ত্রীলোকেরা অন্যান্য অসভ্য দ্বীপবাসিনী অপেক্ষা স্ত্রী স্বভাবা ও লজ্জাশীলা। কিন্তু তথাপি ইহাদিগকে আমরা অর্দ্ধ সভ্য জাতিদিগের মধ্যেও গণ্য করিতে পারি না; যেহেতু নর মাংসাহার ও শরীর ভূষণার্থ নর মুণ্ড ব্যবহার অদ্যাবধি পরিত্যক্ত হয় নাই। মানব-সমাজ যখন প্রথম সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়, তখন পতি-পত্নি মধ্যে প্রেমের যেরূপ আধিক্য দৃষ্ট হয়, ইহাদিগের মধ্যেও তাহাই দেখা যায়। স্বামীর অভাবে বিধবা স্ত্রীলোকেরা হিন্দু মহিলাদিগের ন্যায়, অনেক কঠোর ব্রত পালন করে।

ফিলিপাইন দ্বীপের বিবরণ। ফিলিপাইন দ্বীপ প্রশান্ত মহাসাগর স্থিত এবং গ্রীষ্ম মণ্ডলের সীমার অন্তর্গত। অতি প্রাচীন কালে মালয়বাসিগণ এই দ্বীপ জয় করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সুতরাং এ জাতির ইতিহাস ও অবস্থা অনুসন্ধান করা আমাদিগের উপস্থিত বিষয়ে অনাবশ্যক।

১২ ম্যাডাগ্যাস্কর দ্বীপের বিবরণ। ম্যাডাগ্যাস্কর দ্বীপ ভারত মহাসাগর স্থিত এবং গ্রীষ্ম মণ্ডলের সীমার অন্তর্গত। এই দ্বীপটী বাহ্য দৃষ্টিতে বড়ই সুদৃশ্য, মৃত্তিকা অতিশয় উর্ব্বরা; অধিবাসিগণ অর্দ্ধ সভ্য জাতি মধ্যে গণ্য হইতে পারে। ইহাদিগের আদিম অবস্থার বিবরণ আমি অতি অল্পই অবগত আছি। বর্ত্তমান সময়ে এই দ্বীপে অনেক বিদেশীয় বণিক ও ইউরোপীয় খ্রীষ্টান ধর্ম্মের যাজক বাস করে, তন্নিবন্ধন অধিবাসীদিগের আচারগত বিস্তর পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হইয়াছে। এই কারণ বশতঃ এ জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান আমাদিগের প্রয়োজনের উপযোগী নহে।

গিনিদেশ আফ্রিকা খণ্ডের পূর্ব্বে স্থিত এবং গ্রীষ্ম মণ্ডলের সীমার

গিনিদেশের বিবরণ। অন্তর্গত। এ দেশের মৃত্তিকা সাতিশয় উর্ব্বরা সুতরাং বৃক্ষ লতাদি সতেজ হইয়া সর্ব্বদা পথিকদিগের মনোরঞ্জন করে। এ প্রদেশে অনেক জাতীয় লোক বাস করে। কিন্তু অধিবাসিগণ রত্নগর্ভা দেশবাসী হইয়াও অদ্যাপি প্রাকৃতিক অবস্থাতেই বাস করিতেছে।

গিনিতে রাজকীয় শাসন প্রণালী প্রচলিত নাই। ১০। ১২ পল্লির লোক একত্র হইয়া এক জনকে প্রধানের পদে প্রতিষ্ঠিত করে। এবং সেই প্রধান ব্যক্তি তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ বিষম্বাদ ভঞ্জন ও শান্তি রক্ষা করিয়া থাকেন। দেশের শস্যশালীতা বশতঃ ইহাদিগের কিছু-রই অভাব নাই; সুতরাং মাতার "আদুরে ছেলের" ন্যায় চিরজীবন অজ্ঞতা ও দুঃখে কাল যাপন করে।

এই দেশ আশিয়া মহাখণ্ডস্থিত এবং নিরক্ষ বৃত্তের উত্তর প্রায় ৮° অক্ষাংশ হইতে প্রায় ৩৪° অক্ষাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

১৩ আরব দেশের বিবরণ।

যদি কেহ প্রাকৃতিক অবস্থার মাধুর্য্য অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি আরববাসীদিগের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করুন। এ দেশের মৃত্তিকা কোথায় বা অতিশয় উর্ব্বরা, কোথায় বা এত অনুর্ব্বরা যে সে স্থলে জীবন ধারণ করা যায় না। আরবদেশ কখন এ পর্য্যন্ত অন্যের অধীনতা স্বীকার করে নাই। জয়-লিপ্সু-শত্রু এই দেশে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে দ্বারের নিকট প্রহরী স্বরূপ মরুভূমি দর্শন করিয়াই পলায়ন করে।

ত্রয়োদশ শতাব্দী অতীত হইল, আরব দেশে সুপ্রসিদ্ধ মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেন। এই ব্যক্তি অসাধারণ প্রকার ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। ইনি যে কেবল একটী অভিনব ধর্ম্মবাদ সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে। ইনি (মহম্মদ) মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক পৃথিবীর ভাবী উন্নতির প্রকৃত বীজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মহম্মদ মেদিনার যুদ্ধে আরবদিগকে পরাজয় করিয়া তাঁহার সংস্থাপিত অভিনব-ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন।

যে জাতি এক ব্যক্তির বড়জালে ইতি-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বহুকাল

প্রচলিত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে পারে, তাহারা যে কতদূর উন্নত তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে।

ব্রেজিল দক্ষিণ আমেরিকা-স্থিত এবং গ্রীষ্মমণ্ডলের সীমার অন্তর্গত,

১৪ ব্রেজিল দেশের বিবরণ।

এস্থলের মৃত্তিকা যেরূপ উর্ব্বরা ও ফল- ফুল-শোভিত-বৃক্ষ লতা-পরিপূর্ণা, অন্যত্র কদাপি তাহা লক্ষিত হয় না। অরণ্য-মধ্যে সুমধুর-ফল-যুক্ত-বৃক্ষাবলী নানা বর্ণে চিত্রিত পক্ষি-সমূহের আবাসস্থল হওয়াতে সর্ব্বদাই পথিকগণের মনোহরণ করিতেছে। এস্থলে কেবল মনুষ্য ব্যতীত সকলেরই বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হয়।

আদিম কালে যে অতিশয় শীত বা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে সভ্যতার সঞ্চার হয় নাই, তাহার দৃষ্টান্ত আমি এস্থলেই শেষ করিলাম। ক্রমশঃ প্রস্তাব বৃদ্ধি হয়, এই জন্য আমি আর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম না। ফল কথা, পৃথিবীর যে দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করি, সর্ব্বত্রই এই মহান সত্যের প্রমাণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান দেখিতে পাই।

অতি শীত প্রধান দেশে, যেমন প্রকৃতির প্রতিকূলতা সভ্যতা

১৫ উপসংহার।

সঞ্চারের অন্তরায়; আবার তেমন অতিশয় গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও প্রকৃতি স্নেহময়ী জননীর ন্যায় একান্ত উদার হওয়াতে তথাকার অধিবাসিগণ প্রয়োজনাভাব বশতঃ শ্রম-বিমুখ হইয়া থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে নিতান্ত অসাড় হইয়া পড়ে, সুতরাং সভ্যশ্রেণী মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায়।

অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।—২ মনুষ্যের জন্ম ও অভ্যাস।—সুতরাং অবস্থাগত পরস্পর বৈষম্য।—৩ জ্ঞানি-লোক সংখ্যার তারতম্যোপরি উন্নতি নির্ভর করে।—৪ দুই প্রকার পরিশ্রমের ফল।—৫ প্রকৃতি ও রুচিভেদের কারণ।—৬ জন্মানুসারে ক্ষমতা ও রুচিভেদ।—৭ সংসর্গগত বৈষম্য।—৮ চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী পদার্থ ভেদে লোকের প্রকৃতিভেদ।—৯ প্রযোজন উন্নতির মূল।—১০ শ্রমবিভাগের উপকার।—১১ শ্রমবিভাগ দরিদ্রের পক্ষে অপকারী নহে।—১২ উন্নতাবস্থ-লোকদ্বারা সমাজ উপকৃত হয়।—১৩ শ্রম বিভাগ দরিদ্র দিগের দুরবস্থার হেতু নহে।—১৪ শ্রমবিভাগে কেহ দরিদ্র হয় না।—১৫ দেশ ভেদে ভোজ্য বৈষম্য।—১৬ বিভক্ত শ্রেণী।

অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বে এক জাতি অপেক্ষা অন্য জাতি কি কারণ বশতঃ উন্নত হইয়াছে, তাহা স্থূল স্থূল বিবৃত হইযাছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে একজন মনুষ্যের অপর অপেক্ষা উন্নত হইবার কারণ কি? যখন আদিমাবস্থায় সমুদয় মনুষ্যেরই অবস্থা একরূপ ছিল, যখন সকল মনুষ্যই সম ভাবে পৃথিবীতে আসিয়াছিল, তখন কি নিমিত্ত প্রাচীনকাল হইতে মানবগণ-মধ্যে সকলে সমাবস্থ নহে? কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ প্রধান, কেহ নিকৃষ্ট, এইরূপ সম্প্রদায়-ভেদ কেন অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে?

২ মনুষ্যের জন্ম ও অভ্যাস সুতরাং অবস্থাগত পরস্পর বৈষম্য।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই সকলের বুদ্ধিবৃত্তি একরূপ নহে। কেহ এক বিষয় ভাল বুঝিযা থাকেন, কেহ বা বিষয়ান্তরে বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করেন। কবি ও দার্শনিক, যোদ্ধা ও ধর্ম্ম-প্রচারক প্রভৃতি সকলেই মনুষ্য বটে, কিন্তু ইহাদের অন্তরের ভাব ও শারীরিক প্রকৃতি পর্য্যালোচনা কর, জন্ম-সময়েই কত প্রভেদ দেখিতে পাইবে। আবার আহার, পীড়া প্রভৃতি দোষ বশতঃ শারীরিক শক্তির কত বিভিন্ন ভাব হয়। কেহ বা জন্মদোষে চিররুগ্ন ও দুর্ব্বলকায়; কাহারও বা পুষ্টিকর আহারের অভাবে অথবা অজ্ঞতা নিবন্ধন শরীর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; কেহ বা হঠাৎ রুগ্ন হইয়া চিরকাল অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল।

এই সকল কারণে সকল মনুষ্য কখনই সমান শ্রম করিতে পারে নাই, সুতরাং সমান লাভবান্‌ও হয় নাই। যাহার শারীরিক সামর্থ্য অধিক, বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ, তাহার উপার্জ্জনও অধিক হইবে, এ কথাতে সন্দেহ কি? আবার, উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি যদি অপেক্ষাকৃত মিতব্যয়ী হয়, তবে যে অপেক্ষাকৃত অধিক ধন সঞ্চয় করিতে পারিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি?

পক্ষান্তরে পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখ, সকলের একরূপ রুচি নহে। কেহ কেহ ধন উপার্জ্জনে আসক্ত; কেহ বা সামান্য আহার বিহারেই সন্তুষ্ট থাকিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে সমুদয় জীবন ক্ষেপণ করেন; কেহ বা সামান্য ইন্দ্রিয়সুখ অথবা আলস্যে কালক্ষেপ করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জ্ঞান করিয়া থাকেন। সুতরাং রুচিভেদ, সামর্থ্যভেদ, অর্জ্জন-স্পৃহার প্রাবল্য, আলস্যপরতন্ত্রতা, মিতব্যয়িতা, প্রভৃতি নানা কারণে কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য, ইত্যাদি অবস্থা-ভেদ হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রাচীনকালীয় লোকেরা যে সকল জাতিকে যুদ্ধে পরাভব করেন তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া দাসত্বে নিয়োগ করিতেন। ইহাও অবস্থা-ভেদের অন্যতর কারণ। *

৩ জ্ঞানি-লোক-সংখ্যার তারতম্যোপরি উন্নতি নির্ভর করে।

জ্ঞানোপার্জ্জন, ধন-সঞ্চয় প্রভৃতি কার্য্য গুলি সমধিক পরিশ্রম ও আয়াসসাধ্য সুতরাং অল্প লোকেই এই সকল উৎকট শ্রম স্বীকার করিয়া জ্ঞানবান্ বা ধনবান্ হইয়াছিলেন, অতএব প্রাচীনকাল হইতেই জ্ঞানী অথবা ধনীর সংখ্যা অপেক্ষা সামান্য লোকের সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল প্রাচীন জাতির মধ্যে অধিকাংশ লোক কৃষি-কার্য্যাদি শারীরিক শ্রম করিত না, মানসিক চিন্তাই যাহাদিগের প্রধান অবলম্বন ছিল, সেই সকল জাতিই সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিল। গ্রীস্, মিসর ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। এই সকল দেশের মৃত্তিকা এরূপ

* কিঞ্চিৎ উন্নত না হইলে এরূপ ঘটে না।

উর্ব্বরা যে, অল্প লোকের শ্রমেই বহু লোক প্রতিপালিত হইতে পারে এবং উহাই তত্তদ্দেশের সভ্যতার অন্যতর কারণ। জাতি সাধারণ সকলেই যদি কৃষি প্রভৃতি শারীরিক শ্রমে ব্যাসক্ত থাকিত, তাহা হইলে মানসিক চিন্তার ফল স্বরূপ যে সকল উন্নতি লক্ষিত হইতেছে, তাহা কদাপি লক্ষিত হইত না। ফলতঃ ধনসঞ্চয়ই আদিম সভ্যতার প্রধান হেতু। ধনবৃদ্ধি * না হইলে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে পারে না, এবং তৎকালে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তিই ধন সঞ্চয়ের এক মাত্র উপায় ছিল; এই জন্য যে কারণে জাতি সাধারণ অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে, সেই কারণেই একজন অপেক্ষা অন্য জন উন্নত হইয়াছে।

৪ দুই প্রকার পরিশ্রমের ফল।

পরিশ্রম দুই ভাগে বিভক্ত, সাক্ষাৎ ও পারম্পারিক। যে যে কার্য্যে যে পরিশ্রম সাক্ষাত সম্বন্ধে আবশ্যক হয় তাহারই নাম সাক্ষাৎ পরিশ্রম—ধান্যোৎপত্তি সম্বন্ধে কৃষকের পরিশ্রমের ফলকে সাক্ষাৎ পরিশ্রমের ফল বলা যায়। অপর একের পরিশ্রমে অন্য ব্যবসায়ীর যে সাহায্য হয়, তাহাকে পারম্পারিক পরিশ্রম বলা যায়—যেমন কর্ম্মকার লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়া কৃষকের সাহায্য করে। এস্থলে কৃষি সম্বন্ধে কর্ম্মকারের পরিশ্রমকে পারম্পরিক পরিশ্রম বলা যায়। এইরূপে দার্শনিক প্রভৃতির পরিশ্রমকেও কৃষি প্রভৃতির সম্বন্ধে পারম্পারিক পরিশ্রম বলা যায়। কারণ—দর্শন, রসায়ন প্রভৃতি পদার্থবিদ্যা দেশ মধ্যে চলিত হইলে, তদ্দ্বারা মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর ও পদার্থ প্রভৃতির প্রকৃতি জ্ঞান হয়; তন্নিবন্ধন কৃষক প্রভৃতির ব্যবসায়েরও উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়া থাকে। যদি দেশ মধ্যে সমুদায় লোক একমাত্র কৃষি ব্যবসায়ে ব্যাসক্ত থাকিত, তাহা হইলে যে কেবল অন্যান্য শাস্ত্রের কিছুমাত্র চর্চ্চা থাকিত না এরূপ নহে; কৃষিকার্য্যের ও উন্নতির অনেক ব্যাঘাত হইত। মনে কর, এক্ষণে যেমন সমাজ মধ্যে শ্রম বিভাগ অর্থাৎ কেহ কৃষক, কেহ শিল্পী, ও কেহ দার্শনিক আছে, তখন তাহা

* বার্ত্তাশাস্ত্র লেখকদিগের "ধন" আমাদিগের "ধন" নহে। শ্রমলব্ধ জীবনোপায় "ধন" নামে অভিহিত হইল।

থাকিত না, সুতরাং প্রখর বুদ্ধি চালনার ফলস্বরূপ তত্ত্ব সকল অনাবিষ্কৃত থাকিত *। এবং যন্ত্রাদি সাহায্যে এই কালে যেমন শত ব্যক্তির কর্ম্ম ৫ জন দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহাও হইত না। বাস্তবিক যখন কোন ব্যক্তির বুদ্ধি প্রভাবে একটী অভিনব যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া, কি কৃষক, কি শিল্পী, কি অন্য ব্যবসায়ী, সকলেরই প্রচুর পরিমাণে সাহায্যকারী হয় এবং যন্ত্র সাহায্যে শত ব্যক্তির পরিশ্রম-সাধ্য কর্ম্ম পাঁচজনের শ্রমসাধ্য হইয়া থাকে, তখন এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে কৃষক প্রভৃতি সাক্ষাৎ পরিশ্রমে সমাজ যতদূর উপকৃত হইয়া থাকে, উক্তরূপ বিজ্ঞানবিৎ-পণ্ডিতদিগের নিকট তদপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক উপকৃত হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য নহে যে, কৃষক ব্যতীত একমাত্র দার্শনিক দ্বারাই সমাজ চলিতে পারে। ফলতঃ যেমন মানব শরীরের প্রত্যেক অঙ্গই বিশেষ প্রয়োজনীয়, সমাজ সম্বন্ধেও তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যবসায়ই সমাজের বিশেষ অঙ্গ স্বরূপ। তাহার একটির অভাবেই সমাজ বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে।

৫ প্রকৃতি ও রুচি-ভেদের কারণ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মানবজাতির শরীরগত বিভিন্নতার ন্যায় মানসিক শক্তিরও বিশেষ বিভিন্নতা আছে। কবি, দর্শনিক, জ্যোতির্ব্বিৎ প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদিগের মানসিক ভাব আলোচনা কর, কত বিভিন্ন দেখিতে পাইবে। মানসিক ভাব ভিন্ন হওয়াতেই মানবজাতি ভিন্নরুচি হইয়াছে। ফলতঃ যেমন হস্ত পদাদির সংখ্যাগত ও আকৃতিগত একতা সত্ত্বেও, আমরা দেখিবামাত্র দুই ব্যক্তির আকৃতির পার্থক্য অনায়াসে অনুভব করিতে পারি, তদ্রূপ সাধারণতঃ মানবজাতি সমপ্রাকৃতিক হইলেও, পূর্ব্বোল্লিখিত ঠিক সমপ্রকৃতি দুইজন মধ্যে পাওয়া যায় না। দুই ব্যক্তির কার্য্য কলাপ দৃষ্টি করিলে অথবা তাহাদের সহিত উত্তম রূপ

* আধুনিক সভ্য জাতিরা, যে জাতি মধ্যে শারীরিক শ্রমজীবীর সংখ্যা অল্প অথবা যাহাদিগের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক মানসিক শ্রম করিয়া থাকে, সেই জাতিকেই অপেক্ষাকৃত অধিক সভ্য বলিয়া থাকেন।

আলাপ পরিচয় হইলে উভয়ের মনোবৃত্তি কত বিভিন্ন তাহা অনায়াসেই অনুভূত হইয়া থাকে।

৬ জন্মানুসারে ক্ষমতা ও রুচিভেদ।

পিতা মাতার মানসিক ভাব ও শারীরিক প্রকৃতি অনুসারে অনেকাংশে সন্তানের শরীর ও মনের ভাব হইয়া থাকে।* এতদ্ব্যতীত জন্মান্ধতা, পঙ্গুতা, প্রকৃতি, ও অঙ্গ বৈকল্য রুচি ভেদের কারণ। যাহার হস্ত নাই, হস্তসাধ্য ব্যবসায়ে তাহাকে নিযুক্ত না করিয়া বিষয়ান্তর শিক্ষা দেওয়াই যেমন যুক্তিসিদ্ধ, বোধ হয় তদ্বিষয়েই তাহার রুচিও হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ গুণবতী বিবি মিস্ কলেট যদি শিল্প শিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না; এবং জনসমাজ এই ক্ষণে তাঁহার নিকটে যে উপকার প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা হইতেও সুতরাং বঞ্চিত হইত। প্রসিদ্ধ কবি সেক্ষপিয়ার যদি কাব্য লিখন পরিত্যাগ করিয়া দর্শন শাস্ত্রের আলোচনাকরিতেন, অথবা নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি † স্বাভাবিক দর্শন বিষয়িণী বুদ্ধিবৃত্তির আলোচনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কবিতা লিখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, মানব জাতি তাঁহাদের নিকট অনুমাত্রও উপকৃত হইত না।

দ্বিতীয় সংসর্গ।

৭ সংসর্গ-গত-বৈষম্য।

সামান্য কথায় বলিয়া থাকে, বালকের মন আর্দ্র মৃত্তিকার ন্যায়। যেমন আর্দ্র মৃত্তিকাদ্বারা স্বেচ্ছানুরূপ ঘটাদি

---

* এবিষয়ে অনেক মত ভেদ আছে; তাহা বর্ণন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে।

† এরূপ কথিত আছে, রঘুনাথের অধ্যাপক "তামাক খাবার" জন্য রঘুনাথকে অগ্নি আনয়ন করিতে বলেন। রঘুনাথ গুরুপত্নীর নিকট যাইয়া অগ্নি প্রার্থনা করেন। গুরুপত্নী হাতায় করিয়া অগ্নি তুলিয়া বলিলেন, "শীঘ্রধর," আমার দুধ পড়িয়া যায়, রঘুনাথ কোন পাত্র লইয়া গিয়াছিলেন না, অমনি নিকটবর্ত্তী মৃত্তিকা অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া বলিলেন আমার হাতে দিন। এই সময়ে রঘুনাথের বয়স ৫। ৬ বৎসর মাত্র ছিল, অধ্যাপক তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া তাহাকে ন্যায় শাস্ত্র পড়িতে আদেশ করেন, এই রঘুনাথের দ্বারা নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতরূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল।

প্রস্তুত করা যায়, সেইরূপ উপদেশ দান ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা অনায়াসেই বালকের রুচি পরিবর্ত্তন করিতে পাবা যায়। পিতা, মাতা বা অভিভাবক প্রভৃতি যাহাব নিকট বাস করে, বালকের চরিত্র অনেকাংশে তাহাব চরিত্রেব অনুরূপ হইয়া থাকে। এবং বাল্যকাল হইতে যে অভ্যাস হইয়া যে সংস্কার অথবা যে প্রকার রুচি থাকে, যৌবন ও প্রৌঢাবস্থায় কোন রূপেই তাহা একবাবে নির্ম্মূল হইয়া যায় না। এই কারণেই জগতে অধিকাংশ মনুষ্যকে পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিতে দেখা যায়। এই কারণেই (ইহার আরও অনেক কারণ আছে) গত অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাশী বিপ্লব উপলক্ষে তদ্দেশে যত যুদ্ধবীরেব আবির্ভাব হইয়াছিল অপব কোন সময়ে, কোন দেশে, তদ্রূপ দেখা যায় নাই এবং এই কারণেই মহাবীর লুযীঃ নেপোলিয়ান স্বীয় পিতৃব্য নেপোলিয়ান বোনাপার্টীব ভ্রাতষ্পুত্র নামে যথার্থই উক্ত হইযাছেন।* মহাবীব আলেকজণ্ডর শৈশবকালে হোমারের ইলিয়ডের (ট্রয় যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কবিতা) অতিশয় প্রিয় ছিলেন এবং পরিণত বয়সে যুদ্ধও সাম্রাজ্য লাভই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়াছিলেন।

৩য় চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী পদার্থের প্রকৃতি।

৮ চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী পদার্থ ভেদে লোকের প্রকৃতি ভেদ।

আমরা যে সকল মনুষ্য, ইতর জন্তু উদ্ভিদ এবং জড় পদার্থে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, অনেক সময়ে তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে আমাদের প্রকৃতির গঠন হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র-জন্তু-প্রধান-দেশবাসিদিগের মৃগয়াপ্রিয়তা অনেক স্থানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এই দেশীয় অত্যুন্নত পর্ব্বত, ভয়ঙ্কর ঝটিকা, বৃষ্টিপাত ও প্রবলনদীস্রোত দৃষ্টি করিয়া স্বভাবতঃই এই সকল দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া বোধ হয় এবং এই ভীরুতা প্রযুক্তই প্রাচীন আর্য্যজাতি স্রোত পরিবর্ত্ত অথবা

---

* কথিত আছে বালক কালে নেপোলিশনের শয্যার কাছে রণবেশধারী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল।

নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ অথবা যে সকল কার্য্যে জড় পদার্থের * অনতিক্রমণীয় শক্তিদ্বারা মনুষ্যগণ স্বাভিষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকে, তাহাতে পরাঙ্‌মুখ ছিলেন। এ জন্যই প্রাচীন ভারতবর্ষবাসীরা কল্পনা শক্তির পরাকাষ্ঠা ও কবিত্ব শক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

৪র্থ প্রয়োজন।

প্রয়োজন সকল কর্ম্মের নায়ক। মনুষ্য নিষ্প্রয়োজনে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। বিশেষতঃ যে সকল অভাবে স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটে, আহার বা পরিচ্ছদের ক্লেশ হয়, মনুষ্য প্রাণপণ করিয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টা পায়। ইংলণ্ডের অনুর্ব্বরতাই তদ্দেশে বাষ্পীয় লাঙ্গল প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছে। এবং তথায় অনেক প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবই ইংরাজদিগকে বাণিজ্যে প্রবৃত্তি দিতেছে। জেনীর পীড়া বশতঃ * আর্ক্রাইটের সূত্রের অভাবই স্পিনিং জেনীর সৃষ্টি করিয়াছে! পক্ষান্তরে গৃহে বসিয়া কোন রূপে বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে বীজ নিক্ষেপ করিলেই প্রচুর শস্যলাভ করা যায় এবং আহার বা পরিচ্ছদের নিমিত্ত বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না, সুতরাং আমাদের দেশে সেই "বলরাম ঠাকুরের" সময় যেরূপ লাঙ্গল ছিল, অদ্যাপি তাহার কোন উন্নতি হয় নাই।

* প্রয়োজনই উন্নতির মূল।

ইংলণ্ড দেশে যখন প্রজার সংখ্যা অল্প ছিল, তৎকালে সামান্যরূপ কৃষি কার্য্যেই, দেশবাসীদিগের চলিতে পারিত; পরে যখন প্রজাসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন তথাকার অনুর্ব্বরা ভূমিতে সামান্যরূপে

---

* প্রাচীন আর্য্যগণ একেবারে এ বিষয় কিছু জানিতেন না, তাহা আমাদিগের বক্তব্য নহে। অন্যান্য আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁহারা যেরূপ উন্নত ছিলেন, এ বিষয়ে তদ্রূপ নহে।

+ ইংলণ্ড দেশে আর্ক্রাইট নামক এক ব্যক্তি তন্তুবায়ের ব্যবসা করিত: আর্ক্রাইটের বনিতা জেনী সূত্র প্রস্তুত করিত, এবং আর্ক্রাইট তদ্দ্বারা বস্ত্রবয়ন করিয়া কথঞ্চিত রূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। একদা জেনী পীড়িতা হইলে সূত্রাভাবে আর্ক্রাইটের আহার নির্ব্বাহ কষ্টসাধ্য হইল এবং তখনই তিনি সূত্র নির্ম্মাণের

কৃষি কার্য্যদ্বারা আর চলিবার উপায় রহিল না, সুতরাং ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য বাষ্পীয় লাঙ্গলাদির আবশ্যক হইয়া উঠিল এবং যত্নে ও পরিশ্রমে তৎকার্য্য সম্পন্ন হইল। ভারতবর্ষের ভূমি এরূপ উর্ব্বরা যে অল্প পরিশ্রমেই বহু ব্যক্তির আবশ্যকীয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু এদেশে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্তও ভূমির অনুপাত অনুসারে লোকসংখ্যা এত বৃদ্ধি হয় নাই যে কৃষির নিমিত্ত উৎকট পরিশ্রমের আবশ্যক হয়।

উপরি উক্ত কারণ চতুষ্টয় হইতে জাতি সাধারণ এবং লোক সাধারণ মধ্যে শ্রমবিভাগ প্রবৃত্ত হয়। শ্রমবিভাগই সামাজিক উন্নতির আদি কারণ। শ্রম বিভাগ না থাকিলে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। এক ব্যক্তির বহু বিষয়ে চিন্তা থাকিলে কোন বিষয়েই উত্তম রূপে জ্ঞানলাভ হয় না, পক্ষান্তরে শ্রমবিভাগ প্রথা থাকায় প্রত্যেকে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে।

১০ শ্রম বিভাগের উপকার।

চিরদিন এক বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তদ্বিষয়ে যে, বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ হইতে থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। অভিজ্ঞতা লাভ হইলে তৎকার্য্যও উত্তম রূপে সম্পন্ন হয়, ফলতঃ শ্রমবিভাগমূলক কার্য্য বিভাগ, কার্য্যবিভাগমূলক অভিজ্ঞতা-লাভ এবং তদ্দারাই সংসারের প্রচুর পরিমাণে উন্নতি সাধিত হইতেছে।

"one science will one genius fit
So vast is Art so narrow human wit"

শ্রম বিভাগ থাকাতে যেমন প্রত্যেক ব্যবসায়ী স্ব স্ব কার্য্য উত্তম রূপে সম্পন্ন করিতেছে, তদ্রূপ এক কার্য্য ত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে প্রবৃত্ত হইতে যত সময় অনর্থক নষ্ট হইত, তাহাও বাঁচিয়া যাইতেছে। এই জন্যই শ্রম বিভাগ প্রণালীর প্রচলবিধি। অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে অনেক কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। এবং ব্যক্তি বিশেষ এক এক কার্য্যে এত দক্ষ হইতেছে যে আদিম নরগণ তাহা কল্পনাও করেন নাই। এতদ্ব্যতীত শ্রম বিভাগেরআরও অনেক উপকার আছে,তাহা এস্থলে বর্ণন অনাবশ্যক।

১১ শ্রমবিভাগ-দরিদ্রের পক্ষে অপকারী নহে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মানবজাতি সম প্রাকৃতিক নহে । রুচি, ক্ষমতা, সহিষ্ণুতা, সঞ্চয়-শীলতা প্রভৃতি সকল গুণ একাধারে অথবা সকল মনুষ্যে সমান রূপে নাই। এই কারণেই সমাজ মধ্যে শ্রমবিভাগ, তন্মূলক মনুষ্যের অবস্থা বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে। অনেকে বলিতে পারেন শ্রম বিভাগ, যদি বিভিন্ন অবস্থার কারণ হইল, তবে এই কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চশ্রেণীস্থ লোকদিগকে যে হিংসা করিয়া থাকে, শ্রমবিভাগকেই তাহার কারণান্তর বলা যায়। আপাততঃ এরূপ বোধ হয় বটে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। শ্রম বিভাগ না থাকিলে সকলের অবস্থা একরূপ হইত বটে, কিন্তু তাহা হইলে মানবজাতি এই কালে যেমন পরস্পর দ্বারা উপকৃত হইতেছে, তখন ইহা স্বপ্নেও কল্পনা করা যাইত না। ইউরোপ, এসিয়া, প্রভৃতির সুসভ্য ও অর্দ্ধ সভ্য জাতিদিগের অবস্থা দেখ, সমাজ মধ্যে অন্ধ, আতুর, প্রভৃতি অক্ষম ব্যক্তিদিগের রক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা কত উদ্যোগ করিতেছেন। অনাথ-নিবাস, দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি কত উপায় অবলম্বিত হইতেছে; পক্ষান্তরে অসভ্যজাতি মধ্যে শ্রমবিভাগের অভাব, এই একমাত্র কারণেই তাহাদের অবস্থা এত শোচনীয় যে তাহারা অপর ব্যক্তির উপকার করা দূরে থাকুক, দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়াও কথঞ্চিৎরূপে উদরান্ন সংগ্রহ করিয়া থাকে।

উন্নতাবস্থ লোক দ্বারা সমাজ উপকৃত হয়।

একের উন্নতিতে অপরের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, বরং অনেকাংশে লাভেরই সম্ভাবনা। গ্রামের মধ্যে একজন সাধুচরিত্র, বিদ্বান অথবা ধনী থাকিলে তদ্দ্বারা কত লোকের উপকার হয়। মহাত্মা জেমস্ ওয়াটের আবিষ্ক্রিয়াতে জল ও অগ্নি চিরশত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া কতশত লোকের কায়িক শ্রমের লাঘব করিতেছে। এদিকে দেখ, অপর ব্যক্তির উন্নতি দেখিলে স্বভাবতঃই মনে উন্নতীচ্ছা বলবতী হইয়া থাকে এবং এইরূপ সাধুবন্দিতা মনোমধ্যে উপস্থিত হওয়াতে উন্নতির কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয় ও তৎপ্রভাবে অশেষ উন্নতি হইয়া থাকে। যেদেশে

জ্ঞানে ও ধনে উন্নত লোক ভূরি সংখ্যক আছে, তথায় অনেকানেক মূখ সন্তানকে পণ্ডিত এবং দরিদ্র সন্তানকে ধনী হইতে দেখা যায; ইংলণ্ডের অবস্থাই ইহার প্রমাণ।

পক্ষান্তরে যে স্থানে সকলের প্রায় সমাবস্থা, তথায এইরূপ হীনাবস্থা হইতে উন্নতি লাভ প্রায় দৃষ্টিগোচর হয না। সুইজর্লণ্ডেব অবস্থা দেখ, সেখানে উন্নতলোকের সংখ্যা যেমন অত্যল্প, অপেক্ষাকৃত দুর্দ্দশাপন্নদিগেব উন্নতি লাভও তেমনই অল্প।

১৩ শ্রম বিভাগ দরিদ্রদিগের দুরবস্থার হেতু নহে।

যদি ও প্রাচীনকাল হইতেই সর্ব্বত্র প্রধানেরা নিকৃষ্টদিগকে পদতলস্থ করিয়া রাখিযাছে। প্রাচীন ভারতের শূদ্র * গ্রীকেব হেলট্, † ও রোমেব প্লিবিয়ান ‡ এবং প্রাচীন মিসরীয়ও পেরুবাসীদিগের অবস্থা যে নিতান্ত শোচনীয ছিল, শ্রমবিভাগ তাহাব কারণ নহে। তাহাব কাবণ নিম্নে লিখিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইযাছে যে আদিম নরগণ উদরান্ন অথবা সাংসারিক অন্যান্য বিষয় লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত। আদৌ মনুষ্য কেবল একমাত্র নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরই বশীভূত ছিল। তৎকালে তাহাব মনে ধর্ম্ম ভাবের সম্যক রূপে উদয় হওয়া দূরে থাকুক, ছিল কি না সন্দেহ। যখন সমাজ এক প্রকাব বদ্ধমূল

---

* মনুতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের সহিত উপবেশন করিতে পারিবে না, কিম্বা তাহাদিগের উপর কোন রূপ অন্যাযাচরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণের শূদ্রকে বধ ও বিড়াল কুকুরকে বধ, উভয়ই সমান।

† "The Helots were bound to the soil, and could not be torn from it, or sold into another country; a regulation which must have made their lot, hard as it was, bearable in comparison with that of the slaves in other parts of Greece, who might be sold or dragged from their homes at the pleasure of their masters. Some were employed in public works; others in domestic service." * * *

‡ The race, of the original Plebs or Plebians of Rome, was derived from the conquered nations especially the Latins. They were not citizens of Rome, so they could neither intermarry with the houses, nor could belong to the state nor had any share in the state's government or property.

"Though free in person not slaves, yet subject politically were the Plebians the commons of Rome.

হয়, তখন হইতেই দয়া * ন্যায় পরতা, ঈশ্বরে প্রীতি প্রভৃতি ভাবের কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি পাইয়া আসিতেছে। ধন-সংগ্রহ-মূলক যখন সমাজস্থ সকলের অবস্থা বিভিন্ন হইয়া আসিয়াছিল, অথচ দয়া প্রভৃতি ধর্ম্মভাব গুলি স্পষ্ট স্ফূর্ত্তি পায় নাই, তৎকালীন প্রভুত্ব পরায়ণ স্বার্থপর ধনিবর্গ যে দরিদ্র প্রজাগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি ?

(২) উন্নতাবস্থ লোককে সম্মান করা মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ধনী অথবা বিদ্যাবান লোককে সম্মান করিতে আপনা হইতেই ইচ্ছা হয়। † তাহাদিগের নিকট কোন উপকার প্রত্যাশায়, প্রোক্ত সম্মান করা হয় না। নিম্নস্থ লোকের এইরূপ সম্মান প্রদর্শন যে প্রধান দিগের অনুচিত প্রভুত্বলাভকে অপেক্ষাকৃত বৰ্দ্ধিত করিয়াছিল, ‡ এবং তাহাদিগের আপন আশয় অতি ক্ষুদ্র করিয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি ?

(৩) এইরূপে প্রধানদিগের অত্যাচার যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, ক্রমে অত্যাচারিত হওয়াতে নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের তেজস্বিতাও ততই হ্রাস হইয়া যায়। পরিশেষে তাহারা এতদূর নিস্তেজ হয়, যে কাল ক্রমে প্রধানদিগের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া উঠে। প্রধানেরা যে পথে চলেন, তাহারা বিচার-শক্তি-বিহীন হইয়া সেই পথেই চলিয়া থাকে। কিন্তু যেমন আকাশ নিতান্ত প্রশান্ত হইল, পরক্ষণেই প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বভাব একেবারে বিদূরিত করে, তদ্রূপ শীতল প্রকৃতি নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের মনে হঠাৎ তেজস্বিতার প্রাদুর্ভাব হইয়া প্রধানদিগের অত্যাচারের বিলক্ষণ প্রতিশোধ দিয়া থাকে। এই

---

* ইহার অঙ্কুর পূর্ব্বে ছিল, কিন্তু প্রস্ফুটিত হয় নাই।

† Theory of Moral Sentiments. Adam Smith.

‡ ধনীদিগের অবস্থানভিজ্ঞতা এবং তাহাদের কার্য্যাদির সমারোহ, দরিদ্রদিগের সম্মান প্রদর্শনের কারণ। আবার বিদ্বান ব্যক্তিদিগের অনেক কার্য্য দৃষ্টে, অনেক সময় সাধারণ লোকদিগের মনে তাহাদিগকে দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। পণ্ডিতদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ইহাই কারণ।

সময়ে সমাজ এত পরিবর্ত্তিত হয় যে, অনেক প্রধান হীনাবস্থ হয় এবং অনেক সামান্য ব্যক্তিও প্রধান হইয়া পড়ে।

(৪) প্রধান এবং সামান্য এই দুই শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে যে সম্প্রদায়ে অপেক্ষাকৃত অল্প লোক থাকিবে, তাহারাই অপর দল কর্ত্তৃক সমাদৃত হইবে। ভৃত্যের সংখ্যা অধিক হইলে প্রভুর এবং প্রভুর সংখ্যা অধিক হইলে ভৃত্যের আদর হইযা থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। পরে সমাজমধ্যে যাহারা সমধিক বুদ্ধি বিদ্যা সম্পন্ন নহে, যাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কিছুমাত্র সঞ্চয় করিয়া যায় নাই, তাহারাই শ্রমোপজীবী হইযা থাকে। অথচ প্রাচীন কালে ধন সঞ্চয়ের যেরূপ প্রণালী ছিল * তাহাতে ধনীর সংখ্যাও অনেক অল্প ছিল। সামান্য লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক থাকাও প্রধানদিগের অনুচিত প্রভুত্বের একটী কারণ।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, শ্রমবিভাগ অত্যাচারের কারণ নহে। অনেকে বলিতে পারেন, যখন একমাত্র শ্রমবিভাগ দ্বারাই লোকের অবস্থা বিভিন্ন হইয়াছে, এবং সেই বিভিন্নতাই প্রধানদিগের অত্যাচারের হেতু, তখন কেমন করিয়া শ্রমবিভাগকে অত্যাচারের কারণ বলা যায়। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, কোন দুষ্প্রবৃত্তি-পরায়ণ ব্যক্তি বুদ্ধি প্রভাবে যে সকল অপক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহার কারণ তাহার বুদ্ধি, কি আন্তরিক দুষ্প্রবৃত্তি? আমরা বলি, আন্তরিক দুষ্প্রবৃত্তি। প্রোক্ত অপক্রিয়া দৃষ্টে কেহই এরূপ সিদ্ধান্ত করে না যে, মনুষ্যজাতির বুদ্ধিই সকল অনিষ্টের মূল। বুদ্ধিবৃত্তিই যে মানবগণের মহত্ত্ব লাভের মূল, তাহা কাহারাও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। অগ্নিদ্বারা গৃহ দাহ হয় বলিয়া, অগ্নি না থাকিলেই ভাল ছিল, মনেও এরূপ কল্পনা করা যায় না; অগ্নির উপকারিতা প্রসিদ্ধই আছে।

* স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে কেহই ধন সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হয় না, যেহেতু ন্যায় বিচার না থাকায়, বলবান ইচ্ছা করিলেই তাহা হইতে হীনতরের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতে পারে। সুতরাং এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে প্রাচীনকালে অপেক্ষাকৃত ধনীর সংখ্যা অল্প ছিল, যেহেতু এ অবস্থাতে অল্প লোকেরাই ধনসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইত।

বাস্তবিক যেমন বুদ্ধি থাকায় মনুষ্যের মহত্ত্ব লাভ হইয়াছে এবং অগ্নি-দ্বারা সংসারের পরমোপকার হইতেছে, তাহাদের দ্বারা অনিষ্ট হইলেও লোক সেই সকল অনিষ্টের কারণ বুদ্ধি ও অগ্নিকে নির্দ্দেশ না করিয়া তাহার কারাণান্তর নির্ণয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রমবিভাগকেও পূর্ব্বোক্ত অত্যাচারের কারণ না বলিয়া তাহার কারণান্তর অনুসন্ধান করা বিধেয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ধন সংগ্রহ সভ্যতার অন্যতর কারণ। এই সংগৃহীত ধনের কিয়দংশ প্রধান সম্প্রদায় ও অপর ভাগ সামান্য লোকের হস্তে ন্যস্ত হয়। সামান্য লোকদিগের সংখ্যা অধিক, সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে উহা বহুভাগে বিভক্ত হওয়াতে তাহারা প্রধানদিগের ন্যায় ধনবান হইতে পারে না। দেশ মধ্যে জন সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই সামান্য লোকের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইবে; কারণ ধনী সন্তানেরা, পৈতৃক ধন বিভক্ত হওয়াতে অল্প ধনী ও পরিশেষে মধ্যবিত্ত-শ্রেণী ভুক্ত হইয়া পড়েন এবং ইতর লোকে পৈতৃক ধন যৎকিঞ্চিৎ যাহা পায় তদ্দ্বারাও উন্নতাবস্থ হইতে পারে না। ইহাতে এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, মানব-সমাজ ক্রমে নির্ধন হইয়া যাইতেছে।

১৪ শ্রম বিভাগে কেহ দরিদ্র হয় না।

পরিশ্রম, কার্য্যবিভাগ এবং ভূমির উর্ব্বরতা, এই তিন কারণে দেশ মধ্যে ধন সংগ্রহ হইয়া থাকে। লোক সংখ্যা অধিক হওয়াতে আপেক্ষাকৃত অধিক ভূমি কৃষ্ট হয়, সুতরাং সমাজ মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে ধন বৃদ্ধি হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি কিয়ৎ পরিমাণে ধনী হওয়াতে ধন-গৌরব হ্রাস হইয়া উঠে। এবং পূর্ব্বে যত ধন থাকিলে কোন ব্যক্তি ধনী বলিয়া বিখ্যাত হইত এই সময়ে আর তাহা হইতে পারে না। অপেক্ষাকৃত অধিক ধন না থাকিলে আর কাহাকে ধনী বলা যায় না, সুতরাং অধিকাংশ স্থলে ধনী সন্তানগণ মধ্যবিত্ত বলিয়া অভিহিত হন এবং সামান্য লোকে কিয়ৎ পরিমাণে ধনী হইলেও তাহাদের মধ্যে অনেকেই মধ্যবিত্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

প্রাচীন আর্য্য, মিসর প্রভৃতি জাতিমধ্যে সামান্য লোকের হীনাবস্থার

বিষয় সর্ব্বত্র খ্যাত আছে। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা হেন্‌রী টমাস্ বক্‌লস্ ইহার নিম্নলিখিত কারণ প্রদর্শন করেন। সম প্রকৃতিক উভয় দেশ মধ্যে যে দেশে খাদ্য সুলভ * তথায় জনসংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অধিক বৃদ্ধি হইবে। †

১৫ দেশভেদে ভোজ্য-বৈষম্য। খাদ্যদ্বারা দুই প্রকার উপকার সাধিত হয়। প্রথমতঃ শারীরিক উষ্ণতা রক্ষা। ‡ দ্বিতীয়তঃ ক্ষতি পূরণ। ** গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শারীরিক উষ্ণতা সহজেই রক্ষা পায়। অতএব তদ্দেশে কেবল দ্বিতীয় প্রকার প্রযোজনোপযোগী খাদ্যের বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু তাহাও শীতপ্রধান দেশের ন্যায় আবশ্যকীয় নহে। কারণ গ্রীষ্মমণ্ডলবাসীরা অল্প পরিশ্রমে অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তথায় উৎকট রূপে অঙ্গচালনা করিতে হয় না। অতএব তাহাদের অঙ্গের ক্ষতিও অল্প হয় এবং অল্প কালেই সেই ক্ষতি পূরণ করা যাইতে পারে। আর উষ্ণদেশীয় লোকের শারীরিক ক্ষতি পূরণার্থে যে সকল দ্রব্যের প্রযোজন, তাহা উদ্ভিজ্জে প্রচুর পরিমাণে আছে এবং মাংসাহার ব্যতীত

---

* কিন্তু ইহা মনে করা কর্ত্তব্য নহে যে, যে ব্যক্তি যত আহার করিবে, তাহার তত সন্তান হইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যান্য কারণের মধ্যে, খাদ্য সুলভ হওয়া এক প্রবল কারণ।

† উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইংলণ্ড দেশীয় মোর্টস সাহেব প্রথমতঃ এই মত উদ্ভাবন করেন। সে সময়ে অনেক কারণ বশতঃ, বিশেষতঃ নেপোলিয়ানের সহ ঘোরতর সমরানলে অনেকে গতাসু হইতে। বার্ত্তাশাস্ত্রে জনষ্টুয়ার্ট মিল এই মত সম্যক উদ্ভাবন করেন। এই মতের বিরুদ্ধমত প্রথমত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ধন বিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রোফেসর করলে সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন।

‡ এই উষ্ণতার স্বাভাবিক পরিমাণ তাপমান যন্ত্রের ৯৮ অংশ। খাদ্য বস্তুর মধ্যে যে বস্তু অঙ্গারক সেই অংশ শরীরস্থ অম্লকর বায়ু সহিত মিলিত হওয়ায় এই কার্য্য সম্পন্ন হয়।

** ক্ষতিপূরণ অর্থাৎ যে অঙ্গ যত চালনা করা যায়, তাহার তত্দূর অন্তরস্থ মাংস পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়া থাকে, ঐ বিকৃত মাংস রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। দূষিত রক্ত হৃৎকোষে আসিয়া বিশোধিত হয়, খাদ্যের সারাংশ ও ঐ প্রশ্বাস দ্বারা গৃহীত বায়ুর অম্লকরাংশ দ্বারা এই রক্ত বিশোধিত হইয়া শরীরের ক্ষতি পূরণ করে।

তদ্দেশীয় লোকে অনায়াসে চলিতে পারে। নিরামিষাহার অল্প শ্রমেই সংগ্রহীত হইয়া থাকে, সুতরাং উষ্ণপ্রধান দেশের আহার সুলভতা-নিবন্ধন লোকসংখ্যা অধিক হইয়া থাকে।

পরন্তু শীতপ্রধান দেশীয় লোকের অধিক পরিশ্রম ব্যতীত প্রয়োজনীয় বস্তু পাইবার উপায় নাই। অধিক পরিশ্রম করিতে হইলে শারীরিক ক্ষতিও অধিক হয়। ক্ষতি পূবণার্থ অধিক আহাবের প্রযোজন হইয়া থাকে। অপব তথাকাব বায়ুমধ্যে অম্লকর ভাগ অধিক এবং শীত প্রভাবে ও অতিরিক্ত পবিশ্রমে লোকেব অধিক প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। অধিক অম্লকর বায়ু শবীরস্থ হওয়াতে উষ্ণতা বক্ষার্থ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে যবক্ষার বায়ুব আবশ্যক। মাংস মধ্যে উদ্ভিদাপেক্ষা যবক্ষাব অধিক, সুতরাং তদ্দেশে মাংসের নিতান্ত প্রয়োজন। শীতপ্রধান দেশে উদ্ভিদ নিতান্ত সহজে উৎপন্ন হয় না, এবং একমাত্র উদ্ভিদে জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়াও সম্ভব নহে; সুতরাং মাংসাহার নিমিত্ত † তদ্দেশীয় লোকে বাধ্য হইয়া মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়। কৃষিকার্য্যে যেমন অধিকাংশ স্থলে পরিশ্রমেব ফল পাওয়া যায় এবং তাহাতে যেমন প্রাণনাশের কিছু মাত্র আশঙ্কা নাই, মৃগয়া তদ্রূপ নহে। মৃগয়াতে অধিক সময় বিফল-প্রযত্ন হইতে হয়, হয়ত উপবাসেই সমস্ত দিন অতীত হইয়া যায়। অনেক সময় প্রাণনাশের সম্ভাবনা, হয়ত মৃত্যু মুখে পতিত হইতে হয়। সুতরাং আহার দুঃসাধ্য হওয়াতে শীতপ্রধান দেশে লোক সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অল্প হইতে থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে অবশ্যই দেশমধ্যে ইতর লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং খাদ্য সুলভতা বা দুষ্প্রাপ্যতা

---

* শারীরিক উষ্ণতা রক্ষার্থে উষ্ণ দেশীয় লোকের মাংসাহার একেবারে প্রয়োজন নাই, আমরা এ কথা বলি না। বস্তুতঃ অনেক সময়ে আবশ্যক হইয়া পড়ে।

† আপাততঃ অনেকেই অনুমান করেন, শারীরিক ক্ষতি পুরণ হইলে শরীর রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা ভ্রম। চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়াছেন, অধিকাংশ লোকই উষ্ণতা রক্ষা না হওয়ায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। অল্প সংখ্যক মাত্রের শারীরিক ক্ষতি পুরণ না হওয়ায় মৃত্যু হয়।

অনুসারে লোক সংখ্যাব হ্রাস বৃদ্ধি হয। বোধ হয এই কাবণেই ভারত-বর্ষ, মিসব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত প্রাচীনদেশ সকলে জনসংখ্যার আধিক্য হইয়াছিল এবং এই জনসংখ্যাব আধিক্য হওযাতেই, ইতব সংখ্যাও অবশ্যই অধিক বৃদ্ধি পাইযাছিল।‡ এই বৃদ্ধি হেতুই প্রধান লোকেরা সামান্য লোকদিগকে বিশেষ অত্যাচাব কবিত।

শ্রমবিভাগই সভ্যতাব মূল, এ কথা উপবেই বলা হইযাছে এবং
১৬ বিভক্ত শ্রেণী। শ্রমবিভাগ অনুসাবেই যে সমাজে বিভিন্নাবস্থ-লোক হইয়াছে তাহাও উপবেই বিবৃত হইযাছে। এই শ্রম বিভাগ অনুসাবে মনুষ্য অতি প্রাচীন কালেই ছয ভাগে বিভক্ত হইযাছিল। যথা—

১। কৃষক।

২। সৈন্য।

৩। শাসনকর্ত্তা (বাজা)।

৪। শিল্পী।

৫। বণিক ও মূল ধনী।

৬। পণ্ডিত (যাজক গ্রন্থকর্ত্তাদি)

এতদ্ব্যতীত ইহাদিগেব সহকাবী রূপে অপব এক শ্রেণী ছিল, তাহাদিগকে ভৃত্য বলা যায।

—এই ছয শ্রেণীব মধ্যে কিরূপে কোন্ ব্যবসাযীব উৎপত্তি হইল এবং কালক্রমে ইহা হইতে অপবাপব শ্রেণী সকলেব কিরূপ উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা উত্তবোত্তব আমি বলিব। কিন্তু ইহাব পূর্ব্বে মানবসমাজে বিবাহ কিরূপে আবম্ভ হয এবং তাহাব সহিত যে সভ্যতাব কি সম্বন্ধ তাহা বর্ণন করিব।

---

* যদিও বকলস্ সাহেব যেরূপ খাদ্যেব সহিত প্রজা বৃদ্ধিব সম্বন্ধ বিবেচনা করেন, তাহা সত্য নহে, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত বলা যায় যে খাদ্য সুলভ হইলে অধিক পরিমাণ লোক বিবাহ করে, এবং খাদ্য পাওয়াতে সেই সকল বিবাহিত ব্যক্তি হৃষ্টপুষ্টকায় হওয়াতে প্রকৃতির নিয়মানুসারে অধিক সন্তানোৎপাদন করে।

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন সময়ে গোলা বারুদ আবিষ্কৃত না হওয়াব যুদ্ধাদিতে তাদৃশ সংখ্যক লোক গতাসু হইত না।

পঞ্চম অধ্যায়।

ক্ষুধা নিবৃত্তি।—২ আদিমকালে বিলাসচিন্তা মনুষ্যের সর্ব্ব প্রধান।—৩ বল প্রযোগ হইতে কালে দাম্পত্যের ভাব!—৪ স্বেচ্ছাবিহার উন্মূলিত না হইবার কারণ।—৫ স্বেচ্ছা বিহারের ক্রমশঃ হ্রাস।—৬ সন্তান রক্ষণ।—৭ অকর্ম্মণ্যাবস্থা।—৮ লোকে একাকী উন্নত হইতে পারে না।—৯ স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতি ও শরীরগত দাম্পত্যসম্বন্ধ।—১০ দুই জন পুরুষেব এক স্ত্রীতে আসক্তি।—১১ স্বেচ্ছা বিহাব ও প্রজোৎপত্তি।—১২ ক্রমশ উন্নতি প্রকৃতির লক্ষণ।—১৩ উপসংহাব।—১৪ প্রাচীন ইতিহাসাদি সম্বন্ধে অভিপ্রায।—১৫ নাযর জাতি।—১৬ আবিসিনীয জাতি।—১৭ কানেডা নিবাসী।—১৮ আসাম প্রদেশ।—১৯ নিউ কুইন্‌স্ দ্বীপ।—২০ সাধাবণ উক্তি।—২১ প্রাচীন কালেব ব্যভিচাব।—২২ গান্ধর্ব্ব বিবাহ।—২৩ বাক্ষসী বিবাহ।—২৪ ক্ষেত্রজ সন্তান।—২৫ প্রাচীন কালে ব্যভিচাব দোষাবহ বলিযা পরিগণিত ছিল না।—২৬ প্রাচীন যিহুদীজাতি।—২৭ গ্রীক ও বোমীয জাতি।—২৮ স্পার্টা।—২৯ আরব জাতি।—৩০ বহুবিবাহ ও মুসলমান।—৩১ উপসংহাব।

ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইলে আদিম নরগন কাম প্রপীড়িত হইয়া ছিল।

প্রথম অধ্যাযে আমি বলিযাছি মনুষ্য সর্ব্বাদৌ আহবান্বেষণে সমুদায় সময় ব্যয় কবিত। অন্ন চিন্তা চমৎকার এই জন-প্রবাদ সর্ব্বথা যথার্থ। জঠরানল প্রজ্জলিত হইলে যতক্ষণ নির্ব্বাণ না হয, ততক্ষণ মনে অন্য কোন ভাব উদ্ভূত হয় না, হইলেও হৃদয়েই বিলীণ হয়। বিবিধ পুষ্পপরিপূর্ণ সুগন্ধ কুসুমোদ্যানে সায়ঙ্কালীন সমীরণ সেবন কবিতে করিতেও জঠরানল প্রপীড়িত ব্যক্তি দগ্ধ হয়—শান্তি পায় না। ক্ষুধার্ত্ত হইলে বিদ্যা-বুদ্ধি, বেশ-ভূষা, ধন-মান, যশোভিমান কিছুতেই অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয় না। চিত্তবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা যে অনুপম সুখ হয়, তাহাতেও মন নিযুক্ত থাকিতে পারে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ন্যায় সভ্য সময়ে চিত্তকে বিবিধ বিষয়ান্তরে রাখার উপায় সত্ত্বে ও যখন ক্ষুধার্ত্ত হইলে এতাধিক ক্লেশানুভব হয়, তখন একথা সহজেই অনুভব করিতে

পারা যায় যে আদিম কালে নরগণ ক্ষুধা নিবারিত না হইলে কত অধিক * ক্লেশানুভব করিত; সুতরাং কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত।

ক্ষুধা শান্তি হইলে যাহার মনে যে ভাবের প্রধান্য, তাহারমনে তাহাই উদয় হয়—সাধুর মনে ঈশ্বর, অধ্যাপকের মনে গ্রন্থ, সংসরীর মনে অর্থ, জনক জননীর মনে প্রিয় সন্তান এবং ভোগীর মনে বিলাস ভবনের কামিনী। কিন্তু ঈশ্বরকে যে চিন্তা করেনা, তাহার মনে কখন ঈশ্বরের ভাব উদয় হয় না। যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করেনা, তাহার মনে গ্রন্থের কথা উপস্থিত হয় না। এবং যশস্বী, মানী বা পিতা ব্যতীত অন্য কেহই যশ, মান বা পুত্রের বিষয় চিন্তাকরে না। কিন্তু যৌবন সুলভ-কামিনি-মূর্ত্তি কল্পনা, কি বিবাহিত কি অবিবাহিত সকলেই করিয়া থাকে। ইহার নেতা "কাম" ক্ষুধার ন্যায় নিয়তই শরীর-সম্বন্ধ। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যেমন স্বভাব বশতঃ আহার্য্যানুসন্ধান করে, সেইরূপ কামোত্তেজিত লোক কামিনী সহবাস অনুসন্ধান করে। তবে উভয়ের মধ্যে পৃথক এই যে খাদ্যের অভাবে লোকেগতাসু হয়, কিন্তু কামিনি ব্যতীত ও জীবন ধারণ করিতে পারে। কামিনী সহবাস ইচ্ছা স্বভাব জাত হইলেও ইচ্ছাসাপেক্ষ, যতই সে বিষয় মনে কল্পনাকরা যায়, ততই ভাব সংসর্গ † গুণে মনোমধ্যে বিদ্ধ হয়। সুতরাং লোকে তজ্জন্য সেই পরিমাণে লালায়িত হয়।

মন কখনও চিন্তা শূন্য হয় না। সংচিন্তা মনে থাকিলে মন্দ বিষয় আসিতে পারে না। এই জন্য লোকে বলিয়া থাকে "Satan always finds some mischiefs with idle hands to do" আদিম কালে এক আহারের চিন্তা দূর হইলে, অন্য চিন্তার বিষয় বিরহে যে কামিনি চিন্তা সমধিক প্রবল হইয়াছিল, তাহা অনুমান সিদ্ধ হইলেও প্রত্যক্ষবৎ বিশ্বাস

২ আদিম কালেবিলাস চিন্তা সর্ব্ব প্রধান।

* বিষয়ান্তরে মনকে নিযুক্ত রাখিতে সক্ষম হইলে ক্লেশানুভূতি কথঞ্চিৎ হ্রাস হয়।

† Association of ideas.

যোগ্য।. একে স্বভাব উত্তেজক, মন চিন্তা শূন্য, তাহাতে আবার সম্মুখে পশু পক্ষিগণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কবিতেছেদ। একে বক্ষা নাই, অহাতে তিন কাবণ। সুতবাং অন্য কর্ম্ম ও চিন্তা বিরহিত যুবকগণ যুবতিদিগেব এবং যুবতিগণ যুবকদিগেব অনুসবণে দিবা বাত্রি অতিবাহন কবিতে লাগিল, এ কথাতে সন্দেহ কি?

বিবাহ প্রাকৃতিক সম্বন্ধ নহে, সুতবাং একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ৩ বলপ্রযোগ হইতে আদিমাবস্থাতে বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। কালে দাম্পত্য ভাব কিন্তু 'জিজনযিষা, ও স্ত্রী পুরুষেব জাতীয় সম্বন্ধ নৈসর্গিক, সুতবাং তাহা তখনও ছিল। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ লজ্জা-শীলা * ও ভীরু প্রকৃতি। সুতবাং একমাত্র পুরুষদিগেব উদ্ধত ব্যবহার ব্যতীত আদিম নবনাবিগণেব জিজনযিষা বৃত্তি চবিতার্থতাব আব উপাযান্তব ছিল না। এবং তাদৃশ আচবণ যে যে কাবণবশতঃ নিবাবিত হয, তাহা তখন বর্ত্তমান না থাকায পুরুষগণেব উগ্রজনো-চিত অনুষ্ঠান যে, কিছুকাল পর্য্যন্ত অবিশ্রামে চলিযাছিল, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সমযেব মানব জাতিব প্রকৃতি অনুসন্ধান কবিলে দেখা যায যে, ধর্ম্মভয়, লোক ভয, বাজভয এবং লজ্জাই লোককে বল প্রকাশ হইতে বিবত বাখে। এতদ্ব্যতীত বাল্যাবধি যাহাব মূর্ত্তিব সহিত ভক্তি বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবের যোগ থাকে তাহাকে দেখিলেও কাম উত্তেজিত হয় না। এই কযটী কাবণ বশতঃ লোকে অন্য স্ত্রীব উপব বল প্রয়োগ কবে না কিন্তু আদিম কালে লজ্জা ব্যতীত অন্য প্রতিবন্ধক তাদৃশ ছিল না।

ধর্ম্মভয়।

ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস থাকায়, লোকে বর্ত্তান সময়ে অসৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতেছে। পুনঃ পুনঃ শ্রবন বা আলোচনা দ্বাবা যাহা

---

* লজ্জা স্বাভাবিক বলায় কেহ কেহ অপত্তি করিতে পাবেন। এস্থলে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে, "ভাব" (feeling) কখন শিক্ষা দ্বারা উপার্জ্জিত হইতে পারে না।

মনেব সহিত বিদ্ধ হয, সকলেই তদ্বিপবীত আচরণে প্রবৃত্ত হইতে ভীত হয়। বস্তুতঃ স্বার্থই লোকেব প্রধান প্রবৃত্তি। এই স্বার্থ প্রযুক্ত অনন্ত কালেব স্থখেব জন্য আমরা ঐহিকেব স্থখ ত্যাগ কবি। কিন্তু শিক্ষা ও বিজ্ঞতা ব্যতীত কদাপি এরূপ স্বার্থ উপস্থিত হয না। স্থতবাং আদিম কালে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায ধর্ম্মভয লোককে অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত কবিতে পাবিত না।

২। রাজ ভয়।

ইদানীন্তন মানব সমাজে অনেকে ধর্ম্ম ভয ব্যতীত কেবল বাজভয প্রযুক্ত অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয। অসৎকার্য্য কবিলে বাজা অপবাধীকে শাসন কবেন। এবং এই শাসন ও দণ্ডেব ভয়ে অনেকে অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয। কিন্তু আমবা যে কালেব বিবরণ লিখিতেছি, তখন বাজা বা কোন রূপ শাসনকর্ত্তা ছিল কি না সন্দেহকল্প স্থতবাং অপরাধীও কোন রূপ দণ্ডিত হইত না। অতএব হযত বাজভয প্রযুক্ত আদিম নবগণ দুকর্ম্ম হইতে নিরস্তও হইত না।

৩। লোক ভয়।

অনেকে ধর্ম্ম ভয ও বাজভয ব্যতীত কেবল লোক ভয় প্রযুক্ত অনেক সময়ে কুকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয। লোক ভয দুই ভাগে বি-ভক্ত—প্রথমতঃ লোকেব নিকট স্থনাম হানি স্থতবাং তজ্জনিত মনঃক্লেশ ও অবিশ্বাস ভাজন হওযাতে যে ক্ষতি হয, দ্বিতীয়তঃ অপবাধীকে লোকে স্বয়ং বা বাজদ্বাবা শাসন কবিতে প্রযাস পায। লম্পট চোর প্রভৃতি ধৃত হইলেই অনেক সময়ে, বাজাব শাসনসাপেক্ষ না হইযা লোকে প্রহাবাদি করিযা থাকে। বিশেষ যাহাব ক্ষতি কবা যায, সে ক্ষতি কারীকে ক্ষতি গ্রস্ত ও অপদস্থ * করিতে কায়-মনো-বাক্যে চেষ্টা পায়। কিন্তু আদিম কালে লোকভয়ের এই সকল কাবণ কিছুই বর্ত্তমান না থাকায় তাহা লোককে অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই।

* This is a general assertion. There may be honorable exceptions to it as there are in every thing else.

বিশেষ তখন ঐরূপ বল প্রয়োগ দোষ বলিয়াই গণ্য হইত না। যে দেশে সকলেই চোর তথায কখন চৌর্য্যবৃত্তি দুষ্যকর্ম্ম বলিয়া প্রতীতি নাই।

৪। ভক্তি বাৎসল্য।

ভক্তি বাৎসল্য প্রভৃতি ও ভাবেব সহিত মনোমধ্যে যাহার মূর্ত্তিযুক্ত আছে, তাহাকে দর্শন কবিলে কামোত্তেজিত হয় না। আমরা ভগিনীকে চিরকাল স্নেহময চক্ষে এবং মাতাকে ভক্তিব চক্ষে দৃষ্টি কবি, এই জন্য তাহাদেব মূর্ত্তি কালে ভক্তি ও স্নেহ সহ সংস্পৃষ্ট হয়, সুতবাং যৌবন কালেও ভগ্নি ও মাতাকে সন্দর্শন কবিলে, লোকে কামোত্তেজিত না হইয়া, স্নেহ ও ভক্তি বসে প্লাবিত হয। কিন্তু আদিমাবস্থায ভ্রাতা ভগিনী রূপ সম্বন্ধ, বোধ হয, অতি অল্পই ছিল; সুতবাং প্রায সমুদয স্ত্রী দর্শনেই লোকে কামোত্তেজিত হইত। ২।১ পুরুষান্তে যখন এই রূপ সম্বন্ধাদি বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন বমণি-সন্দর্শন মাত্রই জিজনয়িষা উত্তেজিত হইয়া তাদৃশ বাসনা চবিতার্থ কবা কথঞ্চিৎ নিবাবিত হইয়া আসিল।

পঞ্চম লজ্জা।

উপরি উক্ত কয়েকটি কাবণের মধ্যে কিছুই স্বাভাবিক নহে, সুতরাং আদিম কালে কার্য্যকাবী হইত না। যেরূপ বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যের মনে লজ্জার প্রাধান্য দেখা যায়, তাহা আদিমাবস্থাযও ছিল। কেবল আদিম কালে লোক সংখ্যা অতি অল্প থাকাপ্রযুক্ত লজ্জার বিষয়াভাবে তাদৃশ উত্তেজিত হইত না। এক জনের প্রতি এক কালে দুই ভাব সমভাবে উপস্থিত হয় না, সুতবাং যাহাকে দেখিয়া কামোত্তেজিত হইত, তাহাকে দেখিয়া তাদৃশ লজ্জা উপস্থিত হইত না। অতএব এই জন্য আদিম কালে অবিচ্ছেদে পশুবৎ আচরণ চলিত। কিন্তু মনুষ্য উন্নতি-শীল সুতরাং এভাবে কখন চিরকাল চলিতে পারে না। বিশেষ স্বেচ্ছা-বিহারের প্রতিবন্ধক স্বরূপ বিলাসিনীতে স্নেহ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক।

আমরা যহার দ্বাবা উপকৃত হই বা যাহাব নিকটে আমাদিগের অ্যন্তবিক অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, আপনা হইতেই তাহাব দিকে স্নেহ ধাবিত হয। আবাব একবাব স্নেহ বদ্ধমূল হইলে প্রণয-ভাজনকে সর্ব্বদা দেখিতে ও নিকটে বাখিতে ইচ্ছা হয। বিশেষ স্ত্রী লোকের প্রকৃতিগত কমনীযতা ও মাধুর্য্য এমনই মনোহব যে পুরুষের তাঁহাকে প্রীতি ও আলিঙ্গন করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা জন্মে। ইত্যাকাব কাবণে লোকে ক্রমশঃ যথেচ্ছাচাব পবিত্যাগ করিয়া কিছুকাল বা কোন স্থলে যাবজ্জীবন দাম্পত্যে আবদ্ধ হইল। কিন্তু তখনও স্বেচ্ছাবিহার সম্পূর্ণ নিবাবিত হইল না।

৪ স্বেচ্ছাবিহাব উন্মূলিত না হইবাব কারণ।

স্বেচ্ছাবিহাব স্বভাবজাত, সুতবাং তাহা কখন সম্পূর্ণ নিবাবিত হয় না। আদিম কাল কেন, বর্ত্তমান সমযেব দৃঢ নিয়মাবলি সত্বেও যখন তাহাব পথ রুদ্ধ হইতেছে না, তখন সে সময়ে কি হইয়াছিল, তাহা কিরূপে বলিব। অনেকে আমাদিগেব এইরূপ মতে আপত্তি কবিতে পাবেন। তাঁহাবা বলিবেন, এমত ধর্ম্ম শাস্ত্রবিবোধী। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বিবাহ পদ্ধতি সম্পূর্ণ সামাজিক প্রথা। এবং আমবা সত্যের অনুবোধে সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি স্বেচ্ছাবিহাব হইতে সামাজিক ও প্রজোৎপত্তি সম্বন্ধে দোষ না জন্মাইলে কখনই, তাহা দোষেব আকব হইত না। স্বেচ্ছাবিহার যে স্বভাব-জাত, তাহাব প্রমাণ স্থলে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটী হেতু প্রদর্শন কবিলাম।

১। পশুদিগের দৃষ্টান্ত।

২। কামিনি-সন্দর্শনে কামোত্তেজন।

৩। দূর হইতে কামিনী সন্দর্শনে মনে কল্পিত সুখ।

৪। নবীন মনুষ্যের নিকট স্বভাবতঃ মনোহর।

৫। যাহা হইতে দুঃখ উপস্থিত হইবে না নিশ্চয় জ্ঞান আছে, অথচ তাহার প্রকৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বশতঃ তদ্দিকে আকৃষ্ট হওয়া।

এই সকল কারণ বশতঃ স্বেচ্ছাবিহার এখনও চলিতেছে, তখনও চলিতেছিল। যেমন এক দিকে স্বভাব বশতঃ স্বেচ্ছাবিহাব চলিতেছিল, অপর দিকে আবাব সেই রূপ প্রবৃত্তিব অনুযায়ী দাম্পত্য সম্বন্ধ বৰ্দ্ধিত হইতেছিল।

স্বেচ্ছাবিহারের ক্রমশঃ হ্রাস।

পূৰ্ব্বেই উক্ত হইযাছে যে আদিম কালে সৰ্ব্বত্র কেবল স্বেচ্ছাবিহাব প্রচলিত ছিল। সুতবাং শেষোক্ত কাবণ বশতঃ তাহাব দিন দিন হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি হয় নাই।

স্বেচ্ছাবিহারের দোষাবলি।

১। পিতার স্থৈর্য্য না থাকিলে মাতা একাকিনী সন্তানকে রক্ষা কবিতে পাবেন না।

২। মনুষ্য সস্ত্রীক না হইলে ধন সঞ্চয বা অন্যান্য পক্ষে উন্নতি করিতে অগ্রসব হয না।

৩। পীড়িত হইলে বা অন্য কোন কাবণ বশতঃ অশক্ত হইলে লোকে কাহাব দ্বাবা রক্ষিত হইবে?

৪। পুরুষেব আশ্রয ব্যতীত স্ত্রীলোক জীবন ধাবণ কবিতে পাবে না এবং সস্ত্রীক না হইয়া পুরুষে স্বচ্ছন্দে কাল কৰ্ত্তন বা সুন্দররূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে না।

৫। এক স্ত্রীতে দুই পুরুষ আশক্ত হইলে পরস্পব বিরোধ হয়।

৬। এক স্ত্রী বহু পুরুষ বা বহু স্ত্রী এক পুরুষেতে উপগত হইলে প্রজা বৃদ্ধি পক্ষে অনেক ব্যাঘাত হয়।

৭। সন্তান রক্ষণ—পুরুষের সাহায্য নিরপেক্ষ মাতা কখন একাকিনী শিশু সন্তান লালন পালন করিতে পারেন না। স্ত্রীলোক কোমল প্রকৃতি; সুতরাং মৃদু পবিশ্রমই তাহাদিগের স্বভাবানুযায়ী। যেমন এইরূপ পরিশ্রম তাহাদিগের পক্ষে নৈসর্গিক, সেইরূপ ইহাতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় এবং পারগতা জন্মে। রন্ধন এবং গৃহকার্য্যে যেরূপ

স্ত্রীলোকেরা পারগ, পুরুষ কদাপি সেরূপ হইতে পারে না। কোমলা স্ত্রী কঠোর-শ্রমসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারে না; কারণ তাহা তাহাদিগের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। আবার কঠোর শ্রম ব্যতীত কখন আহার্য্য সংগ্রহ হয় না। সুতরাং পিতার স্থৈর্য্য না থাকিলে কে সন্তানের জন্য আহার্য্যাহরণ করিবে?

কিন্তু স্বেচ্ছাবিহার প্রণালীতে কখন পিতার স্থৈর্য্য থাকে না, সুতরাং বড়ই অসুবিধা হয়। বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিলে তাহাকে লালন পালন করা লোকের স্বভাবসিদ্ধ ও রাজাজ্ঞানুযায়িক, সুতরাং স্নেহেতেই হউক বা ভয়েতেই হউক, লোকে সন্তান লালন পালন করিয়া থাকে। কিন্তু বিবাহ প্রণালী প্রচলিত না থাকিলে এ পক্ষে অনেক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

৭ অকর্ম্মণ্যাবস্থা।

যদি জাতীয় সম্বন্ধ ব্যতীত, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রেম অথবা অন্য কোন মহৎ ভাব না থাকে, তাহা হইলে এক জন অশক্ত বা পীড়িত হইলে অবশ্যই অপর কর্ত্তৃক পরিত্যজ্য হইবে। এই রূপ অবস্থায় জীবন ধারণ করা এবং না করা উভয়ই সমান। সকলেই অবগত আছেন ২ দিন নির্ব্বন্ধু স্থানে বাস কি ক্লেশের ব্যাপার। লোকে কেন সহজে বিদেশ গমনেচ্ছুক হয় না? ইহার এক মাত্র কারণ তথায় তাহার বন্ধু নাই, সুতরাং বিপন্ন হইলে কে রক্ষা করিবে। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবক, কি যুবতী, কি জগন্মনোমোহিনী সুন্দরী, কি তদীয় বিলাস ভবনের নবীন নাগর কাহারও সকল দিন সমান যাইবে না। অদ্য দুঃখের দিন না হয়, কল্য হইবে, কল্য না হয় পরশ্ব হইবে। একেবারে দুঃখের হস্ত অতিক্রম করিয়াছেন, এরূপ লোক কুত্রাপি দেখা যায় না। সুতরাং বুদ্ধিজীবী মনুষ্য কখন চিরদিন এরূপ বিপদে পতনোন্মুখ থাকিবে না। এবং সকল বন্ধুতার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বন্ধুতা জাতীয় সম্বন্ধ যুক্ত স্ত্রী পুরুষের দাম্পত্যভাব এই সমুদায় অসুবিধা পরম্পরা হইতে উপস্থিত হইল।*

---

* আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি "অভাবই" সকল কার্য্যের নিয়ামক।

মনুষ্য একাকী থাকিলে জীবনের ভারত্বানুভব করিতে পারে না, সুতরাং কেবল আমোদ প্রমোদ করিয়াই কাল ক্ষেপণ করে।

৮ লোকে একাকী উন্নত হইতে পারে না।

• মানব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে মনুষ্যের পরিবার প্রতিপালনভার স্কন্ধে ন্যস্ত না হইলে সঞ্চয় শীলতা জন্মে না। বাস্তবিক একাকী থাকিলে ধন সংগ্রহ (পাঠকগণ মনে রাখিবেন, আমি দ্বিতীয়অধ্যায়ে বলিয়াছি ধন সংগ্রহই আদিম সভ্যতাব প্রধান কাবণ) কবিবার কাবণ অতি অল্পই বিদ্যমান বহিযাছে। কঠোব শ্রমোৎপন্ন ধন আপনাকে বঞ্চিত করিযা কাহার জন্য সঞ্চয করিব? এক উদরের চিন্তা কি? কেবল প্রিয় স্ত্রী পুত্রেব জন্যই মনুষ্য আপন উদবকে বঞ্চিত কবিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিযা থাকে। এই জন্যই ইংলণ্ড দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা অলিবাব গোল্‌ড স্মিথ বলেন, দবিদ্রদিগেব প্রথমতঃ উদ্বাহ শৃঙ্খলে * আবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য, লোকের যতই কেন আয় হউক না সস্ত্রীক না হইলে প্রায় ধন সঞ্চযের প্রবৃত্তি হয় না।

৯ স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতি ও শরীরগত দাম্পত্য সম্বন্ধ।

স্ত্রী পুরুষের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি দেখিয়াই বোধ হয়, উভয়ের একত্র আবাস সৃষ্টিকর্ত্তাব অভিপ্রেত। এক জন গার্হস্থ্য কার্য্যাদিতে দক্ষ, অপব বহিস্থ এক জন স্নেহের দ্বাবা সকলকে আবদ্ধ করেন, অপর জন আপনাব তেজস্বিতা দ্বাবা আক্রমণকারী হিংস্র জন্তু ও আততায়ীকে পরাভব করিয়া গৃহস্থিতা দেবীকে রক্ষা করেন। এতদ্ব্যতীত আধুনিক দার্শনিকেরা বলেন যে "আত্মার সমুদায় বৃত্তিব সামঞ্জস্য উন্নতিই মানব জীবনের লক্ষ্য।" এই বাক্য সত্য হইলে তাহা সংসাধন হেতু বিবাহ অপ্রতিহার্য্য রূপে আবশ্যক। যেহেতু একত্র সহবাস না করিলে উভয়ে উভয়ের নিকট যেরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তাহা পায় না। বিশেষ নব যৌবনের প্রারম্ভে স্ত্রী পুরুষের সর্ব্বদা একত্র অবস্থিতি ব্যতীত কখন তৎকাল-সুলভ-বিলাস-বাসনা চরিতার্থ হয় না। এবং এই কারণ

* আমরা এ মতের এক পক্ষ মাত্র বলিলাম।

বশতঃ অধুনাতন অনেক বঙ্গীয় যুবক সুনীতি অতিক্রম করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তি স্বাভাবিক এবং মনুষ্যের সর্ব্ব কার্য্যের নেতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইত্যাকার কারণ পরম্পরায় কাল ক্রমে স্বেচ্ছাবিহার প্রণালী নিবারিত হইয়া বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত হইতে লাগিল।

কল্পনা কর, যখন মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিক্ষা করিয়াছিল অথচ বিবাহ প্রণালী আরম্ভ হয় নাই, তখন অবশ্যই লোকে কাম প্রপীড়িত হইয়া পরস্পরের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিত। মনে কর, এক বামা একেবারে দুইজন সমকক্ষ-বীরের অনুরাগ-ভাগিনী হইলেন। প্রত্যেকেই আপন আপন মনোরথ চরিতার্থ হেতু প্রয়াস পাইতে লাগিল। সর্ব্বস্বান্ত কেন ? প্রাণান্ত না হইলে কেহই দারুণ দুর্দমনীয় কামের হস্ত হইতে নিস্তার পায় না। আমরা তাহাদিগকে এ বিষয় সম্বন্ধে দোষী বিবেচনা করিতে পারি না। যেহেতু প্রকৃতিই শিক্ষক, উত্তেজক ও নেতা। এরূপ অবস্থাতে সমাজ কত বিশৃঙ্খল হয় ? মানব সমাজ ক্রমে উন্নত হইয়া যখন বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল, তখনও যে এই রূপ কত অত্যাচার চলিত এবং বর্ত্তমান সময়ে এবিষয় সম্বন্ধে কত দুষ্কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা মনে করিলে একেবারে হৃৎকম্প হয়। কত দেশ, কত রাজ্য, কত নগর, কত শত শত লোক এই জন্য প্রাণ হারাইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর ন্যায় সভ্য সময়ে, ধর্ম্মভয়, রাজভয়, লোকভয় প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও, যখন ঈদৃক আচরণ দেখিতেছি, তখন পূর্ব্বে যে কিরূপ হইত তাহা কল্পনা দ্বারাও মনে ধারণা করিতে পারা যায় না।

১০ দুইজন পুরুষ এক স্ত্রীতে আসক্ত।

এইরূপে এই সকল অসুবিধা পরম্পরা হইতে, সাময়িক দাম্পত্য ভাব এবং তাহা হইতে কালে চির দাম্পত্য ভাব উপস্থিত হইয়াছে। বিবাহ একপুরুষ বা একশত বৎসরের মধ্যে উদ্ভূত হয় নাই, কিন্তু বহু কাল ক্লেশের ফল।

নানারূপে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে স্ত্রী পুরুষ সমতেজস্বী না হইলে সন্তানোৎপত্তি হয় না। স্বেচ্ছাবিহাব প্রণালী প্রচলিত থাকিলে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে তেজের তারতম্য হয, সুতবাং প্রজোৎপত্তি সংবন্ধে বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইবাব সম্ভব। বেশ্যাদিগের মধ্যে যে অধিকাংশ সন্তানশালিনী হয় না, ইহাই তাহাব প্রধান কারণ। কিন্তু এনিয়মটী মানব সাধাবণ কখন অতি আদিম কালে অবগত হয় নাই। কাবণ ইহা উদ্ভাবন করিতে সমধিক দৃষ্টি ও মার্জিত বুদ্ধিব আবশ্যক হইয়াছে।

১১ স্বেচ্ছাবিহার ও প্রজোৎপত্তি।

পৃথিবীর ইতিহাস অনুসন্ধান কব, একটি আশ্চর্য্য নিযম দেখিতে পাইবে। এক ব্যক্তি বা এক সামযিক লোক দ্বারা কখন কোন সত্য আবিষ্কৃত হয না। বহুলোক বহু পবিশ্রমে একটি সত্য উদ্ভাবন কবে, কিন্তু তাহাদেব পবকালীয় লোক তাহা অনাযাসে উপভোগ কবে। আদিমনবগণ এইরূপে স্বেচ্ছাবিহারের নানা রূপ দোষ সন্দর্শন কবিয়া তাহাব পবিবর্ত্তে বিবাহ প্রণালী প্রবর্ত্তিত কবিলেন। সমুদায সমাজস্থ লোকেই একবাক্যে এই প্রণালী বিধিবদ্ধ করিল, সুতবং যে কেহ ইহাব অন্যথাচরণ কবিত সে একেবাবে সকলেবই ক্রোধেব পাত্র হইত। এইজন্য আদিম কালে ব্যভিচাবী বা ব্যভিচাবিণী যাবপব নাই দোষী বলিয়া গণ্য হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন সংহিতা কাবকেবা * যেরূপ বলেন, ব্যভিচাব সেরূপ দোষের বিষয নহে, কিন্তু যে সময় সেচ্ছাবিহারের পরিবর্ত্তে বিবাহ কেবল প্রচলিত হইতেছিল, তখন ব্যভিচাবেব বিরুদ্ধে কঠোব রাজনিয়ম নিয়োজিত না হইলে কখন হ্রাস হইত না।

১২ ক্রমশ উন্নতি প্রকৃতির লক্ষন।

এই সময়েই প্রথম ব্যভিচার ও স্বেচ্ছা বিহার পবিবর্ত্তে মানবগণ দম্পতি-ভাবে অবস্থিতি করেন।

উপসংহার কালে বক্তব্য উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হওযাই মানব জাতির

* Institutes of Munu, Solor &c.

১৩ উপসংহার

সভ্যতার প্রথম সোপান। যে পর্য্যন্ত মনুষ্য দাম্পত্যে আবাদ্ধ না হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় অবস্থিত ছিল।

মনে কর আজ কাল ইউরোপীয় কিম্বা অন্য কোন সুসভ্য দেশে যদি বিবাহের পরিবর্ত্তে পুনরায় স্বেচ্ছাবিহার প্রচলিত হয়, তাহা হইলে বহু কালের ও বহু শ্রম সাধ্য উন্নতি একেবারে নির্ম্মূল হইবে। এবং সমাজ যে কিরূপ বিশৃঙ্খল হইবে, তাহা কল্পনা করিলেও হৃৎকম্প হয়।

সামান্য কথায় বলিয়া থাকে "প্রত্যক্ষের উপর সিদ্ধান্ত কি?" আমাদিগের উক্তিতে যদিও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবার উপায় নাই, তথাপি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিতে পারিলে, বোধ হয়, বিরুদ্ধবাদীদিগের জটিল অনুমান পরম্পরার ও তর্ক রাশির উত্তর দানের বিশেষ আবশ্যকতা নাই।

যখন পার্শ্বস্থ গৃহে, মুহূর্ত্ত মাত্র পূর্ব্বে সংঘটিত ঘটনাবলীর আমূল তত্ত্ব নিরূপণে আমারা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিনা, তখন বহুবর্ষ পূর্ব্বের ঘটনাবলীর—বিশেষতঃ স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধীয় ঘটনার (যাহা জনসমাজে প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, দম্পতি মধ্যেও সময় বিশেষে ঘটনাবিশেষ গুপ্ত থাকে) তাহা বিশদরূপে প্রমাণ করিবার আশা করা যায় না। বিশেষতঃ বক্তব্য বিষয়গুলি বিশদরূপে বলিতে গেলে নিতান্ত অশ্লীল হইয়া উঠে। সুতরাং সুনীতির অনুরোধে বিশেষ সাবধানতার সহিত সংক্ষেপে বর্ণন করাই কর্ত্তব্য।

১৪ প্রাচীন ইতিহাসাদি সম্বন্ধে অভিপ্রায়

যে সকল ইতিহাস হইতে আমরা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম, তাহার সমুদয় অংশই যে সত্য, কখনই একরূপ বলা যায় না—কোন্ অংশ সত্য, কোন্ অংশ মিথ্যা, তাহা নিরূপণ করাও সুকঠিন। যাহা হউক জনপ্রবাদ মাত্রই কোন বিশেষ কারণে সম্ভূত হইয়া থাকে। এই সকল জনপ্রবাদ দ্বারাও তত্তৎকালীন লোকের অবস্থার কিয়ৎ পরিমাণে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ফলে, যে কথায় লোকের বিশ্বাস নাই,

তাহা কখনই জাতি সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতে পারেনা।

প্রমাণ সম্বন্ধীয় দৃষ্টান্তগুলি নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল।

(১) অদ্যাবধি কোন কোন জাতির মধ্যে স্বেচ্ছাচার ও সাময়িক দাম্পত্য প্রচলিত আছে।

(২) প্রাচীন কালে কোন কোন জাতির মধ্যে ব্যভিচার বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীলোক পুরুষের উপভোগ্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইত। পুরুষদিগের ব্যভিচার তাদৃশ দোষাবহ বলিয়া জ্ঞান করা হইত না। এখনও যে দেশবিশেষে এই সকল সংস্কার নিতান্ত বিরল, তাহা নহে।

(৩) বর্ত্তমান সময়েও দেশবিশেষে বা জাতিবিশেষে ইচ্ছানুরূপে স্বামী এবং পত্নী পরিত্যাগ প্রথা দেখা যায়।

(৪) প্রাচীন কালের কঠোর রাজনিয়ম বিবাহিতের পক্ষে অনেকাংশে শিথিল ছিল, অর্থাৎ এমন অনেক অপরাধ ছিল, যাহাতে অকৃতদার ব্যক্তির অপেক্ষা কৃতদারকে লঘু দণ্ডভোগ করিতে হইত। প্রজা বৃদ্ধি নিমিত্ত সংহিতা-কর্ত্তারা বিবাহিতের লঘুদণ্ড, ও সন্তান জন্য ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভের প্রত্যাশা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই।

(৫) বিধবা ও মৃতপত্নীকদিগের বিবাহ ব্যতীতও এখন বিশেষ কারণ দেখাইয়া পতি পত্নী মধ্যে একে অপরকে পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যান্তর বা পত্যন্তর গ্রহণ প্রথা সভ্য জাতিদিগের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত আছে।

ভারতবর্ষে বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী মলবার নিবাসী নায়রজাতির মধ্যে অধুনাও বিবাহ প্রথা নামে মাত্র প্রচলিত আছে। এই জাতির মধ্যে বিবাহের পর স্ত্রীপুরুষে আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। স্ত্রী চিরজীবন আপন পিত্রালয়ে বাস করে এবং স্বেচ্ছানুরূপ অন্য পুরুষকে অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহাতে তাহার যে সকল সন্তান হয়, তাঁহারা বিবাহকর্ত্তার সন্তান নহে। সুতরাং

নায়র জাতি

তাহার সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাহারা স্ব স্ব মাতুলালয়ে * বাস করে এবং মাতুল কর্তৃক প্রতিপালিত হয়। এই জাতির মধ্যে উত্তরাধিকার ব্যবস্থা যে অন্যান্য জাতি হইতে পৃথক্ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ফলতঃ মাতুলের মৃত্যু হইলে ভাগিনেয়ই প্রধান উত্তরাধিকারী। কারণ মাতুলের ঔরসজাত সন্তান কে; তাহা নির্ণয় হওয়া সহজ নহে; যেহেতু প্রত্যেকেই স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ।

১৬ আবিসিনীয় জাতি

আফ্রিকাখণ্ডে আবিসিনীয় জাতির মধ্যে * বিবাহ প্রণালী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে সমুৎসুক হইলে বিবাহ হয় বটে, কিন্তু এক জন ইচ্ছা করিলেই তাহা ভগ্ন করিতে পারে। পতিপত্নীভাবে অবস্থান সময়ে তাহাদের যে সকল সন্তান উৎপত্তি হইয়া থাকে, বিচ্ছেদ সময়ে তাহা বিভাগ করিয়া লয়। মাতা জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং পিতা জ্যেষ্ঠ কন্যা পাইয়া থাকে। বিভাগ সময়ে সন্তানের সংখ্যা বিষম হইলে, বিশেষ কোন দৈব ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া অংশ স্থিরীকৃত হয়।

এক জন ইউরোপীয় পর্য্যটক* লিখিয়াছেন—"আমি একদা আবিসিনীয়ার রাজধানীতে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণীর সম্মুখে সাত জন পুরুষকে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়াছিলাম। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, তাহারা সকলেই পর্য্যায় ক্রমে ঐ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু এইক্ষণে ঐ সাত জনের মধ্যে কোন ব্যক্তিই তাহাকে স্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিতে পারে না।" এই জাতির মধ্যে রাজপদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সন্দেহ নিবারণ নিমিত্ত পূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ নৃপতির গর্ভধারিণী মনোনীত হইয়া থাকে।

১৭ কানেডা নিবাসী।

ব্রীটিস্ আমেরিকা অথবা কানেডার আদিম অধিবাসীদিগের † এখনও সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচার ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। জননেন্দ্রিয়ের পরিচালন সম্বন্ধেও ইহাদিগের স্বেচ্ছাবিহারের ত্রুটি নাই। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন

* কোন সময়ে একজন কানেডাবাসী স্বীয় পত্নিকে গৃহে রাখিয়া দেশান্তরে গমন করিয়াছিল। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখে ভার্য্যা পুরুষান্তর অবলম্বন করিয়াছে। অনন্তর

* History of Abyssinia, Edinburgh Cabinet Library.

† History of Canada, Edinburgh Cabinet Library.

উভয়ে স্বামীই তাহাকে নিজপত্নী বলিয়া দাবী করিতে লাগিল। প্রতিবাসীদিগের মধ্যে এই রমণী কাহার হইবে বলিয়া ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হইল। অনেক বিচারের পর পরিশেষে বাদী প্রতিবাদীর সম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে, ঐ স্ত্রীকে মধ্যে রাখিয়া উভয়েই সমদূর হইতে তদভিমুখে ধাবমান হইবে। যে ব্যক্তি অগ্রে তাহার নিকট উপস্থিত হইবে, রমণী তাহারই গৃহিণী হইবে।"

১৮ আসাম প্রদেশ।

"সধবা বিধবা নাস্তি নাস্তি নারী পতিব্রতা" আসামে এই জন প্রবাদ এখন ও বহুল পরিমাণে প্রচলিত—কেবল প্রচলিত নহে, ৪০। ৫০ বৎসর পুর্ব্বে কোন কামরূপীয়ই নিঃসন্দেহরূপে স্বীয় জনকের নাম নির্দ্দেশ করিতে পারিত না। তথায় এখন ও স্ত্রীলোকদিগের বিলক্ষণ প্রভাব। তন্নিবন্ধন তাহাদের স্বেচ্ছাবিহার সমাজ মধ্যে নিতান্ত ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত নহে। এখনও সেখানে সহধর্ম্মিণী, সহোদরা বা পরিবারস্থ অপর কোন স্ত্রীলোককে মহাজনের নিকট বন্ধক স্বরূপ রাখিয়া ঋণ গ্রহণ প্রথা একেবারে লোপ পায় নাই। রমণী এইকাল মধ্যে সন্তানবতী হইলে, ঋণ শোধের সময় মহাজন সন্তানগুলি সুদের পরিবর্ত্তে পাইবে। অধমর্ণ যাহাকে বন্ধক দিয়াছিল তাহাকে মাত্র পাইবে।

১৯ নিউকুইন্স দ্বীপ।

নিউকুইন্স দ্বীপে পত্নী গৃহে রাখিয়া দেশান্তর গমন করিলে, তাহার পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে প্রায়শঃ নিরাশ হইতে হয়। তথায় এরূপ ব্যবহার অনুমাত্রও বিস্ময়াবহ নহে।

২০ তিব্বতদেশ।

তিব্বতদেশে সকল সহোদরে মিলিত হইয়া এক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে; পত্নী মনোনীত করিবার ভার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর। সকল ভ্রাতাই ঐ স্ত্রীকে বিবাহিত পত্নী জ্ঞান করিয়া থাকে। এই ব্যবহারকে তাহারা দূষ্য ও লজ্জাকর জ্ঞান করে না।

২১ তৎসম্বন্ধে উপসংহার।

বর্ত্তমান কালেও হিন্দু, আরব, মরমন প্রভৃতি জাতির মধ্যে বহু বিবাহ দোষাবহ নহে। তবে গার্হস্থ বা সামাজিক অসুবিধা নিমিত্ত লোকে প্রচুর পরিমাণে যে বহু বিবাহ করে না, সে স্বতন্ত্র কথা। ফলতঃ মানব সমাজের অধিকাংশ

জাতির আচরণ দৃষ্টে স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে যে, ব্যভিচার দোষ বলিয়া লোকের মনে বিশ্বাস থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহাব অনুষ্ঠান নিতান্ত অল্প নয়।

২১ প্রাচীন কালের ব্যভিচার। যে কোন জাতির প্রাচীন বিবরণ পাঠকর তাহার অধিকাংশ, এমন কি প্রায় সমুদায় স্থলেই ব্যভিচাব-প্রাবল্যের স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে। লোকে যে সকল গ্রন্থ ঈশ্বর প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিযা বিশ্বাস কবে, তৎপাঠেও আদিম জন গণেব ব্যভিচারিতার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন আর্য্য, আবব, গ্রীক্ ও রোম প্রভৃতি জাতির ইতিহাস এবং ধর্ম্ম শাস্ত্র উভয়ই এই উক্তির প্রমাণ দিতেছে।

অতি পূর্ব্বে হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহ প্রথা ছিল কি না সন্দেহ স্থল * ঔতথ্য ঋষির স্বীয় ভ্রাতৃজায়ার প্রতি ব্যবহাব ও উদ্দালক † নিজ পুত্র শ্বেতকেতুকে যে উপদেশ দিযা ছিলেন, তৎপাঠে আদিম আর্য্যদিগের স্বেচ্ছাবিহার বিলক্ষণ অনুভব হয়।

মনুসংহিতাতে আট প্রকাব ‡ বিবাহ দেখা যায, তন্মধ্যে

---

*অনাবৃতাঃ কিল পুবাস্ত্রিয় আসন্ ববাননে।
কামচাববিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি॥
তাসাং ব্যুচ্চরমাণানাং কৌমারাৎ শুভগে পতীন্।
না ধর্ম্মোভূদ্ববারোহে, সহিধর্ম্মপুরাভবৎ॥
মহাভারত আদিপর্ব্ব একশত দ্বাবিংশতি অধ্যায় ৪। ৫ শ্লোক।

† শ্বেতকেতোঃ কিলপুরা সমক্ষংমাতরংপিতুঃ।
জগ্রাহ ব্রাহ্মণঃ পাণৌ গচ্ছাব ইতিচাব্রবীৎ॥
ঋষিপুত্রস্ততঃ কোপং চকারামর্ষচোদিতঃ।
মাতরং তাং তথা দৃষ্ট্বা নীয়মানাং বলাদিব॥
ক্রুদ্ধন্তন্ত পিতা দৃষ্ট্বা শ্বেতকেতুমুবাচহ।
মা তাত, কোপং কার্ষীস্তমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
অনাবৃতা হি সর্ব্বেষাং বর্ণনামঙ্গনা ভুবি।
যথা গাবঃস্থিতাস্তাত, স্বে স্বে বর্ণে তথা প্রজা॥ ঐ অধ্যায় ১১—১৫ শ্লোক।

‡ ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোধমঃ॥ মনুসংহিতা।

গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস * পৈশাচ † এই ত্রিবিধ বিবাহের ব্যবস্থা দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে তৎকাল (মনুর সময়) পর্য্যন্তও আর্য্য-সন্তানদিগের মধ্যে বিবাহ প্রথা দৃঢ়মূল হয় নাই।

২২ গান্ধর্ব্ব বিবাহ

পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে "বোধ হয় আদিম সময়ে কোন কারণ বশতঃ স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সাক্ষাৎ মাত্রই তাহা-দিগের মধ্যে কামোদ্রেক হইত।" গান্ধর্ব্ব বিবাহ এই উক্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা গান্ধর্ব্ব বিবাহের এই মাত্র অর্থ বুঝি যে স্ত্রীপুরুষ পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে যে উভয়তঃ জিজনয়িষাবৃত্তি চবিতার্থ করিত, শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলিয়াছেন।

পুবাণাদিতে অনেক গান্ধর্ব্ব বিবাহের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের এবং শর্ম্মিষ্ঠার সহিত যযাতির বিবাহই আমাদের এস্থলের দৃষ্টান্ত।

২৩ রাক্ষস বিবাহ।

পুরাণাদিতে রাক্ষস বিবাহ অথবা কন্যাহরণের বিবরণ ভূরি পরিমাণে প্রাপ্ত হওযা যায়। ভীষ্ম কাশীরাজ তনয়াদিগকে স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত ভূপতির স্থাবরাস্থাবব অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় মহিলাগণও যে বিজেতার ভোগ্য হইত, এ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

---

১ ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্যচ।
গান্ধর্ব্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্য কামসম্ভবঃ॥ মনুসংহিতা।
গান্ধর্ব্বঃ সময়ান্মিথঃ
যাজ্ঞবল্কসংহিতা।

* হত্বা ছিত্বাচ ভিত্বাচ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥ মনুসংহিতা।
রাক্ষসো যুদ্ধ হরণাৎ।
যাজ্ঞবল্কসংহিতা।

† সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহোযত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোধমঃ। মনুসংহিতা।
পৈশাচঃ কন্যাকাচ্ছলাৎ।
যাজ্ঞবল্কসংহিতা।

আর্য্যদিগের মধ্যে এক স্ত্রীর বহু পুরুষ অথবা এক পুরুষের বহু স্ত্রী বিবাহ প্রথা অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। শান্তনু, বিচিত্রবীর্য্য, দশরথ, জরাসন্ধ প্রভৃতি কোন রাজাই এক মাত্র কামিনীর পতি ছিলেন না। এদিকে অশ্বিনীকুমার নামা ভ্রাতৃদ্বয় উভয়ে এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাব সহধর্ম্মিণী ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্‌কালে, যখন শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে পাণ্ডব পক্ষ হইতে অনুবোধ কবেন, তখন তিনি তাঁহাকে স্পষ্ট বলিয়া ছিলেন যে দ্রোপদী পঞ্চ পাণ্ডবেব ন্যায় তোমারও সহধর্ম্মিণী হইবেন।

২৪ ক্ষেত্রজ সন্তান।

এতদ্ব্যতীত বিবাহিত দিগের মধ্যেও ব্যভিচাব দোষ বিলক্ষণ ছিল। ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন প্রথাই তাহার প্রচুব উদাহরণ*। *সূর্য্যবংশীয় কোন বাজা স্বীয় মহিষীব গর্ভে সন্তানোৎ-*পাদন নিমিত্ত বৃহস্পতি তনয়কে নিযুক্ত কবেন। বিচিত্রবীর্য্যেব মৃত্যুর পর বেদব্যাস বিধবা বাজমহিষীদিগের গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুব জন্ম দান কবেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবও ক্ষেত্রজ সন্তান। এইরূপ ক্ষেত্রজ পুত্রোৎ-পাদন প্রথা সমাজ মধ্যে অনুমাত্রও লজ্জাস্কর ছিল, এরূপ বোধ হয় না। ববং পুত্রহীনের সদগতি হয় না বলিয়া ক্ষেত্রজ সন্তানদিগের বিলক্ষণ আদবই ছিল। মহাভারতেব লিখনানুসাবে স্পষ্ট বোধ হয় যে পাণ্ডু স্বীয় ক্ষেত্রজ পুত্রপঞ্চকে ঔরসজাত সন্তানবৎ জ্ঞান করিতেন। দেশস্থ কেহই পাণ্ডবদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিত না। ফলতঃ তৎকালে ঔবস ও ক্ষেত্রজ সন্তান উভয়কেই লোকে সমভাবে দেখিত। পরশুরাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংশ হইলে প্রায় সকল ক্ষত্রিয়পত্নীই ব্রাহ্মণ ঔরসে স্ব স্ব স্বামীর বংশ রক্ষা করিয়া ছিলেন। মনুসংহিতায় যে দ্বাদশ বিধ পুত্রেব লক্ষণ দেখা যায়, তন্মধ্যে ক্ষেত্রজ সন্তান দ্বিতীয় স্থলে পরিগৃহীত হইয়াছে।

ক্ষেত্রজ সন্তানের বিধি এখনও ভারতবর্ষে একেবাঁরে অপ্রচলিত

* কেবল ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন কেন, ভ্রাতার মৃত্যু হইলে ভ্রাতৃজায়ার পাণিগ্রহণ প্রথাও বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। এই প্রথা এখন ভারতবর্ষে নিকৃষ্ট বর্ণের মধ্যে চলন আছে।

নাই। ছোট নাগপুর প্রদেশে ভূম্যধিকারিদিগের মধ্যে † এখনও এই প্রথা বিদ্যমান দেখা যায়।

৫২ প্রাচীনকালে ব্যভিচার দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত নহে।

এইপর্য্যন্ত বিবাহিত দিগের ব্যভিচার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা এবং ক্ষেত্রজ প্রভৃতি পুত্র-লক্ষণ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, আদিম আর্য্যগণ ব্যভিচারকে তাদৃশ দোষাবহ জ্ঞান করিতেন না। পুরাণাদিতে ক্ষেত্রজের ন্যায কানীন পুত্র পদ্ধতিও বিলক্ষণ দেখাযায়, বেদব্যাস এবং কর্ণের জন্ম বিবরণ আমাদের উক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যদি বল অনেক স্থলে গোপনে এইরূপ ব্যভিচার হইয়া থাকে, তাহা সমাজ মধ্যে দোষাবহ নহে;—কথনই একপ হইতে পারে না। এস্থলে ইহাই পর্য্যাপ্ত প্রমাণ যে, পরদার বা পরপুরুষ গমন গর্হিত কার্য্য বলিয়া বোধ থাকিলে, ব্যাস জননী কখনই স্বপত্নীতনয় ভীষ্মের নিকট পরাশর সমাগম বিবরণ অসঙ্কুচিতচিত্তে বর্ণন করিয়া তাঁহাকে নিজ পুত্র-বধুদিগের গর্ভে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করিতে অনুরোধ করিতেন না। এবং কুন্তীও কদাপি যুধিষ্ঠিরকে কর্ণের প্রেতকৃত্য করিতে অনুরোধ করিতেন না। বিশেষতঃ কর্ণের প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইলে পাণ্ডবগণ মাতার ব্যভিচার নিবন্ধন লজ্জিত না হইয়া ববং জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর জন্য বিশেষ শোকাকুল হইয়া ছিলেন।

শাস্ত্রে যে ব্যভিচার ভয়ানক পাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এ শাসন তৎকালে পুস্তক-গত ছিল। বর্ত্তমান বৈষ্ণবদিগের মধ্যে মৎস্যাহার নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু কার্য্যতঃ প্রায সকল বৈষ্ণবই মৎস্যাহার করিয়া থাকেন; মৎস্যাহারী বলিয়া সমাজ মধ্যে পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ করেন না। পুরাকালে ব্যভিচার সম্বন্ধেও এইরূপ আচরণ ও ব্যবস্থাগত পার্থিক্য থাকা বিলক্ষণ অনুভব হয়।

† ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এবচ।
গূঢ়োৎপন্নোপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবা শ্চষট।
কানীনশ্চ সহোঢশ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ং দত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়দাবান্ধবাঃ

২৬ প্রাচীন য়িহুদী-জাতি।

বাইবেল গ্রন্থে লিখিত আছে যে এব্রাহেম স্বদেশে দুর্ভিক্ষ হইলে অগত্যা দেশত্যাগ কবিযা মিসব দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এব্রাহেমেব পত্নী সারা পবমা সুন্দরী। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, সারা আমাব পত্নী, মিসববাজ একথা অবগত হইলে সাবাকে রক্ষা কবা দূবে থাকুক আত্মজীবন রক্ষা করা দুঃসাধ্য। অতএব সারাব আশা পবিত্যাগ কবিযা আত্ম-জীবন বক্ষার্থই সতর্ক হওয়া উচিত। যাহা হউক মিসব বাজের প্রশ্ন ক্রমে তিনি সাবাকে সহোদরা বলিযা পবিচয় দিলেন। রাজাও নিঃসঙ্কোচে সাবাকে স্বীয মহিষী কবিলেন। সাবাও এব্রাহেমেব প্রতি স্নেহ বশতঃ গুহ্য কথা ব্যক্ত করিলেন না। কালে বহস্য ভেদ হইলে মিসববাজ সাবাকে ত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বাব এব্রাহেমেব হস্তে সমর্পণ কবিলেন। এব্রাহেম তাঁহাকে অসঙ্কোচভাবে গ্রহণ করিযা পুনর্ব্বাব পতিপত্নী ভাবে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এ পর্য্যন্ত এব্রাহেমের সন্তানাদি হয় নাই। হাগাব নাম্নী সারাব একটি পরিচারিকা ছিল। তিনি এব্রাহেমকে হাগাবেতে উপগত হইয়া সন্তানোৎপাদন কবিতে অনুরোধ কবেন। এব্রাহেম পত্নীব অনুবোধে হাগারের পর্ভে সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন।

লট নামা অপর এক ব্যক্তিব কন্যাদ্বয় ব্যতীত আব সন্ততি ছিল না। দুহিতাবা পিতাকে সুরাপান করাইয়া তৎসহযোগে গর্ভ সমুদ্ভব করে। লটের বৃদ্ধ বয়সে স্নেহময়ী আত্মজা দৃষ্টে কামোদ্ভব হওয়া অপেক্ষা যৌবনোন্মত্তা দুহিতাদিগের অন্য সুযোগাভাবে ছলক্রমে স্বীয় জনককে রমণে প্রবৃত্ত করানই অধিক সম্ভব পর বোধ হয়। বাইবেলে লিখিত আছে কন্যাগণ এক মাত্র পিতৃবংশ রক্ষার্থই এই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

আইজাক্ নামা অপর এক জনও স্বদেশের দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন মিসর দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার পত্নী সম্বন্ধে অবিকল এব্রাহেম ও সারার ন্যায় ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

কোন সময়ে আইজাক্ স্বীয় পুত্র যাকুবকে বলিয়াছিছেন, তুমি

তোমার মাতুল গৃহে যাইয়া তাহার এক তনয়াকে বিবাহ কর। তদনু-সারে যাকুব কিছু দিন মাতুল গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক লীয়ন ও বিকেল নাম্নী মাতুল তনয়াদ্বয় সহ অসক্ত হইলেন। তাহার মাতুল ভাগিনেয়ের এই আচরণে বিরাগ প্রকাশ করা দূরে থাকুক ববং সানন্দচিত্তে ভাগিনে-য়কে কন্যা দান কবিলেন।

কোন সময়ে জাদা কোন দেশীয একটী স্ত্রীলোককে দর্শন মাত্র কামোপহতচিত্ত হইয়া তাহার প্রতি বলপ্রকাশ করে। জাদা পবিশেষে ঐ রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ কবিযাছিলেন।

জুদা নামা একজন লোকের আব, আনান ও সেনাব নামা তিন পুত্র ছিল। আর পরলোক গমন করিলে, জুদা দ্বিতীয় আনানকে আরের বংশ রক্ষার্থ তাহার পত্নীতে উপগত হইতে অনুরোধ কবেন। আনান ভ্রাতার বংশ রক্ষায় সম্মত ছিলেন না, কিন্তু ভ্রাতৃপত্নীসহবাস লোভ সংবরণেও অসমর্থ ছিলেন। সুতরাং যাহাতে গর্ভ সঞ্চার না হয় তদ্বিষয়ে সচেষ্ট থাকিয়া ভ্রাতৃজায়াকে উপভোগ করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে জুদাব সহধর্ম্মিণী প্রাণত্যাগ করে। তদীয় পুত্র বধু মৃত আরের পত্নীর নিতান্ত ইচ্ছা ছিল শ্বশুরের দ্বাবা স্বকীয় জিজনয়িষা বৃত্তি চরিতার্থ করে। এদিগে জুদাও পত্নীহীন হওয়াতে নিতান্ত স্মর-পীড়িত হইতে ছিলেন। একদা ঐ রমণী পথি মধ্যে শ্বশুরকে আসিতে দেখিয়া স্বীয় মনোভিলাষ পরিপূরণ বাসনায় ছদ্মবেশে দণ্ডায়মান ছিলেন, এমন সময় জুদাও আসিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। পরিশেষে এই ঘটনা সমাজ মধ্যে প্রাকাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু জুদা নিরুদ্বেগে সমাজ মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। এতদ্দারা তাঁহারা অনুমাত্র ও নিন্দিত হইয়াছিলেন না।

২৭ গ্রীক ও রোম জাতি।

গ্রীক ও রোম জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে এবিষয়ের বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আদিম গ্রীক অথবা রোমীয়দিগের মধ্যে অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি দেবৌরসে মানবী গর্ভে, অথবা মানবৌরসে দেবীগর্ভে জন্ম গ্রহণ

করিয়াছিলেন *। ইহাতে স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে যে বিধবা বা কুমারী গর্ভবতী হইলেই ঐগর্ভ দেবসম্ভূত বলিয়া প্রচাবিত হইত। এবং পরিত্যক্ত জারজ সন্তান পিতৃ প্রতিপালিত হইলেই ঐ সন্তানকে দেবীগর্ভসম্ভূত বলা যাইত। জনসাধারণ ও মূর্খতা নিবন্ধন ঐ সকল উক্তিতে বিরুদ্ধভাব প্রকাশ কবিত না।

২৮ স্পার্টা। স্পার্টানিবাসীদিগের সহিত মেসিনাবাসীদিগেব যুদ্ধ উপস্থিত হইলে † বিশেষ কারণ বশতঃ স্পার্টা বাসীদিগকে বিংশতিবর্ষ কাল শত্রুবাজ্যে বাস কবিতে হইয়াছিল। এদিগে পুরুষেব অভাবে স্পার্টা নির্মনুষ্য হইবার আশঙ্কায় স্ত্রীলোকেরা বাবংবার পুরুষদিগের নিকট দূত প্রেরণ কবিতে লাগিল। জন্মভূমিব গৌবব রক্ষায় তৎপর স্পার্টাবাসীবা সন্তোনোৎপাদন নিমিত্ত আপনাদিগেব মধ্য হইতে পঞ্চাশ জন সবল যুবাকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। এই বিংশতি বর্ষকাল মধ্যে স্পার্টাতে রমণীদিগেব গর্ভে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়া ছিল, সমুদয়ই যে ঐ পঞ্চাশ ব্যক্তির সন্তান তাহা বলা বাহুল্য।

২৯ আবব জাতি। পূর্ব্বতন আরবদিগের বিবাহবন্ধন অধুনাতন আবিসিনীয়দিগের ন্যায় শিথিল ছিল। দম্পতীর মধ্যে একজন ইচ্ছা করিলেই বিবাহ ভঙ্গ হইত। এইমাত্র বিশেষ ছিল যে পত্নী ইচ্ছা পূর্ব্বক পৃথক্ হইলে ভর্ত্তার প্রতিশ্রুত স্ত্রীধন, যাহা প্রাপ্ত হয় নাই তাহা, পাইতনা।

৩০ বহুবিবাহ ও মুসলমান। বহুবিবাহ প্রথা কেবল আর্য্য জাতির মধ্যে চলন ছিল এমন নহে। মধ্য সময়ের মুসলমানদিগের মধ্যে ও এই প্রথা বিলক্ষণ ছিল এলং এখনও আসিয়াখণ্ডের অনেক দেশেই বহুবিবাহ প্রথার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা

* এই ঘটনা অস্মদ্দেশেও নিতান্ত অপ্রচলিত নহে। আমাদিগের দেশেও অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি দেবৌরস বা দেবীগর্ভ জাত বলিয়া প্রসিদ্ধ

† এই যুদ্ধকে ইতিহাস প্রথম মেসেনীয় সংগ্রাম বলে।

যায়। অধুনাতন হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যেও এই প্রথা বিশেষরূপ প্রচলিত আছে। বিশেষতঃ মুসলমানদিগেব মধ্যে বিবাহবন্ধন এখনও যারপরনাই শিথিল * ইচ্ছা করিলেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া পরস্পর পৃথক্ হইতে পাবে।

৩১ উপসংহার।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি "স্বেচ্ছাবিহার অতি অল্প কাল মাত্র প্রচলিত ছিল। স্বেচ্ছাবিহারেব প্রতিবন্ধকস্বরূপ বিলাসিনীতে স্নেহ স্বাভাবিক। স্নেহ বশতঃই লোকে প্রথমত সাময়িক দাম্পত্যে পবিশেষে চিবদাম্পত্যে বদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও ব্যভিচারের স্রোত বন্ধ হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাবলীতে ইহাই স্থিরীকৃত হইল। বাস্তবিক সন্তানাদি লালন পালন প্রভৃতি কষ্টসাধ্য বলিযা লোকে সহসা বিবাহ করিতে সম্মত হইত না। দেশীয় সংহিতাকারগণও এই নিমিত্তই নানা রূপ প্রলোভ দেখাইয়া লোককে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিতেন। আর্য্যদিগের মধ্যে পুত্রোৎপাদন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া † স্বীকৃত হইয়াছে। সোলনের ব্যবস্থা ও বিবাহিতের পক্ষে বিলক্ষণ অনুকূল। মুসার ব্যবস্থানুসারে বিবাহিত ব্যক্তি এক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধে গমন কবিত না। ফলতঃ সর্ব্বদেশীয় সংহিতাকারগণই সমাজ স্থিতিব প্রধান বিপক্ষ ভয়ঙ্কর পাপজনক ব্যভিচার দোষ বিদূরণার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। পর্য্যায়-

---

* অল্প দিন হইল, আমাদিগের পরিচিত একজন ভদ্র মুসলমান ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ঐ সময় তাঁহার পত্নী অপ্রাপ্তবয়স্কা ছিলেন। পত্নীর পিতাও অপর আত্মীয়গণ বিধর্ম্মীর সহিত সম্পর্ক উচ্ছেদ আবশ্যক ভাবিয়া, জামাতাকে স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। তিনিও মাহাম্মদীয় আইন অনুসারে, অপ্রাপ্তবয়স্কা পত্নী রাখিতে পারিবেন না বলিয়া অগত্যা পরিত্যাগ করিলেন।

† অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥
অনধীত্য দ্বিজো বেদানমুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥

মনুসংহিতা।

ক্রমে বিজ্ঞান শাস্ত্রের * ন্যায় বিবাহও তিন অবস্থায় অবস্থিত ছিল যথা স্বেচ্ছাচার, সাময়িক ও চিরদাম্পত্য।

মানব জাতি উন্নতিশীল, চিরকাল কখনই এই অজ্ঞানাচ্ছন্ন শোচনীয় অবস্থায় অবস্থিত থাকিতে পারে না। বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির যত উন্নতি, হইবে, স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি পাপ প্রবৃত্তিও তত দুর্ব্বল হইতে থাকিবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকাব হেনরী টমাস বক্‌ল্‌ বলেন "নীতি সম্বন্ধে মানবজাতি কখনই উন্নতি করিতেছেনা। মানবজাতির নীতিজ্ঞান পূর্ব্বে যত দূর ছিল, এখনও ততদূব আছে। মনুষ্য নীতি ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েই উন্নত হইতেছে।" কিন্তু আমরা এই মতের সম্পূর্ণ প্রতিকূলবাদী। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মানবজাতি নীতি সম্বন্ধেও প্রচুর উন্নত হইতেছে, এবং সেই উন্নতি প্রভাবেই বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালী সমাজ মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে।

একথা পুনঃপুনঃ বলা হইযাছে যে, স্বেচ্ছাবিহাব সামাজিক দোষের আকর। যত প্রকার ভয়ঙ্কর পাপ আছে সমুদয়ই এই পাপের সহচর। জনসমাজের বুদ্ধিবৃত্তি কিঞ্চিৎ উন্নত হইলেই মনুষ্য স্বেচ্ছাবিহারের দোষ দেখিতে পাইল, এবং সেই দোষ দূরীকরণর্থে সাধ্যানুসারে চেষ্টাও করিতে লাগিল। আব বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা দেখিলে মনুষ্য সমাজের অবস্থা কত উন্নত হইয়াছে তাহাও অনায়াসে উপলব্ধি হইতেছে।

মানব জাতির শারীরিক ও মানসিক অবস্থাদি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্য সমাজাবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের সাহয্যে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করিবে ও পরস্পর প্রণয় পূর্ব্বক সংসারে অবস্থান করিয়া ব্যক্তি বিশেষে জগৎপিতার নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া বিশেষ সফল করিবে। এই উদ্দেশেইমনুষ্য সংসারে আগমন করিয়াছেন। ব্যভিচার প্রভৃতি পাপগুলি ঐশিক নিয়মের বিরোধী, অতএব সর্ব্বতো-ভাবে তাহা পরিত্যাজ্য। অন্যথা বিরুদ্ধ আচরণ করিলে ভগবানের নিকট নিশ্চয় দায়ী হইতে হইবে।

* দৈব, পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ক্ষুধার আবশ্যকতা।—২ স্বার্থসাধন হইতে উন্নতি।—৩ পশু।—৪ কৃষি।—৫ ভারতবর্ষ।—৬ মিসর।—৭ রোম।—৮ গ্রীস।—৯ অন্যান্য জাতি।—১০ অসভ্য জাতির মধ্যে কৃষির অবস্থা।

ক্ষুধার আবশ্যকতা

মনুষ্য শরীরী জীব, সুতরাং শারীরিক নিয়মানুসারে ক্ষুৎপিপাসার অধীন। যে ভাবেই অবস্থিতি কর, অঙ্গ সঞ্চালন, গমনাগমন, শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি যাবদীয় ক্রিয়াকলাপেই প্রতি মুহূর্ত্তে কিয়ৎ পরিমাণে শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এই ক্ষতিপূরণের কোন উপায় না থাকিলে, মনুষ্যমাত্রই ভূমিষ্ঠ হইবার ২।৪ দিন পরে মৃত্যু মুখ দর্শন করিত, সুতরাং পৃথীবিতে মনুষ্য সঞ্চারের কোন সম্ভাবনা থাকিত না।

রক্ত সঞ্চালন দ্বারা এই ক্ষতিপূরণ হয়। বিশুদ্ধ রক্ত শারীরিক ক্ষতিপূরণ করিয়া শরীরস্থ সমস্ত দূষিত পদার্থের যোগে স্বয়ং বিদূষিত হইয়া থাকে। রক্তের এই বিদুষ্টভাব দূরীকৃত হইয়া বিশুদ্ধিপ্রাপ্তি না হইলে শরীর রক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই। নিশ্বাসগৃহীত-অম্লজান এবং ভুক্ত বস্তুর সারাংশ দ্বারা রক্ত পুনর্ব্বার বিশুদ্ধ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত শরীর রক্ষার্থ আহারের নিতান্ত আবশ্যক। যখন শরীর রক্ষার নিমিত্ত ভক্ষ্যের আবশ্যক হয় তখনই শারীরিক প্রকৃতি আহার গ্রহণার্থ আমাদিগকে উত্তেজনা করিয়া থাকে; এই উত্তেজনাকেই ক্ষুধা বলা যায়। বিশ্বনিয়ন্তা যদি ক্ষুধার সৃষ্টি না করিয়া, ভক্ষণ ক্রিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অধীন করিয়া দিতেন, তাহা হইলে এই শারীরিক ক্রিয়ার অনুভব করিয়া আহার গ্রহণ করা, অধিকাংশ, এমন কি প্রায় সমস্ত মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য হইত, বিশেষতঃ বিজ্ঞান-বিবর্জ্জিত আদিম নরকুলে আহারের উপযোগীতা নিরাকরণ করিতে করিতে ভক্ষ্যাভাবেই ধরণীকে মনুষ্য-শূন্য করিত।

নিতান্ত আদিম অবস্থায় ক্ষুধা শান্তিই মানবগণের একমাত্র কার্য্য ছিল,

২ স্বার্থসাধন হইতে উন্নতি। এ কথা প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। তৎকালে যাঁহারা উদর পুরণে সমুদয় সময়াতিপাত করিত, কাল ক্রমে তাহাদের বংশধরগণ এতদুর উন্নতাবস্থ হইয়াছে, এ কথা মনে ভাবিলে নিতান্ত বিস্মিত হইতে হয়। আদিম অবস্থায় তণ্ডুল ও গোধুমাদি ভক্ষ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল না, তৎকালীন লোকে পশু পক্ষীর দৃষ্টান্ত অনুসারে অযত্নলব্ধ ফল-মূলও মৃগয়া লব্ধ মাংস দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করিত, কিন্তু এইরূপ মৃগয়া বা ফল মূল দ্বারা জীবন যাপন নিতান্ত কষ্টকর। মৃগয়া সকল দিন সফল হয় না, ফল মূলও সর্ব্বদা সুপ্রাপ্য নহে; মৃগয়ায় বিফল-যত্ন এবং ফলাদির অপ্রতুলতায় অনেক সময় উপবাসে থাকিতে হইত, সুতরাং তাহার প্রতিবিধান নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। যাহার যাহা নিতান্ত আবশ্যক তাহাই তাহার চিন্তার বিষয়, প্রতিবিধানে নিতান্ত যত্ন থাকিলে প্রায় কোন আপদই আমাদিগকে নিতান্ত অভিভূত করিতে পারেনা। বিশেষতঃ সংসারে যত প্রকার আপৎ আছে ভক্ষ্যের অভাব তাহার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। প্রবল জঠরানলে প্রপীড়িত হইলে অপর বিষয়ে দৃষ্টিপাত থাকেনা। কিসে ভক্ষ্যের সুবিধা হইবে ইহাই আদিম মনুষ্যদিগের একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল এবং সেই চিন্তা হইতেই পশু পালন, বৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি সাংসারিক সুবিধা হইয়া আসিল।

ফললিপ্সু হইলেই বৃক্ষ রোপণ করিতে হয় এবং কোনরূপ কৌশল ব্যতীত মৃগ বধ সম্পন্ন হয় না। কোদাল প্রভৃতি কৃষি কার্য্যোপযোগী অথবা তীর ধনু প্রভৃতি মৃগয়ার উপকরণ অস্ত্রকে এইক্ষণে আমরা অতি সামান্য বিবেচনা করিয়া থাকি কিন্তু লৌহ প্রভৃতি * ধাতুর গুণ অবগত হইয়া এই সকল অস্ত্র প্রস্তুত করিতে আদিম নরগণকে কতকাল চিন্তা করিতে হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। ফলতঃ বহু চিন্তা এবং বহুবার বিফল-যত্ন হইয়া মানব সমাজ উহা লাভ

* কোন কোন বিখ্যাত পর্য্যটক বলেন অসভ্যজাতি বিশেষ মধ্যে প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়।

করিয়াছে। অনেকবার তাহাদের যত্ন বিফল হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাতেও * মানসিক শক্তি ক্রমশঃ উন্নত হইতেছিল। লাঙ্গল কোদাল আদি যৎসামান্য কৃষি সাধন অস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের সুকৌশলে সম্পন্ন বাষ্পীয় যন্ত্র যাহা কিছু দেখ, সকলই এই মানসিক শক্তি পরিচালনার ফল। স্বার্থের অসুবিধা দূর করণার্থেই সকলে শরীর ও মন সমর্পণ করিতেছে; কি উপায়ে আমি ভাল থাকিব সকলের অন্তঃকরণেই এই চিন্তা প্রবল। নিববচ্ছিন্ন সামাজিক উপকাবের নিমিত্ত অল্প লোককেই কার্য্য করিতে দেখা যায়, বিশেষতঃ তৎকালীন লোকের মনে দেশহিতৈষিতার ভাব ছিল কি না সন্দেহকল্প। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে মনুষ্য স্বস্ব স্বার্থের নিমিত্ত যাহা করে তদ্দ্বারাই সমাজের কর্ম্ম হইয়া থাকে এবং স্বার্থানুবোধে যে সকল সামান্য কর্ম্ম করা হয় কালে কালে সেই সকল সামান্য কার্য্যের কারণ হইতে সুমহান কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া স্থূল সমাজের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকে। জল তপ্ত করাই জন ওয়াটের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সেই উষ্ণ জলোৎপন্ন বাষ্পরাশি দ্বারা উপরিস্থিত লম্বমান বস্ত্রের বিকম্পনই বাষ্পের শক্তি মানব জাতিকে দেখাইয়া দেয়, লোকেও তাহা অবগত হইয়া বাষ্পযন্ত্রের পবিচালন পূর্ব্বক শারীরিক শ্রম লাঘব করিয়া সংসারের উন্নতি কবিয়াছে।

৩ পশু। এরূপ অনুমান অন্যায় নহে যে মৃগয়ালব্ধ মাংস অথবা অযত্ন সম্ভূত ফল মূল অল্প কালই মনুষ্যের একমাত্র জীবনোপায় ছিল; ফলে এইরূপ জীবনোপায় নিতান্ত কষ্টসাধ্য, মৃগয়া সকল দিন সফল হয় না এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ফল মূল লাভও সহজ ব্যাপার নহে অতএব শীঘ্রই কষ্ট নিবারনের নিমিত্ত তাহারা বিশেষ সচেষ্ট হইয়া ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। বাস্তবিক সহজেই এরূপ অনুমান হইতে পারে যে, কতগুলি পশু পোষণ করিয়া রাখিলে এবং আবাস কুটীরের চতুর্দ্দিকে কতগুলি বৃক্ষ রোপণ করিলে

* যত্ন ও চিন্তা প্রভৃতি উপায় উদ্দেশ্য লাভ অপেক্ষা উপকারী Hamilton's Lectures on Metaphysics Vol I Lec. I.

এইরূপ ক্লেশের শান্তি হইতে পারে, অতএব এই মৃগয়া ও অযত্ন সম্ভূত ফলাহরণ বৃত্তির অব্যবহিত পরেই মনুষ্য পশু পালন ও বৃক্ষ-রোপণ আরম্ভ করিয়াছিল। বাস্তবিক এই সময়ে পশুই মনুষ্য সমাজের একমাত্র ধন সম্পত্তি বলিয়া পবিগণিত হইত, সুতরাং তৎকালে যাহার যত পশু থাকিত সেই ব্যক্তি সমাজ মধ্যে তত ধনাশালী বলিয়া বিখ্যাত হইত। * এ নিমিত্তই প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তারা, পশু-দান পশূপহার প্রভৃতি ক্রিয়ার এত গৌরব করিয়া গিয়াছেন।

লাটিন ভাষাতে পিকস (Pecus) শব্দে ধন বুঝায়। পিকুনারী শব্দ পিকিস শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পিকস শব্দের অর্থ পশু। বিশেষতঃ তৎকালে বিনিময় প্রণালীব প্রধান উপায় মুদ্রা প্রচলিত ছিল না, এনং বিনিময়ের তাদৃশ আবশ্যকতা ছিল না, এদিকে দুগ্ধ পান, মাংস ভক্ষণ, চর্ম্ম পরিধান প্রভৃতি আহার ও পরিচ্ছদাদির সমুদয় প্রয়োজনই পশুদ্বারা নির্ব্বাহ হইত, অতএব তৎকালীন লোকে যে পশুকেই একমাত্র ধন সম্পত্তি মনে করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি।

কৃষি।

বন্যফলমূলাহরণ অপেক্ষা আবাস গৃহের চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ রোপণ করিলে ফলাদি প্রাপ্তির বিশেষ সুবিধা হয় এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অপিচ বৃক্ষাদি রোপণ, ও ফল ভক্ষণ যেরূপ সহজে হইতে পারে, ধান্য গোধুমাদি কৃষিকার্য্য অথবা ঐ সকল শস্যের ব্যবহার তত সহজ নহে। কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি এই সকল শস্যের গুণ অবগত হইয়া প্রথমে তাহা মানব মণ্ডলীর ব্যবহারে আনিয়াছিলেন এক্ষণে তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। এদিকে পশু পালন বা ফলভক্ষণ মাত্র অবলম্বন করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করা সমধিক কষ্টসাধ্য। একমাত্র আহার অন্বেষণেই সময় অতিবাহিত হয় অতএব শীঘ্রই যে মানব জাতি এই অবস্থার পরিবর্ত্তন চেষ্টা করিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। আবার অনুমান দ্বারা বিলক্ষণ অনুভব হয়

* অদ্যাবধি লাপলাণ্ড দেশে যাহার যত বল্গা হরিণ (পশু বিশেষ) আছে, সে তত ধনশালী বলিয়া অভিহিত হয়।

যে, যে সকল শস্য নিস্তুষ * না করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহাই মনুষ্য সমাজে প্রথমতঃ ব্যবহৃত হইয়াছিল। যাহা তুষত্যাগ না করিলে ভক্ষণীয় হইতে পারে না, সেই সকল ভক্ষ-দ্রব্য ব্যবহারে অপেক্ষাকৃত কাল বিলম্ব হইয়াছিল। গোধুম প্রভৃতি শস্য খোসা ত্যাগ না করিয়াও আহার করা যাইতে পারে, সুতরাং তাহাই প্রথম চলন হইয়াছিল।

যখন মনুষ্যগণ ফল মূল বা মাংস দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তৎ কালে যে তাহারা মানসিক শক্তি চালনায় বিশেষ অবকাশ পায় নাই, এ কথা বলা বাহুল্য। গৃহে ভক্ষ্য দ্রব্যের সঞ্চয় না থাকিলে, কখনই নির্ব্বিঘ্নে মনোবৃত্তি চালনা করা যায় না, সুতরাং ফল মূল বা মংাস মাত্র যাহাদের জীবনোপায় সেই শ্রেণীর লোক কদাপি সভ্যতার মুখ দেখিতে পারে না। ফল বা মাংস অধিক দিন গৃহে রাখা যায় না, উহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং প্রতিদিন শয্যা হইতে উঠিয়া আহারের নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হইলে, সাহিত্য বিজ্ঞানাদি সমালোচনার অবকাশ থাকে না; পক্ষান্তরে বৎসরের মধ্যে ঋতু বিশেষে শস্য বপন ও তাহা পরিপক্ক হইলে কর্ত্তন করিয়া গোলা জাত করিয়া রাখিলে তদ্দ্বারা অনায়াসে চলিতে পারে, এমন কি খাদ্যাবশিষ্ট শস্য যত্ন পূর্ব্বক রাখিলে ৭। ৮ বৎসরেও তাহার জীবনদায়িনী শক্তি নষ্ট হয় না। সুতরাং সমাজ মধ্যে শস্যাদি আহার প্রচলন হইলে, আহারার্থ চেষ্টা করিয়াও যথেষ্ট অবকাশ কাল পাওয়া যায়। এই রূপ অবকাশ পাইয়াই মানবগণ সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং প্রবৃত্ত হইয়া ঐ সকল শাস্ত্রের ক্রমোন্নতি সাধন করিয়াছে। অপিচ তৎ সাহায্যে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি কার্য্যেরও উন্নতি হইয়াছে। প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, যে তৎকালে কৃষি প্রণালী উৎকৃষ্ট ছিল না; সুতরাং শস্যও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ হইত।

* প্রায় কোন অসভ্য জাতীয় লোক মধ্যে আমাদের দেশের ন্যায় 'অন্ন' ভক্ষণের রীতি দেখা যায় না, প্রায়ই রুটি ব্যবহার হয়।

প্রাচীন কালের প্রকৃত ইতিহাসাদি পাওয়া না গেলেও তৎকালের সংহিতা ও পুরাণাদি শাস্ত্র দেখিলে কথিত বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইতিহাস অপেক্ষাও যে এই সকল শাস্ত্রে সামাজিক ঘটনা বিশেষ রূপে বর্ণিত থাকে তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে কৃষি প্রণালী উৎকৃষ্ট ছিল না বটে কিন্তু কৃষির উপকারিতা তৎকালীন মানবগণ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল। অপিচ কৃষির অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থা থাকাতে সময়ে সময়ে দেশ মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত, এইরূপ দুর্ভিক্ষও তখনকার লোকদিগকে কৃষির আবশ্যকতা বিলক্ষণরূপে স্মরণ করাইয়া দিত। বাস্তবিক প্রাচীন জাতি মাত্রেরই কৃষিকার্য্য একটী প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল।

৫ ভারতবর্ষ। মিসর ও ভারতবর্ষ অপেক্ষা প্রাচীন সভ্য দেশ কোথাও দেখা যায় না। আর্য্য জাতির ঋগ্বেদ প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সকলকে অতিক্রম করিয়াছে। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণাদি সংস্কৃত গ্রন্থগুলি বিশেষরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে আর্য্য জাতির মধ্যে কৃষি কার্য্যের মধ্যমাবস্থা ছিল। যখন যে যাগাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত তাহাতেই আর্য্যগণ ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট কৃষি বিষয়ক সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। দেখিতে পাইবে পুরাণাদিতেও দুর্ভিক্ষের বিষয় অনেক উপাখ্যান পাওয়া যায়। দেশ মধ্যে সুবৃষ্টি হইলেই লোকে শাসনকর্ত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিত। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কৃষির ব্যাঘাত-জনক যতগুলি বিষয় আছে, সকলই রাজার শরীরের পাপ সঞ্চয় থাকিলে উপস্থিত হয় বলিয়া পূর্ব্বতন লোকের দৃঢ় সংস্কার ছিল। আর্য্য সমাজের কৃষকগণ বৈশ্য বলিয়া অভিহিত হইতেন, বৈশ্যগণ দ্বিজ বর্ণ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, ব্রাহ্মণগণও দৈব ক্রিয়াদির দ্বারা কৃষির বিলক্ষণ সাহায্য করিতেন।

৬ মিসর। মিসর দেশের প্রকৃত ইতিহাস অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু পিরামিড প্রভৃতি যে সকল মন্দির বা কীর্ত্তিস্তম্ভ এখন পর্য্যন্তও কাল কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হয় নাই, তাহাতে যে সকল প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে অনেকগুলি

পূর্ব্বতন মিস্রীয় দিগের বর্ণস্থানীয় ছিল; ঐ সকল প্রতিকৃতি বা বর্ণাবলীতে দেখিতে পাইবে যে কোথাও মিস্রীয়েরা হাল চালন করিতেছে, কোথাও মৃগয়া যাত্রা করিতেছেন, কোথাও শস্য কর্ত্তন করিতেছে। ইতিহাস পাওয়া না গেলেও ঐ সকল চিত্র দ্বারা তাহাদের সামাজিক অবস্থা অনেকাংশে অনুভূত হয়। ফলতঃ পূর্ব্বতন মিস্রীয়দিগের মধ্যে, কৃষি কার্য্যের বিলক্ষণ অনুষ্টান ছিল। এমন কি য়িহুদী দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে তদ্দেশীয় বহু লোক সময়ে সময়ে মিসরে যাইয়া জীবন রক্ষা করিত। বিশেষতঃ মিসরে অতি প্রাচিন কাল হইতেই ভূমি ক্রয় বিক্রয় এমন কি দলিলাদি রেজিষ্টরির * নিয়ম পর্য্যন্ত থাকাতে বোধ হয় তাহারা অন্যান্য প্রাচীন জাতির অপেক্ষা কৃষি কার্য্যে কিয়ৎ পরিমাণে পারদর্শী ছিল।

৭। রোম।

প্রাচীন রোমকদিগের মধ্যে কৃষির বিলক্ষণ সমাদর ছিল। এরূপ আভাস পাওয়া যায় যে অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি স্বহস্তে হল চালনা করিতেন। সিন্‌সিনেটসকে যখন সেনেট সভায় ডিরেকটর পদে মনোনীত করিয়া সনন্দ দেওয়া হয়, তৎকালে সনন্দ বাহকেরা যাইয়া দেখে তিনি স্বহস্তে কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই দেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের মর্য্যাদাসূচক উপাধি শস্য বিশেষের নাম-মূলক। যখন এই জাতি বিলাস পরায়ণ হইয়া কৃষি প্রভৃতি শারীরিক শ্রমসাধ্য ব্যাপার সকল অনাদর করিতে লাগিল, যখন বিদেশগত শস্যের উপর রোমজাতির জীবিকা নির্ভর করিত, সেই সময়েই প্রবল প্রতাপশালী রোমক জাতির পতন দশা উপস্থিত হয়। প্রসিদ্ধ ইতিহাস বেত্তা গিবন বলেন, বিদেশ হইতে খাদ্যের আমদানীই রোম ধ্বংসের প্রধান হেতু।

৮ গ্রীস।

গ্রীক জাতির মধ্যে ভদ্র লোকে কৃষি কার্য্য করিত না। হেলট দিগের দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু অন্যান্য দেশীয় দাস দিগের অপেক্ষা হেলট দিগের

* Wilkinson's History of Egypt Vol. II.

অবস্থা অনেক উন্নত ছিল। দেশীয় ভদ্রলোকেরা হেলট দিগকে অপেক্ষাকৃত সমাদর করিতেন।

৯ অন্যান্য জাতি। এইরূপ প্রাচীন ফিনিসীয়, ব্যবিলন, পারস্য, চীন প্রভৃতি সভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য যে দেশের ইতিহাস অনুসন্ধান কর, সর্ব্বত্রই কৃষি কার্য্যেব সমাদর দেখিতে পাইবে।

১০ অসভ্য জাতির মধ্যে কৃষির অবস্থা। পক্ষান্তরে অসভ্যদিগের মধ্যে কৃষি কার্য্যের কিছুমাত্র উন্নতি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয়না। আফ্রিকা বা আমেরিকার অসভ্য জাতি এবং আষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দ্বীপবাসি বন্য লোক দিগের অবস্থাই তাহার উত্তম উদাহরণ।

সপ্তম অধ্যায়।

স্বভাব।—২ সম্পত্তির ভাব স্বাভাবিক।—৩ কৃষিই উন্নতির মূল।—৪ চুরি ও সতর্কতা।—৫ সভ্যতার দোষ।—৬ কৃষি হইতে যুদ্ধ।—৭ লোষ্ট্রাদি হইতে অস্ত্রাদির উদ্ভাবন। ৮ যুদ্ধের উপকার—৯ শান্তি ও শাসন প্রণালীর আরম্ভ।—১০ রাজপদ।—১১ বংশ পরম্পরা গত রাজপদ।—১২ উপসংহার।

স্বভাব।

মনুষ্যের যাবতীয় ভাবই স্বাভাবিক। মানব চরিত পর্য্যালোচনা করিলে যে ঘটনা বা যে কার্য্য দৃষ্ট হয়, একমাত্র প্রকৃতি তাহার মূল। জিতেন্দ্রিয় স্বার্থশূন্য পরম পবিত্র সাধু হইতে ঘোর স্বার্থপর কামান্ধ পশুবৎ পাষণ্ড পর্য্যন্ত সকলেই স্বভাবের অনুগামী। এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতে পারে স্বভাব কাহাকে কহে? বস্তুর অকৃত্রিম ভাব বিশেষের নাম স্বভাব। অবস্থাভেদে ইহার প্রভেদ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহা একই পদার্থ। গগণ মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে যে সূর্য্য রশ্মি পতিত হয় তাহা দারুণ নিদাঘ কালীন প্রখর সূর্য্য কীরণসহ একই পদার্থ, কেবল মাত্র পাত্র ও অবস্থা ভেদে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। স্বভাব জন্ম কালেই নিহিত থাকে কিন্তু উপযোগী বিষয় পাইলেই প্রস্ফুটিত হয়। পরিণত বয়সে মনুষ্যের কোন ভাব বর্দ্ধিত হয় এবং কোন ভাব নিস্তেজ হয় সুতরাং তৎকালীন ভাব দেখিলে প্রকৃতি বৈষয়িক যথার্থ জ্ঞান জন্মে না।

২ সম্পত্তির ভাব স্বাভাবিক

শৈশবাবস্থায় যখন বুদ্ধিবৃত্তি কেবল অঙ্কুরিত হয়, তখনও আমাদিগের সম্পত্তির ভাব ছিল। বিচার শাস্ত্রের মূল যে তিনটী নিয়ম * অতি শৈশব কালেই স্বভাবতঃ আমাদিগের

* What I have a right to do and no one has any right to deprive me of it.

তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। অনেকেই দেখিয়াছেন যখন দুইটী বালক একটী পুষ্প বা লোষ্ট্রের নিমিত্ত পরস্পর কলহ করে তাহাদিগের মধ্যে উভয়েই কহিয়া থাকে, "আমি অগ্রে অবলোকন বা স্পর্শ করিয়াছি উহাতে আমার অধিকার, তুমি লইতে পারিবে না।' ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে শারীরিক বা মানসিক শ্রমই অধিকারের মূল এবং অধিকারের ভাব নৈসর্গিক। আমার শ্রমার্জ্জিত পদার্থ কেন আমার? তোমার নহে, এরূপ প্রশ্ন কেহই জিজ্ঞাসা করে না। নিজস্ব এইভাব স্বাভাবিক। সুতরাং মানবজাতির মধ্যে কৃষিকার্য্য হইতেই প্রকৃষ্টরূপে সম্পত্তির ভাব উদ্রিক্ত হয়।

৩ কৃষিই উন্নতির মূল।

যখন কেবল মাত্র মৃগয়ালব্ধ মাংস বা অযত্ন সম্ভূত ফলমূল দ্বারাই লোকে জঠর যন্ত্রণা নিবারণ করিত তখনও এভাব একেবারে ছিল না, একথা আমাদিগের বক্তব্য নহে। বিনাশ্রমে কিছুই হইতে পারেনা। ফলমূল আহরণ বা মৃগয়া দ্বারা পশু হনন মধ্যে শেষোক্ত কার্য্য কঠিন শ্রমসাধ্য। কিন্তু এক দুই দিনের শ্রমার্জ্জিত অপেক্ষা প্রায় ৫।৬ মাসের শ্রমসাধ্য শস্য বা ২।৩ বৎসরের রোপিত সুরভি পরিপূর্ণ সুস্বাদফল বৃক্ষ অবশ্যই লোকের অধিক আদর ও যত্নের ধন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আপন দ্রব্যের প্রতি যত্নই লোকের ধনশালী হইবার প্রধান কারণ। অধিক আয়বান লোকও যদি "লক্ষ্মী ছাড়া" হয় তাহা হইলে কখনই ধনশালী হইতে পারে না। এই জন্যই সাধারণ কথাতে লোকে বলিয়া থাকে "স্ত্রীভাগ্যে ধন।" বস্তুতঃ স্বয়ং লক্ষ্মীরূপা গুণবতী রমণী দ্বারা আলোকিত কুটীর বাসীও অচিরে ধবল রজতনিভ আট্টালিকাবাসী রমণীবিহীন পুরুষাপেক্ষা অধিক ধনশালী হইতে পারে। তাহার কারণ প্রথমোক্ত দম্পতী যেরূপ স্বকীয় সম্পত্তির প্রতি যত্নশীল হয়, শেষোক্ত লোক কখনই তাহার দশমাংশও হয় না। এই কারণে কৃষিকার্য্যারম্ভ

II What I have a right to possess and no one has any right to deprive me of it.

III. What I have a right to expect from others and no one has any right to deprive me of it.

অবধি লোকে ধনশালী হইতে লাগিল। কারণ অধিক শ্রমের ধন সম্বন্ধে মিতব্যয়ী ও যত্নশীল হইয়া উঠিল।

যেমন একদিকে কৃষি প্রযুক্ত ধন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অপরদিকে জীবিকা নির্ব্বাহ অপেক্ষাকৃত আয়াসসাধ্য হইয়া উঠিল। একথা কখনই সম্ভবপর নহে যে সকল লোকেরই শ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, কিন্তু জঠরানল জ্বলিয়া উঠিলে সকলেই আহার করিতে পারে। শ্রম বিমুখতা প্রযুক্ত গৃহে-আহার্য্য নাই, অথচ দগ্ধোদর মানে না এস্থলে বলদ্বারা বা গুপ্ত ভাবে অপরের দ্রব্যাদি অপহরণ প্রবৃত্তি আপনা হইতেই হয়। এই কথায় কেহ কেহ আপত্তি করিতে পাবেন যে কৃষিব পূর্ব্বে কি এরূপ অবস্থা ছিল না? আমবা ইহার উত্তব স্থলে বলিতেছি যে চুবি ও বল প্রয়োগ পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু তৎকালে জীবনোপায় তাদৃশ ক্লেশ সাধ্য না থাকায় অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে ছিল। বাস্তবিক মানব সমাজ যতই সভ্যতাতে উন্নত হইতেছে, ততই জীবিকা নির্ব্বাহ ক্লেশ সাধ্য হইয়া উঠিতেছে; সুতরাং উদরান্নের জন্য লোকে ততই দুষ্কর্ম্মে রত হইতেছে, এই জন্যই অনেক সভ্য সমাজে এরূপ পাপাচরণ শ্রবণ করা যায় যাহা অসভ্যেরা ভ্রমেও কল্পনা করে নাই। এই জন্যই আধুনিক সভ্যতম ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অনেক মধ্যবিত্ত লোক জীবিকা নির্ব্বাহের সুলভ পন্থা না দেখিলে স্ত্রীগ্রহণ না করিয়া আমরণ চির-কৌমার্য্যাবস্থায় অবস্থিতি করে। এবং এই জন্যই ইংলণ্ডীয় সম্বাদপত্র সমূহে অনেক শিশু হননের কথা শুনা যায়।

৪ চুরি ও সতর্কতা।

পক্ষান্তরে বঙ্গদেশের পল্লীগ্রাম বিশেষে গমন কর, দেখিতে পাইবে যেন পুনরায় আদিম কাল উপস্থিত। সভ্যতা লোকের ঈদৃশ অভাবাবলী বৃদ্ধি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ সমধিক ক্লেশসাধ্য করে নাই এবং তন্নিমিত্তই লোকে সর্ব্বস্বপণ অপরে ঋণ গ্রহণ করিয়াও, প্রথমে বিবাহিত হয়। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য যে সভ্যতাতে উন্নত হওয়ায় ক্রমশঃ পাপ স্রোতপ্রবল হইতেছে বলিয়া

৫ সভ্যতার দোষ।

কি উহা প্রার্থনীয় নহে? একথার উত্তর স্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে প্রত্যেক বস্তুর দুই দিক্ আছে। একবারে মন্দ অথবা ভাল জগতে কদাপি দৃষ্ট হয় না! যে সভ্যতা মানব জাতির ভূষণ ও গৌরবের এক মাত্র মূলাধার, তাহাই পাপের প্রবর্ত্তক। আবার সেই পাপই উন্নতি সুতরাং ধর্ম্মের নিয়ামক।

৬ কৃষি হইতে যুদ্ধ।

কৃষি হইতে কালে অপহরণাদি পাপাচরণ সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তন্নিবারণার্থ যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপস্থিত হইতে লাগিল। একমাত্র সতর্কতাই চুরির নিবারক, সুতরাং চুরি আরম্ভ অবধি লোকে সতর্কতা শিক্ষা করিল, এই রূপে এক চুরিই কত উন্নতির নিদান।

৭ লুট আদি হইতে অস্ত্রাদির উদ্ভাবন।

লুট তরাজ ও ডাকাইতি বল ও ক্ষমতা সাক্ষেপ, সুতরাং যে সকল লোক সেই পথের পথিক হইতে লাগিল, তাহারা কিরূপে অধিক বলশালী হইবে, নিয়তই এই চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিল, পক্ষান্তরে কেবল মাত্র অঙ্গ ব্যতীত অস্ত্রাদি ধারণ করিলে এই সকল কার্য্য আর ও সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে এই জন্য প্রথমতঃ সামান্য লোষ্ট্র তৎপর লোষ্টের সম্মুখ চিকণ করা, তৎপর বল্লম ও ধনুর্ব্বাণাদির উদ্ভাবন হইতে লাগিল।

৮ যুদ্ধের উপকার।

ক্রমশঃ ডাকাইতদিগের এইরূপ অনিষ্টাচরণ দেখিয়া সকল লোকই তন্নিবারণার্থ প্রয়াস পাইতে লাগিল, এবং ডাকাইতেরাও কিসে সমধিক বলশালী হইয়া ঐ সমুদয় প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও আপনাদিগের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে তন্নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইতে লাগিল। এইটী যুদ্ধ বিগ্রহাদি ও অস্ত্র উদ্ভাবনের পূর্ব্ব লক্ষণ। সত্য বটে, যুদ্ধ দ্বারা মানব জাতির সমধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। হরিতবর্ণ শস্য ক্ষেত্র কখন নর শোণিতে লোহিত-বর্ণ হইবে, বিধাতার এরূপ ইচ্ছা নহে। বল ও বুদ্ধির দ্বারা মনুষ্য পরস্পর পরস্পরের ও আপনার হিত সাধন করিবে, কখন অন্যকে উৎপীড়ন করিবে না। তথাপি যুদ্ধের কতগুলি বিশেষ উপকারও

আছে। সুপ্রসিদ্ধ কবি টেনিসন বলেন বৃক্ষের ন্যায় মানব সমাজেরও উন্নতি হেতু এক এক বার শাখা প্রশাখা কর্ত্তনের প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ যুদ্ধের উপায় উদ্ভাবন জন্য মনোবৃত্তি পরিচালন ও যুদ্ধে শারীরিক শ্রম, সতর্ক হওয়া, দুর্গ নির্ম্মান, সেতুবন্ধন, পথ ও রণপোত প্রস্তুত প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য যে একমাত্র যুদ্ধ হেতু বিশেষ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে একথাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

৯ শান্তি ও শাসন প্রণালীর আরম্ভ।

যখন মানব সমাজে এইরূপ যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপস্থিতহইল, তৎসহ আরও কতগুলি উন্নতি লক্ষিত হইতে লাগিল। শান্তি লোকের প্রকৃতি সিদ্ধ। যুদ্ধকার্য্যে কিয়দ্দিবস ব্যাপৃত থাকিলে লোকের ক্লান্তি বোধ হয়। এই জন্য কেহ উৎপীড়িত হইলে কেবলমাত্র যুদ্ধ ও প্রতিহিংসা দ্বারা তন্নিবারণে চেষ্টিত না হইয়া উভয়ে ঐক্যমতে বুদ্ধি বৃত্তিদ্বারা তাহার মীমাংসা করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু মনুষ্য স্বার্থপরজীব, সর্ব্বদাই আপনার স্বার্থ অনুসন্ধান করে, সুতরাং স্বার্থ যে বিচার শক্তির ব্যাঘাত করিবে আশ্চর্য্য কি? এইজন্য কালে শালিশ, গ্রাম্য পঞ্চাইত বা পেট্রিয়ার্কগণ উদ্ভূত হইলেন। বস্তুতঃ ন্যায় পরতার এই সূত্রপাত। অদ্যাবধি আফ্রিকার কোন কোন স্থানে রাজা নাই। গ্রাম্য পঞ্চাইতে সমুদয় বিবাদ বিসম্বাদ ভঞ্জন করিয়া থাকে। এদেশের পল্লিগ্রামের বিচার পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টিকরিলেও আমরা ইহার উদাহরণ দেখিতে পাই। পঞ্চাইত প্রায় সকল বিষয়ের কর্ত্তা। ভাল হউক আর মন্দ হউক পঞ্চাইত ব্যতীত কোন কার্য্যই হইবার উপায় নাই। সামান্য লোকে রাজা বা ভূম্যধিকারীকে চিনে না। যদিও ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে পঞ্চাইত পদ্ধতি অনেক হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু ইহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। পঞ্চাইতেরা যদিও অন্যান্য সম্বন্ধে প্রায় কর্ত্তৃত্ব হারাইয়াছেন জাতীয় সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব প্রায় পূর্ব্বরূপ রহিয়াছে। ইত্যাকার কারণে বোধ হয় এইরূপ পঞ্চাইত বা সালিসী পদ্ধতিই বিচার কার্য্যের প্রথম সোপান। কালে হয় ত এই পঞ্চাইতদিগের মধ্যে কেহ প্রভুত্ব

মদে মত্ত হইয়া আপন অধিকার বিস্তার করিয়া রাজা হইয়াছেন, এবং লোকে তাহাকেই ভয় করিয়া তাহারই অনুসরণ করিল। এই রাজত্ব পদ সৃষ্টির প্রথম আরম্ভ। অথবা অধিক লোক দ্বারা বিচার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ না হওয়ায় অথবা পঞ্চাইতদিগের মধ্যে একজন বিশেষ প্রভাবশালী হওয়ায় অপর সকলে তাঁহার অপেক্ষা হিনবল থাকায়, তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করে। হইতে পারে, এইরূপে ৫।৬ পঞ্চাইতের পরিবর্ত্তে একজন প্রধান অথবা রাজা-পদ সৃষ্টি হয়। একজন অধ্যক্ষ ব্যতীত সমক্ষমবান্ ২।৪ জন দ্বারা কোন কার্য্যই সংসাধিত হয় না। বর্ত্তমান সুসভ্য জাতীয়দের মধ্যেও কোন সভাতে অনেক ব্যক্তি আহত হইলে যদি সকলে সমান ক্ষমতা শালী ও বুদ্ধিমান হয়, তাহা হইলেও তন্মধ্যে একজনকে অধ্যক্ষ পদে বরণ করিতে দেখা যায়। এবং সময় ২ তর্ক বিতর্ক বা বল দ্বারা কোন বিশয়ের শেষ মীমাংসা না হওয়ায় চিঠিবা অন্য কোন রূপ দৈবের উপর নির্ভর করিয়া তত্তৎ বিষয় মীমাংসিত হয়। এতদ্দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী লোকের আজ্ঞা ব্যতীত একমাত্র বুদ্ধি ও মনুষ্যের স্বার্থযুক্ত ন্যায়পরতা দ্বারা সকল বিশয়ের শেষ সিদ্ধান্ত হইবার উপায় নাই।

১০ রাজপদ।

এই সমস্ত কারণ হইতে কালে প্রথমতঃ রাজা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানের পদ সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন্ সময়ে কোন্ জাতির মধ্যে এই পদ প্রথম প্রতিষ্টিত হয় তাহা বলা যায় না, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে জাতি প্রথম সভ্যপদবীতে অধিরোহণ করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যেই সর্ব্বাগ্রে এইপদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ রাজপদ বংশ পরম্পরাগত ছিল কি না এবিষয়ের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে অনুমান দ্বারা বোধ হয় যে পূর্ব্বে রাজপদ বংশ পরম্পরাগত ছিল না। বোধ হয় যে ব্যক্তি সকলের মধ্যে সর্ব্বাংশে বিশেষ ক্ষমতাশালী বা বলবান হইত সেই সর্ব্বপ্রধান রাজারূপে গণ্য হইতে। কালে তাঁহায়

মৃত্যু হইলে তাঁহার নিম্ন স্থানীয় লোক ঐপদে অভিষিক্ত হইত। কারণ অপনার বল দ্বারা বা বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শনে অন্যের সম্মতিতে লোকে রাজপদ প্রাপ্ত হইত, কিন্তু তাহার সন্তানের ঐ সকল গুণ তাহার সদৃশ থাকা সকল স্থলে সম্ভবপর নহে।

১১ বংশ পরম্পরাগত রাজপদ।

কালে কোথা হইতে বংশ পরম্পরাগত রাজপদ উস্থিত হইল, তাহাও স্থির বলা যায় না। বোধ হয় ক্ষমবান পিতার দৃষ্টান্তে সন্তানের অনেক অংশে তাদৃশ গুণবান হওয়া ইবং ক্ষমবান পিতার দ্বারা জাতি সাধারণের বিশেষরূপে উপকৃত হইয়া, তাহার নিকট নিরতিশয় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকায়, তদীয় সন্তানকে নামে রাজা করিয়া অন্যলোক দ্বারা তৎকার্য্য নির্ব্বহই বংশ পরম্পরাগত রাজপদ সৃষ্টির একমাত্র নিদান।

১২ উপসংহার।

কালে এইরূপ রাজপদ হইতে সমাজ মধ্যে অনেকরূপ অত্যাচার উপস্থিত হইয়াছিল এবং তন্নিবারণার্থ প্রজাসমূহ অনেক চেষ্টা ও উপায় উদ্ভাবন করিতেপ্রবৃত্ত হইল এবং তাহা হইতে অনেকরূপ উন্নতি হইতে লাগিল।

আমরা এপর্য্যন্ত সভ্যতার ইতিহাসের যে যে বিষয় বর্ণন করিলাম, তাহা কেবল উন্নতির প্রথম সোপান মাত্র, বাস্তবিক সভ্যতার মূল কারণ জ্ঞানানুশীলন ও বুদ্ধি পরিমার্জ্জন। মনুষ্য মার্জিত বুদ্ধিপ্রভাবে ক্রমে সমুদায় নূতন সত্য উদ্ভাবন ও তজ্জনিত আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে লাগিল।

কালে ঐই বুদ্ধি পরিচালন হইতে মানবসমাজ কিরূপে উন্নত হইতে লাগিল তদ্বিষয় আমি সভ্যতার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণন করিব।

——00——

অষ্টম অধ্যায়।

১ বাণিজ্য।—২ সমুদ্র যাত্রা।—৩ ধর্ম্ম।

জীবন রক্ষার্থে যে সমুদয় বস্তুর প্রয়োজন প্রত্যেকের তাহা স্বহস্তে প্রস্তুত করা সহজ নহে। অহোরহ আমরা কৃষিজাত বা শিল্পজাত বস্তু ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহার একটি উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে হইলে কৃতশিক্ষার প্রয়োজন। অদ্যাপি কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে এইব্যবহার দেখা যায় যে তাহারা সাংসারিক সমুদয় উপকরণ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া লয়, এইরূপ প্রণালীতে তাহাদের সংসারিক ব্যাপার বিনা বাণিজ্যে নির্ব্বাহ হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল প্রয়োজনোপযোগী সামান্য বস্তু প্রস্তুত করিতে সমস্ত পরিবারকে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয়, বস্তু সকল তেমন উত্তম হয় না, অধিকন্তু সাংসারিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেই সমুদয় সময় অতিবাহিত হয়। এদিকে জ্ঞান ধর্ম্মের আলোচনার কিছুমাত্র সময় থাকে না। পক্ষান্তরে ব্যক্তি বিশেষ ব্যবসা বিশেষে নিযুক্ত থাকিলে তদ্ব্যবসায়ের প্রচুর উন্নতি হইতে পারে, আনুষঙ্গিক সাংসারিক উন্নতিও বিলক্ষণ হইয়া উঠে, তদ্বিষয় আমি চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছি।

১ বাণিজ্য।

বোধ হয় আদিম কাল হইতেই মানবজাতি দ্রব্য বিনিময় করিত, এই বিনিময় প্রথার দ্বারা লোকে শ্রম বিভাগের উপকারিতা অনুভব করে। যখন মানব সমাজ রাজা কৃষক শিল্পী প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইল তৎকালে বিনিময় প্রথা দ্বারা লোকে বিলক্ষণ সুবিধা বুঝিত। এই বিনিময় প্রথা পরিশেষে বহু স্থান ব্যাপী হইয়া উঠিল। এইরূপে ক্রমে ভিন্ন দেশীয় লোকের সহিত দ্রব্য বিনিময় বা বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়।

ভিন্ন দেশীয় বাণিজ্যের দ্বিতীয় কারণ এই যে ; সকল দেশে সকল শস্য জন্মে না এবং সকল দেশীয় লোক সকল প্রকার শিল্প কর্ম্মেই বিশেষ পটুতা লাভে সমর্থ হয় না। বীরপ্রকৃতি লোকের রুচি ও হীনসাহস লোকের রুচি একরূপ হইবার নহে, সুতরাং দেশ বিশেষে শিল্প বিশেষের যে বিশেষ উন্নতি হয় তাহা সহজেই অনুমান হইতে পারে ; অত্যল্প শারীরিক শ্রম সাধ্য সূচি কর্ম্ম অথবা তাদৃশ অপর ব্যবসা সহিষ্ণুবাঙ্গালী বা উৎকল বাসী দ্বারা যেমন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, বলবীর্য্য সম্পন্ন উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয়দিগের দ্বারা ততদূর হইতে পারে না। আবার কঠোর শারীরিক বল সাধ্য কার্য্য দুর্ব্বল বাঙ্গালীর দ্বারা হইবার বিষয় নহে। এই কারণেই পৃথিবীতে দেশ বিশেষের লোকেরা শিল্প বিশেষে পারদর্শী হইয়াছিল।

যখন মানব সমাজে শ্রম বিভাগ প্রকৃষ্টরূপে হইল তৎকাল হইতেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবসা অবলম্বন হইল। আহার ও পরিচ্ছেদ প্রভৃতির নিমিত্ত পরিশ্রম করিয়াও অনেক সময় থাকিত। এইরূপে সময় পাওয়াতেই লোকের মনে বিলাস বাসনা উপস্থিত হয় এবং এই বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন নিমিত্ত লোক বিশেষে ব্যবসা বিশেষ অবলম্বন করিল।

স্থান বিশেষে বস্তু বিশেষের উৎপাদন এবং কোন কোন দেশীয় লোকের শিল্প বিশেষে বিশেষ পারদর্শী হওয়াতে দেশান্তর বাসীদের তাহা প্রাপ্ত্যর্থ ঐ সকল দেশে উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ফলতঃ এইরূপেই এক দেশীয় লোকের সহিত অপর দেশীয় লোকের বাণিজ্য বা দ্রব্য বিনিময় আরম্ভ হয়।

বোধ হয় মানবগণ প্রথমতঃ স্বয়ং বহন করিয়াই বিনিময় কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এই সময়ে তাহাদের বাণিজ্যের সীমা বহুদূর ব্যাপিনী ছিল না। কালে যখন জনসমাজে পশুর ব্যবহার শিক্ষা হইল তৎকালেই লোকে কিয়ৎপরিমাণে দূরদেশে যাতায়াত করিতে লাগিল। ফলতঃ উষ্ট্র গবাদি ভারবাহী পশুদিগের ব্যবহার অবগত হইলেই কথঞ্চিত বাণিজ্যের সোপান আরম্ভ হয়।

যখন মনুষ্যগণ পরস্পর দ্রব্য বিনিময় দ্বারা সাংসারিক বিশেষ সুবিধা দেখিল, তখন পশু-বাহিত দ্রব্যজাত তাহাদের নিকট যৎসামান্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ নদী সকল অতিক্রম করিয়া অপর কূলে উত্তীর্ণ হইয়া দ্রব্যাদি বিনিময় পশুদ্বারা হইয়া উঠে না; এই সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত শীঘ্রই লোকে যত্ন করিতে লাগিল, এই যত্নের বলেই তরণী সকলের সৃষ্টি হয়।

প্রথম হইতেই যে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় উৎকৃষ্ট তরণী সকলের সৃষ্টি হয় নাই একথা বলা বাহুল্য। লোকে প্রথমতঃ বৃহৎ কাষ্ঠ খণ্ড অথবা ভেলার দ্বারা নদী পার হইত। কালে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের অভ্যন্তর খুঁদিয়া কোষ নৌকা প্রস্তুত হইল। এই সকল কোষ পশ্বাদি অপেক্ষা অধিক দ্রব্য বহন করিত বটে, কিন্তু মানব জাতির যে আশা বৃত্তি বর্ত্তমান সময়ের বৃহদাকার অর্ণবপোত সকল সম্যক্ চরিতার্থ করিতে পারে নাই, তাহা কি এই সকল কোষ নৌকা দ্বারা চরিতার্থ হইতে পারে? লোকে যখন দেখিতে পাইল যে এই সকল ক্ষুদ্র নৌকা দ্বারা তাহাদের অভিলাষানুরূপ দ্রব্য বহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না; বৃহৎ বৃহৎ নদী পার অথবা সমুদ্র যাত্রা সম্পন্ন হয় না; তখন উপায়ান্তর অবলম্বন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। কালে এই প্রয়োজনেই অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নৌকা সকল প্রস্তুত হইল।

বোধ হয় প্রথমতঃ লোকে লগী দ্বারাই নৌকা পরিচালন করিত। কিন্তু যে সকল স্থানে জলের গভীরতা অধিক তথায় লগী কার্য্যকরী হয় না, এই নিমিত্তই পরে ক্ষেপণী ও কর্ণ প্রভৃতি নৌকা চালনোপযোগী পদার্থের ব্যবহার আরম্ভ হয়, অবশেষে বায়ুর সাহায্যে নৌকা চালন অর্থাৎ পালের ব্যবহার হইয়াছিল।

সমুদ্রযাত্রা।

লোকে যখন ক্ষেপণী কর্ণ ও পালের * ব্যবহার উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিল তখনই সমুদ্র যাত্রা প্রথম আরম্ভ হয়। প্রথমই, এইক্ষণকার ন্যায় বৃহৎ অর্ণবপোত ব্যবহার হইত না, কিন্তু সমুদ্র যাত্রার্থ যে সকল নৌকা ব্যবহার হইত তাহা

নিতান্ত যামান্ত ছিল বোধ হয় না। একণে চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে সামুদ্রিক বাণিজ্যার্থ যে সকল সুলুক বা জাহাজ ব্যবহার হয়, বোধ হয়, পূর্ব্বকালের লোকেরা এতাদৃশকোন জলযান ব্যবহার করিত। এইরূপেই কাল প্রভাবে বর্ত্তমান সময়ের অর্ণবপোত সকলের ব্যবহার হইয়া আসিল।

এই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে বাণিজ্য আরম্ভ হইল। প্রথমে লোকে পরস্পর দ্রব্য বিনিময়ের নিমিত্তই বাণিজ্যের আরম্ভ করে, কিন্তু এই বাণিজ্যর দ্বারা কেবল দ্রব্য বিনিময় মাত্র উপকার সাধিত হয় নাই, বিদ্যা বুদ্ধিরও অনেক উন্নতি হইল। ফলতঃ রাজশাসন, ধর্ম্মনীতি চিকিৎসা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উন্নতির মূল বাণিজ্যকে বলিলে অত্যুক্তি হয়না। নানা দেশ ভ্রমণও নানা জাতির মধে উৎকৃষ্ট বিদ্যা বুদ্ধির সমালোচনা দেখিলে, স্বভাবতঃই তাহা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে এবং ঐ সকল বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন আচরণ দৃষ্টে স্বকীয় আচরণ সংশোধান প্রবৃত্তি হওয়াও অসম্ভব নহে। এইরূপেই ভারতবর্ষ জাত গণিত বিজ্ঞানাদি শাস্ত্র গ্রীকজাতির দ্বারা ইউরোপ নীত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

বণিকবৃত্তিরপরায়ণ দেশে কখন নিতান্ত স্বেচ্ছাচার রাজ শাসন চলিতে পারে না, বাণিজ্যের দ্বারা শীঘ্রই জন সাধারণ ধনী হইয়া উঠে। নানা দেশ ভ্রমণ দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তি মার্জ্জিত ও সাহসের বৃদ্ধি হয় সুতরাং এই সকল প্রজার উপর রাজা নিতান্ত স্বেচ্ছাচার ব্যবহার করিতে পরেন না, অনেক বিষয়ে রাজাকে প্রজা সকলের মতবাদ অপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে হয়। আসিয়া খণ্ডের পূর্ব্বাপর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় বাণিজ্য পরায়ণ দেশ যেমন অল্প, স্বেচ্ছাচারি রাজ-ত্বের সংখ্যাও তত অধিক। কিন্তু এই স্বেচ্ছাচার পরায়ণ রাজ্য তন্ত্রের দেশে বাস করিয়া প্রাচীন ফিনিসীয় গণ এক মাত্র বণিক বৃত্তি পরায়ণ হইয়া নিজ দেশে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী সংস্থাপন করিয়াছিল। বর্ত্ত-মান সময়ে ইংলণ্ড প্রভৃতি রাজ্যের শাসন প্রণালী যে এত উৎকৃষ্ট,

বাণিজ্য যে তাহার অন্যতর কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। প্রাই বাণিজ্য সৌকার্য্যার্থেই মুদ্রা প্রচলিত হয়।

৩ ধর্ম্ম। এপর্য্যন্ত আমরা মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বর্ণন করিয়াছি তদ্দারা মনুষ্যসমাজ কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা কথঞ্চিৎ অনুভব হইবে। পরন্তু মনুষ্যের প্রধান একটী স্বভাবের বিষয় এপর্য্যন্ত উল্লেখ করা যায় নাই। যে স্বভাব প্রভাবে মনুষ্য পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন, যে সদ্বৃত্তি দ্বারা পৃথিবীর সমুদয় দুঃখ রাশিকে তৃণজ্ঞান করিয়া মনুষ্যের আত্মা অপূর্ব্ব শান্তি সম্ভোগ করিয়া থাকে, যাহার প্রভাবে মনুষ্য এই পাপময় পৃথিবীতে থাকিয়াও স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন, এইক্ষণে সেই প্রবৃত্তিব—ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বর্ণন করা যাইতেছে।

কৃতজ্ঞতার ভাব মনুষ্যের মনে স্বাভাবিক এবং যে স্থলে আত্মসুখ সাধন স্বকীয় ক্ষমতার অতিরিক্ত হয়, সেই স্থলে অপরের সাহায্যাবলম্বন করাও মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ প্রবৃত্তি।

জল, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, প্রভৃতির অনির্ব্বচনীয়, উপকারিতা, অনিবার্য্য শক্তি, ও অদ্ভুত তেজস্বিতা দৃষ্টে আদিম নরগণ যে

কাত উপেতি মনসো বরায়।
ভুবদাগ্ন শংতমা কামনীয়া॥ *

ইত্যাদি স্তুতিপাঠ করিবেন আশ্চর্য্য কি।

আদিম সময়ে গৃহাদি বিরহিত মানবগণ যখন অমানিশির সূচিভেদ্য অন্ধকারে আবৃত হইতেন, যখন অন্ধকারময়ী রজনীতে ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদগণের আক্রমণ ভয়ে বৃক্ষশাখা বা ভূমি গর্ভ আশ্রয় করিতেন; তৎকালে প্রভাত সময়ে সূর্য্যের সৌম্যমূর্ত্তি সন্দর্শনে বীতভয় হইয়া যে তাহাদের সরলমন ভক্তিরসে আর্দ্র হইবে তাহার সন্দেহ কি। বিশেষতঃ বহুদূরস্থিত সূর্য্যে এরূপ তেজস্বিতা ও উপকারিতা সামান্য বিস্ময়াবহ নহে।

* হে অগ্নি! আমাদের উপর তোমার মনকে সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত কি প্রকার প্রত্যুদ্গমন করিতে হইবে? কীদৃশ স্তুতি তোমার প্রীতিকর?

এই সকল কারণেই প্রাচীনজাতি মাত্রেই সূর্য্য, অগ্নি, জলবায়ু প্রভৃতির উপাসনা করিতেন। ঋগ্বেদ এবং জেন্দাভেস্তা অপেক্ষা প্রাচীনগ্রন্থ, বোধ হয় জগতে অতি বিরল অথবা নাই। এই দুই গ্রন্থ পাঠ করিলেই আমাদের উক্তিতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যদিও পরকালের ভাব লোকের আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ তথাপি আলোচনা ব্যতীত এই ভাব পরিস্ফুট হইতে পারে না। আমরা নিতান্ত আদিম সময়ের যে সকল গ্রন্থ পাই প্রায় সকল স্থলেই দেখা যায় তৎকালীন মনুষ্যগণ সাংসারিক উপকার কামনায়ই উপাসনা করিতেন। *

কিন্তু মনুষ্যদিগকে বহুকাল এই অবস্থায় থাকিতে হয় নাই; রোগ শোক, মৃত্যু প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ পরিদর্শন দ্বারা স্বভাবতঃই লোকের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই বৈরাগ্য হইতেই লোকের মনে পরকালের ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তৎকালে এই জড়োপাসনাই প্রচলিত ছিল, এই সকল জড়পদার্থের নিকট তাহারা ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখের নিমিত্ত প্রর্থনা করিত। কিন্তু পরকালের ভাব উপস্থিত হইলেও আত্মার অজড়ত্ব বিষয়ে আদিম নরগণ বহুকাল অনভিজ্ঞ ছিলেন, তৎকালে লোকে বোধ হয় আত্মাকে জ্যোতি অথবা বায়ুবৎ কোন পদার্থের ন্যায় কল্পনা করিতেন। প্রাণবায়ু প্রভৃতি শব্দ দ্বারা এটি বিলক্ষণ অনুভব হয়। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ডদান, তাহার প্রিয়তম ভক্ষ্য তদুদ্দেশে যাজকদিগকে ভোজন করান প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপও এই বিশ্বাস হইতেই সমুদ্ভব হইয়াছে। ইহার পরেই প্রকৃত পক্ষে আত্মজ্ঞান ও পরমাত্মতত্ব মানব সমাজে প্রচারিত হয়। সমাজ যখন ক্রমে উন্নত হইতেছিল, যখন মানবগণ সাংসারিক কার্য্যাবসানে অবকাশ পাইয়া পরমার্থতত্ব

* অবদ্ভিরগ্নে অবতো নৃভির্নৃন্বীরৈর্বীরান্বনুযাম ত্বোতাঃ। ঈশানাসঃ পিতৃবিত্তস্য রায়ো বিসূরয়ঃ শতহিমা নো অশ্যুঃ।

হে অগ্নি আমরা যেন তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অশ্বদারা শত্রুদিগের অশ্ব যোদ্ধাদ্বারা শত্রুদিগের পুত্রদিগকে সংহার করিতে পারি। আমাদের পুত্রেরা যেন পৈতৃক ধনের স্বামী, বিদ্বান ও শতায়ুঃ হয়। ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল দ্বাদশানুবাক্ ৯ শ্লোক।

বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, যখন একমাত্র ভয়াভিভূত না হইয়াও ভক্তি ও প্রীতি পূর্ব্বক উপাসনা করা কর্ত্তব্য এটি লোকেব বিশ্বাস ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল, তৎকালে আত্মতত্ব মানব মনে সমুদিত হইয়াছিল। ফলতঃ স্বাভাবিক কার্য্য কারণ ভাব কিঞ্চিৎ জ্ঞানালোচনা সহযোগে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া, অচিন্ত, অদ্বিতীয়, পরমকারণ পরমেশ্বরের প্রকৃত সত্বা পৃথিবীতে প্রচাবিত করিল।

ইতি প্রথম খণ্ড।